নকল! নকল!

হু ইজ দেয়ার

জেমস হেডলি চেজ

সূচিপত্র

গাছপালা ভর্তি ঘন বন 2
টাইপ মেশিন 34
গাড়ির দরজা খুলে 75
অফিস ঘরের ফোন 119

গাছপালা ভর্তি ঘন বন

০১.

তাড়াতাড়ি এদিকে এসে আমাদেরকে সাহায্য কর! দুরে মাঠের মধ্যে গাছপালা ভর্তি ঘন বন। তার মধ্যে একদল শূকর ঘোরাফেরা করছে। মিশচারের করুণ চীৎকারটা অ্যালেক্সি শুনতে পেয়েছিল। কিন্তু ব্যাপারটা এমন হঠাৎ হওয়াতে অ্যালেক্সি হতভম্ব হয়ে গেছিল। পুলিশের লোকেরা, ভীষণই ভয়ঙ্কর তারা, কখন যে ঘাপটি মেরে সেখানে এসে গেয়েছিল কেউ বুঝতে পারেনি। এই চিৎকার চেঁচামেচিতে অ্যালেক্সির ঘোর কেটে গেল এবং সেসময় নষ্ট করে উল্টো দিকে দৌড়তে লাগল।

ফিফথ এভিনিউ দিয়ে দৌড়তে দৌড়তে সে সিক্সটিনাইন স্ট্রীটে গিয়ে পৌঁছালো। তারপর সে দুর্ভাবনা করতে লাগল ওলেগ সম্বন্ধে। ভাবল ওলেগ লোকটা কোথায় গেল? সে একটা ল্যাম্পপোস্টের পিছনে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগল। ওলেগ ছাড়াও সে পুলিশকে ভয় পাচ্ছে।মিশচার অ্যালেক্সিকে যে উপদেশ দিয়েছিল তার মূল বিষয়টি ছিল পুলিশের খপ্পর থেকে যতটা পারা যায় নিজেকে দূরে রাখা।

সিক্সটি নাইনথ স্ট্রীটের পথ দিয়ে প্রচুর লোক চুপচাপ যাতায়াত করছে আর প্রচুর গাড়ি চলাচলের শব্দ শোনা যাচ্ছে। নিউইয়র্কের রাস্তাগুলোর পথচারীরা তাদের গন্তব্যস্থল লক্ষ্য করে। চলতে থাকে তাদের আশেপাশে কি হল বা হচ্ছে সে সম্বন্ধে তারা অহেতুক

কৌতূহল দেখায় না। অ্যালেক্সি যে একটা ল্যাম্পপোস্টের আড়ালে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক দেখছে আর ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে সেদিকে কেউ লক্ষ্যই করছে না। এদিকে অ্যালেক্সির মাথায় অনেক চিন্তা, ঘোরাফেরা করছে। মিশচার আহত হয়ে পড়ে আছে সে পালাতে পারবেনা আর নিশ্চয়ই পুলিশের হাতে ধরা পড়বে, তাহলে কি হবে? এই সব চিন্তায় সে যখন ডুবে আছে ঠিক তখনই একটা প্লি মাইথ গাড়ি অ্যালেক্সির সামনে দাঁড়ালো অ্যালেক্সির অজান্তে। সে কিছু না দেখেই দৌড়বার জন্য তৈরী হল। কিন্তু তার আগেই বিরাট দেহের মোষের ন্যায় দেখতে একটা লোক গাড়ি থেকে নেমে তার পথ আটকালো। যদিও অ্যালেক্সির ভয় দূর হল না, তবে সে নিশ্চিত বুঝতে পারল এ ওলেগ ছাড়া আর কেউ হবে না। যদিও অ্যালেক্সি লোকটিকে অনেক দূর থেকে দেখল এবং এই প্রথম দেখল তবু মিশ্চারের বিবরণের সঙ্গে মেলালে লোকটির সঙ্গে ওলেগ–এর অনেক সাদৃশ্য ছিল।

অ্যালেক্সি নিশ্চিত হবার জন্য ভয়ে ভয়ে লোকটাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি নিশ্চয়ই ওলেগ–লোকটা অ্যালেক্সির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে মাথা সামান্য একটু নেড়ে বলল, দৌড়ে পালালে কেন? এর মানে কি?

অ্যালেক্সি তাড়াতাড়ি বলল মিশচারকে মাঠে ওরা ধরে ফেলেছে। একটু মারামারি হয়েছে তাতে মিশচার আহত হয়েছে কিন্তু কতটা হয়েছে তা বুঝতে পারিনি। মাথা দিয়ে রক্ত পড়তে দেখেছি নিশ্চয়ই মাথা ফেটে গেছে। তারপর অ্যালেক্সি ওলেগের হাত ধরে অনুরোধ করে বলল, ওখানে সব সাদা পোশাক পরা পুলিশ এসেছে এবং আরো নিশ্চয়ই এসে গেছে, তারা মিশচারকে অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে পাঠাবে। কিন্তু মিশচারকে কোথায় কোন হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে তা আমাদের জানতেই হবে। আপনি প্লিজ

সেখানে চলে গিয়ে খোঁজ করুন। ওলেগ স্থির চোখে কিছুক্ষণ অ্যালেক্সিকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, অ্যালেক্সি এই কাজটা করছে না কেন?

ওহ! ছটফট করে উঠল অ্যালেক্সি। ওলেগ কি করে এমন বোকার মত কথা বলল তা সে ভাবতে পারছে না কারণ মিশচার যখন ওলেগকে নির্বাচন করেছে মিশচারের উপর অ্যালেক্সির ভীষণ বিশ্বাস কারণ মিশচার অ্যালেক্সির কর্মগুরু, শিক্ষক এমনকি অভিভাবকও বটে। কিন্তু এর মধ্যে যে কাউন্টার এসপিওনেজ থাকতে পারে ও ভাবেনি বোধহয়। মিশচারও এতটা ভাবেনি। নইলে কোড ভাষায় ওরা যে সেন্ট্রাল পার্কে সন্ধে সাতটায় মিলিত হবে তা ওয়াশিংটনের গোয়েন্দা দপ্তর টের পাবেকি করে?মিশচারের মত সাবধানী মানুষও ধরা পড়ে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে অ্যালেক্সি ওলেগকে বলল, ওলেগ টেক্ কেয়ার অফ ইওর সেল! তুমি চাওনা নিশ্চয়ই আমি ধরা পড়ে যাই। আই অ্যাম এজেন্ট ইন প্লেস। জাহাজের মত আমি ভেসে থাকতে পারি না আমাকে সাবমেরিনের মত ডুবে থাকতে হয়। আমার এখনও অনেক কাজ, আসল কাজই এখনও শেষ হয়নি। আমাকে ওরা মিশচারের সঙ্গে দেখেছে। ওরা আমাদের একদম বোকা বানিয়ে ছেড়েছে। মেয়েদের পোশাক পরে পুলিশ যে হঠাৎ উদয় হতে পারে তা আমরা কল্পনাও করতে পারিনি কিন্তু তাই–ই ঘটেছে। আমাকে এখন নিজেকে রক্ষা করতে হবে। এর পরে বাকী যা কাজ তুমি বোধ হয় জানেনা।

অ্যালেক্সি ঘোরের মধ্যে ছিল তাই সে ওলেগকে অনেকটা বসের মত নির্দেশ দিচ্ছিল। যদি সে ওলেগ–এর ওই ভীষণ মারকুটে মুখের দিকে তাকাত তাহলে ওর এই অনর্গল কথা বলা গ্রামফোন রেকর্ডের মতই ভেঙে খান খান হয়ে যেত।

ওলেগ শক্ত গম্ভীর গলায় বলল, কিন্তু

ওলেগের কথা শেষ হবার আগেই চারদিক থেকে পুলিশের গাড়ির সাইরেন বেজে উঠল। ছোটাছুটি আর হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেল। রাস্তার লোকজন কিছু না বুঝেই বোকার মত ছুটতে শুরু করল।

অ্যালেক্সি এক ছুটে একটা বড় বাড়ির আড়ালে চলে গেল আর তার ছায়া দিয়ে এক পা দুপা করে এগোতে লাগলো। সে চিন্তা করল ওলেগকে নিয়ে ভাবার সময় নেই আর সময় নেই মিশচারকে নিয়েও তার যা বলার ওলেগকে বলে দিয়েছে এবার দায়িত্ব ওলেগের।মিশচার থাকুক বা না থাকুক ওলেগ জাহান্নামে যা ওর মিশন শেষ হয়নি। এখনও মাইক্রোফ নেওয়া হয়নি। ওটা ভীষণ জরুরী। ওর ভূত ভবিষ্যৎবাঁচা না বাঁচা, উন্নতি–সব কিছু নির্ভর করছেন্যাটোর সেই গোপন দলিলের উপর। চার্লস কেলসো কি পারবে? যেভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে তাতে কাজ হাসিল হবার সম্ভাবনা ষোল আনা। কিন্তু তার আগেই যে কাণ্ড ঘটতে যাচ্ছিল।

একটা ট্যাক্সি সামনে আসতেই সেটাকে থামিয়ে চটপট তাতে উঠে পড়ল অ্যালেক্সি। ট্যাক্সি ড্রাইভার গাড়ি চালু করার আগে অ্যালেক্সির দিকে একপলক তাকালো। সে তখন রুমাল দিয়ে মুখ মুছছিল তার মধ্যে এতটুকু উত্তেজনা নেই। অ্যালেক্সি ড্রাইভারকে ম্যাডিসন স্কোয়ার যেতে নির্দেশ দিল। সেই ফাঁকে অ্যালেক্সি ড্রাইভারের মুখটাও দেখে নিল। দেখল তাতে সন্দেহ করবার মত কিছু নেই।

মিশচার অ্যালেক্সিকে বলেছিল তোমাকে ঠিক আমেরিকানদের মত দেখতে। মিশচার ঠিকই বলেছিল কথায় বার্তায় হাবে ভাবে কেউ ধরতেই পারবেনা যে অ্যালেক্সি রাশিয়ান। কিন্তু মিশচার এও বলেছিল, বাট ইভ মাস্ট নট থিঙ্ক লাইক অ্যান আমেরিকান। ক্যাপিটালিস্টদের চিন্তা ভাবনা যেন তোমায় পেয়ে না বর্সে। এই আঠাশ বছরের জীবনে অ্যালেক্সি পুরোপুরি আমেরিকান হলেও সে তার জন্মভূমি রাশিয়ার কথা একটিবারের জন্যও ভোলেনি।

অ্যালেক্সির ঘোর কাটলো যখন ড্রাইভার বলল, ম্যাডিসন স্কোয়ার স্যার। হঠাৎ চমকে উঠে ড্রাইভারের ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে সে চটপট নেমে পড়ল। ট্যাক্সি থেকে নেমে দ্রুত পা চালিয়ে পার্ক এভিনিউয়ের দিকে এগোতে লাগল। সেখান থেকে আর একটা ট্যাক্সি নিয়ে ফিফটি থার্ড স্ট্রীট এ পৌঁছে দ্বিতীয় ট্যাক্সিটিও ছেড়ে দিয়ে হাঁটতে শুরু করল।

অ্যালেক্সি এত জোরে পা চালাচ্ছিল যে আকাশ ছোঁয়া উঁচু উঁচু বাড়িগুলো ছায়াছবির মত তার। পাশ দিয়ে সরে যাচ্ছিল। শনিবার ছুটি তাই বিলাসী আমেরিকানরা জোড়ায় জোড়ায় রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল। অ্যালেক্সি মাঝে মাঝে থেমে তার চারপাশ দেখে নিচ্ছিল। সে সন্দেহজনক কাউকে তখনও পর্যন্ত দেখতে পেল না। দুটো বড় বড় বাড়ি পেরিয়ে সে আবার একটা ট্যাক্সী নিল। সেকেন্ড এভিনিউ হয়ে সিক্সটি সিক্সথ স্ট্রীটে পৌঁছালো। যেখানে সোজাসুজি গেলে তার সময় লাগত মাত্র দশ মিনিট সেখানে সে সময় নিল এক ঘণ্টা। একজন সিক্রেট এজেন্ট হিসাবে ভালো ভাবে তার জানা আছে কিভাবে অদৃশ্য অনুসরণকারীকে ফাঁকি দিতে হয় তাই সে এমন চক্কর মেরে গন্তব্যস্থলে পৌঁছালো।

আটটা কুড়ির সময় সে কেটির ফ্ল্যাটের সামনে এসে দাঁড়ালো। সে জানে কেটি এই সময় ফ্ল্যাটে থাকে না। তারজন্য একটা ডুপ্লিকেট চাবি সে সব সময় সঙ্গে রাখে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সে তক্ষুনি চাবি দিয়ে দরজা খুললো না। এলিভেটর নেমে গেলেও তা উঠে আসার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। যদি কোন অচেনা ব্যক্তি হঠাৎ এসে যায়।

এলিভেটর নেমে গেছে। সে চারিদিক তাকিয়ে দেখল, সেখানকার এপার্টমেন্টগুলো সত্যি সুন্দর। সে একটা সিগারেট ধরালো। তার হাতটা হঠাৎ কেঁপে উঠল। তাহলে কী অ্যালেক্সি নার্ভাস ফীল করছে?

মিশচারও এই একই প্রশ্ন অ্যালেক্সিকে করেছিল সেন্ট্রাল পার্কে সেই ফ্ল্যাগপোলের নীচে দাঁড়িয়ে, তোমাকে যেন একটু বিব্রত দেখাচ্ছে। কেন? তুমি ভয় পেও না, আমি তো তোমার সঙ্গেই আছি। তোমার ইনফরমেশন পেয়েই আমাকে আজই আসতে হল। তুমি যে কাজ করতে যাচ্ছ আমি কাছাকাছি থাকলে তুমি কিছুটা ভরসা পাবে। নর্থ আটলান্টিক অরগানাইজেশন–এর হেড কোয়ার্টার থেকে যে টপ সিকিউরিটি মেমোরেন্ডাম পেন্টাগনের কেন্দ্রীয় সংস্থায় পাঠিয়েছে সেই খবরটা তুমি চার্লস কেলসোর কাছ থেকে চেয়েছে–তাই তোতা?

অ্যালেক্সি সম্মতি সূচক ঘাড় নেড়েছিল।

মিশচার বলেছিল, তুমি লিখেছে ওটা এখন শ্যানডন হাউসে।

পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়ে গেলে ওটা শ্যানডন হাউসে আসে।

মিশচার জিজ্ঞাসা করেছিল, শ্যানডন হাউসের আসল কাজটা কি?

অ্যালেক্সি বলেছিল, শ্যানডন হাউসের আর এক নাম দ্য ব্রেইন সুপার সুপার সিক্রেট ব্যাপার। সিকিউরিটি ব্যবস্থা ভীষণই সাংঘাতিক। মানুষ তো দূরের কথা একটা সূচও গলে বেরুতে পারবে না।

মিশচারকে যেন একটু অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল।বলল, তাহলে এত ভীষণ সিকিউরিটি ভেদ করে তুমি কী মেমোরেন্ডাম বের করতে পারবে?মিশচার বোধহয় অ্যালেক্সিকে পরীক্ষা করে দেখছিল।

অ্যালেক্সি জোর গলায় বলেছিল নিশ্চয়ই পারব। চাক্ মানে চার্লস কেলসোর মগজ আমি বোধহয় ঠিক মতই ধোলাই করেছি। আমেরিকান বিগবসদের এই দাদাগিরি ও সহ্য করতে নারাজ। তারপরন্যাটোর জন্য যে কোটি কোটি ডলার খরচ হচ্ছে সেটা অনেক আমেরিকানদের মত তারও অপছন্দ।

তাহলে তো খুবই ভালো বলেছিল মিশচার।

হঠাৎ সিগারেটের ছ্যাকায় অ্যালেক্সির ঘোর কেটে গেল। সিগারেটের টুকরো ফেলে দিয়ে সে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। দেখল এলিভেটর পাঁচতলায় না থেমে সোজা উপরে উঠে গেছে।

অ্যালেক্সি একটু স্বস্তির শ্বাস ফেললো আর একটু নিশ্চিন্ত হয়ে কেটির দরজা চাবি ঘুরিয়ে খুললো। এখন তার নাম আর অ্যালেক্সি নয়। এখন ওর পরিচয় নীলে–হেনরিক নীলে। আর বন্ধুদের কাছে রিক্। এখন সে একজন প্রকৃত আমেরিকান। এই পরিচয় সমর্থনের জন্য সে যথেষ্ট কাগজপত্র তৈরী রেখেছে।

.

০২.

নিউইয়র্ক শহর থেকে কিছুটা দূরে নিউ জারসীর শেষ প্রান্তে পাহাড়ের ঠিক নীচে ঘোট একটা হ্রদের পাশে অ্যাপলেটন গ্রাম। এই শ্যানডন হাউসটা হল শ্যানডন শহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে। এই হাউসটি আয়তন এখন প্রায় দৈর্ঘ্যে প্রস্থের দুই হাজার একরের মত। অবশ্য এটা ধীরে ধীরে হয়েছে একদিনে হয়নি। বৃদ্ধ সাইমন শ্যানডন ছিলেন একজন খামখেয়ালী মানুষ। এই বিশাল সম্পত্তির মোট মূল্য কম করে তিনশ কোটি ডলারের মত। তিনি তার সমস্ত সম্পত্তি এই আশ্চর্য প্রতিষ্ঠানটির জন্য দান করে গেছেন। এই প্রতিষ্ঠানটির নাম এখন ইনস্টিটিউট ফর অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন অব স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ।

পাহাড় আর হ্রদ থাকার জন্য সাধারণ লোক এখানে এমনিতে আসতে পারত না। তার উপর সাইমন সাহেব ছিলেন বড় বেশী সাবধানী মানুষ। তিনি মনে করতেন যেখানে যুদ্ধ সংক্রান্ত তথ্য প্রভৃতি সংগৃহীত হয় তার নিরাপত্তা ব্যবস্থায় আরও জোরদার হওয়া প্রয়োজন। সেই জন্য পাহাড় আর হ্রদ বাদে সমস্ত এলাকা জুড়ে তিনি চীনের প্রাচীরের

আড়ালে আরো একটি প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন। আর সেই প্রাচীরের দেওয়ালের ভিতরেও ছিল রহস্যজনক নিরাপত্তাব্যবস্থা।শ্যানডন হাউসটি শহর থেকে আসা রাস্তার সঙ্গে যেখানে যুক্ত হয়েছে সেখানে একটি মাত্র দরজা ছিল আর সেই দরজা দিয়েই প্রবেশ ও প্রস্থান করা হয়। গাড়ি ভিতরে নিয়ে যাওয়া বারণ ছিল। গাড়ি গেটের বাইরে পার্ক করতে হয়। যারা এখানে কাজ করে তাদের দুর্গের মত একটা ছোট দরজা দিয়ে মাথা নীচু করে প্রবেশ করতে হয়। তার আগে তাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। দরজার বাইরে শাস্ত্রীরা টমি গান হাতে সব সময় প্রহরারত। যাদের ভিতরে যাবার অনুমতিপত্র আছে তারা ভিতরে নিশ্চয়ই যাবে কিন্তু তার আগে শান্ত্রীরা তাকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত পরীক্ষা করবে। যদি তারা নিশ্চিত হয় তবে ভিতরে যেতে দেবে।

তবে যারা ভিতরে যায় তারা যে সবাই বাইরের লোক নয় কারণ এই শ্যানডন হাউস চত্বরে অসংখ্য আধুনিক ফ্ল্যাট গড়ে উঠেছে তারপর খেলাধুলোর জন্য বড় মাঠ আছে, সুইমিং পুল আছে সিনেমাআছে।

তবে যে বাড়িটিতে যুদ্ধসংক্রান্ত তথ্যাদি পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয় তার নিরাপত্তা ব্যবস্থা অন্যরকম এবং ভীষণ কঠোর। সমস্ত বাড়িটাতে আধুনিক সব স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র লাগানো আছে। কোন বিপদ হলেই সঙ্গে সঙ্গে তা সাংকেতিক শব্দ সৃষ্টি করে নিরাপত্তা প্রহরীদের সতর্ক করে দেবে।

এই শ্যানডন হাউসে যারা কাজ করে তারাও রহস্যময় বাইরে তাদের দেখা যায় না ও তাদের কেউ চেনেই না। তাদের পরিচয় দ্য ব্রেইন অর্থ মভি নামে।

পেন্টাগনযখন এই সাইমনশনডনেরকথা জানল এবং তার মহৎ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হল তখন সরকারী সাহায্য ও তত্ত্বাবধান খুবই তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেল। দেশের সব বড় বড় বুদ্ধিজীবিদের থেকে সেরাদের বাছাই করে এখানে রাখা হয়েছে। তাদের মাইনের অঙ্কও বিশাল এবং সরকারী নিরাপত্তার মধ্যে তাদের যে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় তাতে তারা সুখের জীবন, ভোগ করে থাকে। এখন শ্যানডন হাউসের গুরুত্ব এত বেশী যে যুদ্ধ সংক্রান্ত কোন বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে আসার আগে শ্যানডন হাউসের ছাড়পত্র গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। বৃদ্ধ সাইমন শ্যানড়ন। মারা গেছে কিন্তু তাঁর স্বপ্নের তাজমহল মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

মিসেস শ্যানডনের বয়স নব্বই এর কোঠায় তিনি সরকারী মাসোহারায় সুখেই দিন কাটান।

এই শ্যানডন হাউসের সব থেকে ছোট বুদ্ধিজীবি হল এই চালর্স কেলসো। বিশেষ অনুমতি নিয়ে সে নিউইয়র্ক থেকে এখানে কাজ করতে আসে।

কিন্তু আজ শনিবার আজকের দিনটি অন্যান্য দিনের মত ছিল না চার্লস কেলসোর কাছে। সে কিছুটা চিন্তিত ছিল।অফিসেঠিক সময় মত এসেছে।যত সময় এগোচ্ছে তার চিন্তা আরো বাড়ছে। ভাবছে কাজটা সে করতে পারবে ত? ভাগ্য তাকে যদি আজকে একটু সাহায্য করে।

দুপুর গড়িয়ে গেল। চার্লস কেলসো সবার সঙ্গে হল ঘরে হৈ চৈ করে নিল। সবাই আস্তে আস্তে বিদায় নিল। যখন ওর ধারে কাছে কেউ রইল না তখন খুব আস্তে আস্তে খাঁচার

মত ঘরটার সামনে এল। ঘরটা দেখতে অনেকটা ব্যাঙ্কের সে এর মত এবং পুরো ঘরটা ইস্পাত দিয়ে তৈরী। দরজার উপর সোনালী অক্ষরে লেখা কমপার্টমেন্ট ডি; সমস্ত গোপনীয় তথ্যাদি এই ঘরটিতে মজুত রাখা হয়। এই ঘরে কোনো কাজ থাকলে এর চাবি সিকিউরিটি অফিসারের কাছ থেকে নিয়ে আসতে হয়।

চালর্স কেলসো ঘরটির কাছে একটা ব্যাগ হাতে হাজির হতেই সেখানকার ডিউটি অফিসার ম্যাকলেহোস হাসি মুখে এগিয়ে আসে। লোকটি ভীষণই হাসিখুশী, কিন্তু আজ তাকে যেন একটু বিষণ্ণ দেখাচ্ছে।

চালর্স কেলসোর একটু ভয় করছিল।তবু হাসি মুখে ম্যাকলেহোসকে জিজ্ঞাসাকরল, তোমাকে এমন বিষয় দেখাচ্ছে কেন?

অনেক দিন ধরে এক সঙ্গে কাজ করায় নিরাপত্তার কঠিন নিয়মগুলো আলগা হয়ে এসেছে। সবাই এখন চেনা হয়ে গেছে, এছাড়া চার্লসের সুন্দর ব্যবহার ম্যাকলেহোসকে মুগ্ধ করেছে তাই সে চার্লসকে একটু পছন্দ করে থাকে।

ম্যাকলেহোস চার্লসকে চাবিটি দিয়ে বলল, আজ আমার ছেলের জন্মদিন। বিকাল চারটের মধ্যে বাড়ি পৌঁছানোর কথা ছিল।

চালর্স বলল, স্যরি, ভীষণই দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি আমি বোধহয় তোমার দেরী করে দিলাম, ঠিক আছে আমি বেশী সময় নেব না দুই মিনিটে কাজ শেষ করছি। ম্যাকলেহোস বলল, না না আপনি আপনার কাজ শেষ করুন আমার হাতে এখনও কিছু সময় আছে।

দরজায় চাবি ঢুকিয়ে চালর্সইচ্ছে করেই খুলতে দেরীকরছিল। ম্যাকলেহোসকে জিজ্ঞাসা করল তাহলে কালকে কে ডিউটিতে আসবে?

ম্যাকলেহোস দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল– সেটাই হয়েছে মুশকিল, কাল বার্নের ডিউটি আছে। কিন্তু সে একশো দুই টেম্পারেচারে আছে। শেষ পর্যন্ত হয়ত আমাকেই আসতে হবে। সত্যি এক দিনের জন্যও যদি ছুটি পাওয়া যায়।

ম্যাকলেহোসের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে চার্লস বলল, আমার আরও কিছু কাজ বাকি রয়ে গেল। কাল আবার আমার আসতে হবে।

ম্যাকলেহোস বলল, কাল রবিবার আবার আসবেন। ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে বলল, যদি খুব জরুরী হয় তবে ওটা আমাকে দিন আমি খুবই সাবধানে রেখে দেব বরং সোমবার নিয়ে নেবেন। দরজা খুলতে পারছেন না, দিন আমাকে দিন।

চার্লস ইচ্ছে করেই সময় নিচ্ছিল, যাতে দুমিনিটের জন্যও যদি ম্যাকলেহোসকে রানো যায় তবে তার কাজ হয়ে যায়।

চার্লস হেসে বলল, না আমিই পারব খুলতে। ঠিক সেই সময় পাশের ঘরে ফোন বেজে উঠল। ম্যাকলেহোস ফোন ধরতে গেল। চার্লসকে বলল, আপনি দরজা খোলার চেষ্টা করুন।

চালর্স এই রকমেরই একটি মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছিল। ম্যাকলেহোস ফোন ধরতে গেলেই চার্লস এক মুহূর্ত দেরী করল না দরজা খুলতে। সে প্রতিটা ড্রয়ার লক্ষ্য করতে লাগল। পেন্ডিং শব্দটা লেখা ড্রয়ারটা চোখে পড়তেই সে দিকে ছুটে গেল এবং ড্রয়ারটা খুলে ঝটপট ফাইল বাঁধা মেমোর্যাভামটা নিজের ফোলিও ব্যাগে ঢুকিয়ে নিল। ড্রয়ারটা বন্ধ করে সবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে সঙ্গে সঙ্গে দরজার কাছে ম্যাকলেহোস এসে গেছে। চার্লসের হাত কাঁপছিল আর বুকটা এত ঢিপ ঢিপ করতে আগে আর দেখেনি। তার গলা শুকিয়ে আসছিল।চালর্স আড় চোখে ম্যাকলেহোসের মুখটা দেখে নিল। দেখল, না সেখানে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

ম্যাকলেহোস সহাস্যে জিজ্ঞাসা করল, তাহলে দরজাটা শেষ পর্যন্ত খুলতে পারলেন।

চার্লস যথাসম্ভব মুখে হাসি টেনে চাবিটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, থ্যাঙ্ক ইউ। আর রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছতে লাগল।

ম্যাকলেহোস দরজা আটকাতে আটকাতে জিজ্ঞাসা করল তাহলে, কাল আপনি কি করবেন?

চার্লস বলল, কোন উপায় নেই কাল আমাকে আসতেই হবে। ভীষণ জরুরী কাজ।

ম্যাকলেহোস হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বলল, এই যা একটা কাজ ভুলেই যাচ্ছিলাম।

চার্লস ভয়ে কুঁকড়ে গেল, ভাবল আবার নিরাপত্তার কোননতুন ব্যবস্থা নাকি? ফোলিও ব্যাগটা এখন তার কাছে একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডের মত লাগছিল। যদি ম্যাকলেহোস ব্যাগটা দেখতে চায় তাহলে?

ম্যাকলেহোস পাশের ঘর থেকে একটা কাগজ পড়তে পড়তে বেরিয়ে এল। তার সমস্ত মুখ হাসিমাখা। চার্লস বড় বড় চোখে তাকে দেখতে লাগল।

ম্যাকলেহোস বলল, আমার ভুলো মন বলে ছেলেটা আজ কাগজে লিখে দিয়েছে, আমি যেন তার জন্য ফোর কোয়ার্টার্স চকোলেট নিয়ে যাই।

চার্লসের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। কৃত্রিম হাসি টেনে মুখে বিদায় জানিয়ে ও খুব তাড়াতাড়ি ওর লাল মাস্টাঙ কার এর দিকে রওনা দিল।

চার্লস কেলসো গাড়ি ছুটিয়ে অ্যাপলেটন গ্রাম পেরিয়ে শ্যানডনের এলাকা ছাড়িয়ে নিউইয়র্কের দিকে চলল। গাছপালা বাড়ি ঘর মানুষজন সব কেমন উল্টোমুখে চলতে লাগল। ভাবতে লাগল যদি শ্যানডন হাউসের গেটের টমি গানওয়ালা প্রহরী আরও একটু সজাগ হত তাহলে চার্লস সহজে ধরা পড়ে যেত। কিন্তু সে চার্লসের অতি পরিচিত ফোলিও ব্যাগ দেখে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে বেরিয়ে যেতে দিয়েছিল।

চার্লস কিন্তু বিজয়ীর আনন্দ উপভোগ করতে পারছে না। ভেতরে ভেতরে তাকে একটা অপরাধবোধ কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। কিন্তু ফেরার আর কোন রাস্তা নেই।এতবড় একটা বিশ্বাসঘাতকতা সেঅনায়াসে করতে পারলো?কিন্তু সে তো চিরকালই এই জিনিসটাকে

ঘৃণা করে এসেছে।তারপর হঠাৎ ভাবলো একবার আবার ফিরে যায় শ্যানডন হাউসে। আর ম্যাকলোহোসকে গিয়ে বলবে যে, সে ভুল করে অন্য ফাইল নিয়ে চলে এসেছে।

ক্লাচ থেকে পা সরিয়ে ব্রেক কষে স্টিয়ারিং–এ হাতের বাঁধন শিথিল করে ফেলেছিল। কিন্তু তখনই ওর মনে হল, না, যা করেছি ঠিক করেছি। এই ন্যাটো যেভাবে আমেরিকানদের অর্থ নিয়ে ছেলেমানুষী করছে তা সমস্ত আমেরিকানদের জানা দরকার। কিন্তু ও ঠিক করেছে ফাইলের প্রথম খণ্ডটি শুধু প্রকাশ করবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড কোনও মতে প্রকাশ করা যাবেনা। কারণ ও জানে ওতে যা আছে তা প্রকাশ হলে ওয়াশিংটনের ভিত পর্যন্ত নড়ে যাবে। না অতটা বিশ্বাসঘাতকতা সে করবেনা। প্রথম খন্ডটি প্রকাশ পেলেও যথেষ্ট। ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারীর পর দেশের বর্তমান, শাসকদের জালজুয়াচুরীর গভীরতা কতটা তা নিয়ে বেশ কিছুটা হৈ চৈ হবে। চার্লস মনে করে এটা তার নৈতিক কর্তব্য। দেশের প্রতিটা লোকের সবকিছু জানার অধিকার আছে। তবে সে কোনও মতেই দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড হাতছাড়া করবে না। সে রাশিয়াকে এতটা সুযোগ কিছুতেই দেবে না। সে চায় না কম্যুনিস্টরা সারা পৃথিবীতে তাদের আধিপত্য বিস্তার করুক।..

ধীরে ধীরে চার্লসের অপরাধবোধ কেটে যেতে লাগল। হালকা বোধ করল এবং নিজের অজান্তে দ্রুত গাড়ি চালাতে শুরু করল।

নিজের ঘরে এসে চার্লস ফোলিও ব্যাগটা টেবিলের ওপর রেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল আর ভাবল যাক একটা দিন গেল বটে।

তারপর তার ম্যাগটির কথা মনে পড়লো ম্যাগটি কোন মেসেজ রেখে যায়নি ত! ড্রয়ার থেকে একটা মেসেজ পেল ম্যাগটি লিখেছে ডরোথিয়ার সম্বন্ধে, যে ডরোথিয়া তার দাদা টম কেলসোর স্ত্রী। ওর মেজাজ গেল বিগড়ে। টমের ত এখন নিউইয়র্কে থাকার কথা নয় তার ত এখন প্যারিস থাকার কথা। চার্লস ভেবেছিল টমের অনুপস্থিতিতে কাজটা সেরে ফেলবে। ডরোথিয়া চার্লসকে আজ ডিনারে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। না আজ সে কিছুতেই সেখানে যাবে না। আজ রাতের মধ্যেই তাকে মেমোরেন্ডামের প্রথম খণ্ডটার ব্যবস্থা চটপট করে নিতে হবে।

এদিকে রিক এসে পড়বে। এসে দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের জন্য চাপ দেবে। না সে কিছুতেই এই কাজ করবে না। রিক ভালো ছেলে সে নিশ্চয়ই বুঝবে।

চার্লস জামা কাপড় তাড়াতাড়ি পাল্টে নিয়ে হুইস্কির বোতল নিয়ে এল। রেকর্ড প্লেয়ারে একটা জাজ মিউজিক চালিয়ে ব্যাগ থেকে ফাইল বার করে টেবিলে রাখতেই দরজায় কলিং বেল বেজে উঠল।

.

০৩.

ঘরে ঢুকে রিক হাসল। রিককে দেখতে খুবই হ্যান্ডসাম। দীর্ঘ পেশীবহুল শরীর, ধূসর চোখ, বাদামী চুল। হাসলে ওকে খুবই সুন্দর দেখায়।

উজ্জ্বল আলোয় আয়নায় নিজের চেহারা দেখে খুব খারাপ লাগছিল চার্লসের। রিকের বয়সী হলেও রিকের মত সুন্দর চেহারা নয়। এখন ওকে আরও বিশ্রী দেখাচ্ছিল। আসলে মন অশান্ত থাকার জন্যই এমন দেখাচ্ছে। তাছাড়া নিয়ম মত খাওয়া, মান হয়নি।

রিক জামা খুলতে খুলতে চার্লসকে জিজ্ঞাসা করল তোমাকে এমন ঝোড়ো কাকের মত দেখাচ্ছে কেন? কোন খারাপ খবর আছে নাকি?

চার্লস দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, মনের উপর যা চাপ যাচ্ছে তা তো কম নয়।

রিক জিজ্ঞাসা করল, কেন?

চার্লস বলল, এমন দুষ্প্রাপ্য জিনিস হাতানো কি সহজ কাজ।

রিক বলল, যাক্ তাহলে ওগুলো পাওয়া গেছে? শুকনো গলায় চার্লস বলল, হ্যাঁ।

তিনটে খণ্ডই?

চার্লস বলল, হ্যাঁ একটা থেকে আরেকটা আলাদা করব কি করে?

চার্লসকে পরীক্ষা করার জন্য রিক বলল, তুমি নিশ্চয়ই পুরো মেমোরেন্ডামটা টাইপ করতে যাচ্ছো না?

চার্লস জোরের সঙ্গে বলল, নিশ্চয়ই না,প্রয়োজনটাই বা কি? তুমি যে বলেছিলে খবরটা পেলে রিপোর্টাররা মৌমাছির মত ছুটে আসবে, তা তুমি কি কিছু খোঁজ করতে পেরেছো?

রিক একটা গ্লাসে হুইস্কি ঢালতে ঢালতে বলল, হ্যাঁ টাইমস্ পত্রিকার একজন রিপোর্টার ত হাত উচিয়ে আছে।

চার্লস চমকে উঠে বলল, তুমি ঐ রিপোর্টারকে কতটুকু বলেছ?

রিক বলল, আমি কি অতই বোকা যে সব বলে দেব? আমি শুধু তাকে আভাস দিয়েছি যে কিছুদিনের মধ্যে তোমাকে এমন একটা খবর দিতে যাচ্ছি তাতে তামাম আমেরিকা কেঁপে উঠবে। বলা যায়না ওয়াটারগেটকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে।তবেহাতাতে জাতীয় নিরাপত্তার কোনও ক্ষতি হবে না।

চার্লস উদ্বিগ্নের মত বলল, কিন্তু তুমি ওই কাগজটাকেই বাছলে কেন? ওখানে যে টম কাজ করে।

রিক বলল, তাতে কি আসে যায়। টম তো ওয়াশিংটনের রিপোর্টার। সবসময় সে এখানে সেখানে যায়। ওতো আর শ্যানডন হাউসের ধারেকাছেআসছেনা। তাছাড়া তুমিতো আর তোমার নাম প্রকাশ করতে যাচ্ছ না। তাইতো?

চার্লস বলল, তা বটে। আমি আমার নাম প্রকাশ করতে ইচ্ছুক নই।

রিক ঠাট্টা করে বলল, জানি জানি তুমি যোগী পুরুষ, নাম প্রচারে তোমার অনীহা।

চার্লস রেগে উঠল, নাম আমি চাই না, এসব কাজে জড়িয়ে পড়ার কোন ইচ্ছেই আমার ছিল না।

রিক হাসতে হাসতে বলল, তুমি ঠাট্টাও বোঝ না। এ কাজে কত রিস্ক তা কী আমি জানিনা।

চার্লস জিজ্ঞাসা করল তোমার সেই রিপোর্টারকে আমার নাম বলনি তো?

না, ক্ষেপেছ! তাকে শুধু শ্যানডন হাউসের নাম বলেছি। রিক বলল।

শ্যানডন হাউসের নামই বা বলতে গেলে কেন?

তুমি আমাকে এত বোকা ভেবেছ? রিক বলল, রিপোর্টার ভদ্রলোক জানে আমি একজন উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারী। স্বভাবতই আমার শ্যানডন হাউসে যাতায়াত থাকতে পারে। এই কাজটা আমিও করতে পারি। তাছাড়া শ্যানডন হাউসে কত রহস্যময় লোকের যাতায়াত। এ কাজ কে করেছে খুঁজে বের করা কার সাধ্য? তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

মন দিয়ে রিকের কথাগুলো শুনে চার্লস জিজ্ঞাসা করল, সেই রিপোর্টারের নাম কী?

তার নাম মার্টিন হোলজাইমার, খুবই নাম ডাক তার, তুমি বোধহয় ওর কথা শুনে থাকবে। রিক বলল।

চার্লস বলল, তার বয়স কত?

এই আঠাশ, উনত্রিশ হবে। একটা সুবিধা আছে জানো, এই ভদ্রলোক এই ম্যানহাটানে থাকে তাই তাকে যখন তখন পাওয়া যাবে।

চার্লস জিজ্ঞাসা করল, কখন?

রিক বলল, আজ রাত্রেই তাকে পাওয়া যাবে। তোমার টাইপ হয়ে গেলে সুবিধা হয়। তুমি যদি কেটি-বো ব্রাউনিং-এর পার্টিতে যাও তবে আমি কাগজপত্র নিয়ে হোলজাইমারের সঙ্গে দেখা করতে পারি। চার্লসকে বাজিয়ে দেখার জন্য রিক বলল, এসো সময় নষ্ট না করে আমরা ফাইলটা চটপট দেখে নিই। কত সময় লাগবে এটা জানা দরকার।

চার্লস বলল, জাস্ট এ মোমেন্ট। ফোলিও ব্যাগটা নিজের কাছে টেনে নিল, টমকে একটা খবর দেওয়া দরকার।

রিক চমকে উঠল। তোমার কী মাথা খারাপ হয়েছে?

চার্লস বলল, না ঠিক তা নয়, আসলে ডরোথিয়া আজ ডিনারে আমায় আমন্ত্রণ জানিয়েছে। যেতে পারব না এই কথাটা জানাতে চাই।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে রিক বলল তা বেশ, তুমি চাইলে ডিনার সেরে এসো। আমি ততক্ষণ টাইপ সেরে ফেলি।

চার্লস জোরের সঙ্গে বলল, না, তা হয় না।

রিক হেসে বলল, আচ্ছা অন্ততঃ এটা একবার আমাকে দেখতে দাও।

রিকের দিকে তাকিয়ে চার্লস বলল, আপত্তির কোন কারণ নেই। কারণটা হল রিস্ক। তুমি একজন উচ্চ পদস্থ সরকারী অফিসার। তোমার একটা সুনাম আছে। ইতিমধ্যেই তুমি অনেকটা জড়িয়ে পড়েছ। আমি চাই না তোমার সুনাম নষ্ট হোক। আর আমিও কোন নাম কেনার জন্য এই কাজ করছি না। আমার বিবেক বলছে এইসব কথা প্রতিটি আমেরিকানদের জানার অধিকার আছে তাই আমি এর প্রথম খণ্ড প্রকাশ করতে চলেছি।

রিক বলল, এটাই আসল বন্ধুত্ব, তুমি যেমন আমার কথা ভাবছ আমিও তেমন তোমার কথা ভাবছি। তোমাকে আমাকে সব কিছুর আড়ালে থাকতে হবে। তাই হোলজাইমারকে আমি সব ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়েছি। তুমি আর আমি হলাম তার একমাত্র কনফিডেন্সিয়াল সোর্স। তাই কোন মতেই আমাদের নাম সে প্রকাশ করতে পারবে না।

চার্লস বলল, ঠিক আছে। আর এও বলে দেবে শ্যানডন হাউসের নামও যেন প্রকাশিত না হয়।

রিক হতাশ হয়ে বলল, তুমি ভীষণ ছেলেমানুষী করছ।

চার্লস বলল, না আমি একদম চাইনা শ্যানডন হাউসের নামটা ছাপা হোক।

হোলজাইমার যদি রাজী না হয়।

তাহলে মেমোরেন্ডাম দিয়ে কাজ নেই।

অবুঝ হয়ো না চার্লস।

চার্লস চিন্তা করে বলল, আমি ছাপতে দিতে রাজী হতে পারি যদি সে লেখে যে সে ন্যাটোর কোনো গোপন সূত্র থেকে পেয়েছে।

রিক বলল, দেখো আমাদের হোলজাইমারের কথাটাও একটু ভেবে দেখতে হবে। ওকেও নিশ্চিত হতে হবে যে দলিলটা খাঁটি। ওই বা এত রিস্ক নিতে যাবে কেন?

চার্লস বলল, হোলজাইমারের মনে এও হতে পারে যে আমিই বা এই সব ফাস করছি কেন?

রিক বলল, আমি একেবারে সত্যি কথাটা তাকে জানিয়ে দিয়েছি বলেছি তুমি যুদ্ধ পছন্দ করো না আর সরকারী অর্থের অপচয় হোক তাও চাও না। দুই দেশের মধ্যে যখন সন্ধির আলোচনা শুরু হয়েছে তখন ন্যাটোরা পিছন থেকে যুদ্ধের জন্য ওসকাবে এটা তুমি মানতে পারছ না, তাই আগে থেকেই জনসাধারণকে সতর্ক করে দিতে চাও।

চার্লস এবার একটু হালকা বোধ করল আর ফোলিও ব্যাগটা খুলে খুব আস্তে আস্তে প্রথম খণ্ডটা আলাদা করে নিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড পাশে সরিয়ে রাখল।

রিক না জানার ভান করে বলল, তুমি আমায় বলেছিলে প্রথম খণ্ডে রাশিয়া আর আমেরিকার বন্ধুত্ব সম্পর্ক সৃষ্টির পথে একটু সাবধানী মাত্র। আচ্ছা বাকী দুটোতে কি আছে?

চার্লস বলল দ্বিতীয় খণ্ডে আছে ন্যাটোর যুদ্ধ সম্ভার আর তৃতীয় খণ্ডে আছে যুদ্ধাস্ত্র কি ভাবে সাজানো হয়েছে তার বিবরণ।

রিক আশ্চর্য হবার ভান করে বলল, সত্যি এত সব বিষয় ওরা জানায় কী করে?

চার্লস বলল, এসব সোজা কাজ নয়। বিভিন্ন গোপন সূত্র থেকে খবর আসে। এখন সবাই চালাক হয়ে গেছে কেউ কারো গোপন খবর জানায় না। অক্ষাংশ আর দ্রাঘিমা দেখে বার করতে হয়।

রিক এবার, বুঝতে পারল, মিশচার এত আগ্রহী কেন। এর সব খণ্ডগুলো পেলে মিশচার ডিপার্টমেন্ট বার্লিন দেওয়ালের এপাশে ন্যাটোর দেশগুলো কোথায় কি সমরসভার সাজিয়েছে তা সহজে জানতে পারবে আর সেই মত রাশিয়া পাল্টা ব্যবস্থা নিতে পারবে।

চার্লস প্রথম খণ্ডটা সরিয়ে নিয়ে বাকী দুটো খণ্ড ড্রয়ারে রেখে তালা বন্ধ করে দিল। সে যে রিককে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারছে না সে কথা স্পষ্ট।

রিক প্রথম খণ্ডটা নিয়ে পড়তে শুরু করল। হঠাৎ সে চমকে উঠল, এরিয়ল ডিনামাইট। এতটা সে নিজেও আশা করেনি। ও ভেবেছিল এতে আমেরিকার রাশিয়ার প্রতি নরম মনোভাবের সমালোচনা থাকবে। তেমন কিছু থাকার সঙ্গে আছে আমেরিকার উদ্দেশ্যে সাবধানবাণী যে তেমন কিছু করতে গেলে যদি ন্যাটোর দেশগুলো বিপদগ্রস্ত হয় তার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী হবে আমেরিকা। এছাড়া এও স্পষ্ট করে বলা আছে যে এই বন্ধুত্বের হাত বাড়ানোর পেছনে রাশিয়ার অসৎ উদ্দেশ্য আছে এবং প্রমাণ স্বরূপ রাশিয়ার বর্ধিত সমর সম্ভার সম্বন্ধে জানানো আছে। বলা হয়েছে রাশিয়া মুখে বন্ধুত্বের কথা বললেও সে

পশ্চিমী দুনিয়ার কম্যুনিস্টদের ঢালাও অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ছাড়বে। তখন যুদ্ধ নয় ফিফথ কলাম–এর এক অশুভ শক্তি দেশের মধ্যেও সৃষ্টি করে সমস্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে বানচাল করে ছাড়বে আর সুযোগ বুঝে একে একে ন্যাটোর দেশগুলো নিজের কজার মধ্যে এনে ফেলবে।

পড়তে পড়তে রিক দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

চালর্স জিজ্ঞাসা করল, কেমন বুঝছ?

রিক বলল, একটা বোমার মত ফেটে পড়বে। একটু থেমে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কী এখনই এটা প্রকাশ করতে চাও?

চার্লস রিকের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমাকে তো বলেইছিলাম এটা সারা দেশটাকে কাঁপিয়ে ছাড়বে। তা তুমি হঠাৎ তোমার মত পালটালে কেন?

না, তা ঠিক নয়, আমিও চাই এটা প্রকাশ হোক। কিন্তু কিছুদিন পরে হলে ভালো হয় কারণ ফোর্ড এখন ভ্লাডিভোস্টকে রয়েছে

ও এজন্য বলছ

বারই ডিসেম্বর ব্রাসেলস্–এ ন্যাটোর মিটিং হবে। সেই সময় কিসিংগার সেখানে থাকবে হোলজাইমারের কথা ভাবা যাক, কদিন সময় পেলে তাকেও একটু বাজিয়ে নেওয়া যাবে, রিক বলল।

চার্লস বলল, সেইজন্যই আমি চাই তাড়াতাড়ি প্রকাশ করতে। যাতে ন্যাটোর মিটিং-এ এই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা হয়, তাহলে কেউই চালাকি করতে পারবে না।

রিক চার্লসের কথায় অভিভূত হবার ভান করে বলল, সত্যি আমি এতটা চিন্তা করিনি, তোমার কথায় সব কিছু পরিষ্কারভাবে বুঝে গেলাম। যা অনেক সময় নষ্ট হল, সত্যি আমার কিন্তু ভীষণ খিদে পেয়েছে।

চার্লস বলল বেশ তো তাহলে তুমি দুজনের মত স্যান্ডউইচ বানাও আমি ততক্ষণে টাইপ সেরে ফেলি।

রিক ফাইলটা পড়তে পড়তে বলল, দাঁড়াও এটা শেষ হয়ে এসেছে। তুমি বরং ড্রিঙ্কসের ব্যবস্থা করো। ড্রাই মারটিনি হলে ভালোই হবে।

চার্লস ভালই বলে প্যানট্রিতে ঢুকে গেল।

রিক এই সুযোগ-এর জন্য অপেক্ষা করছিল সে চটপট উঠে টাইপ মেশিনটার ঢাকনা খুলে A আর S অক্ষর দুটো নষ্ট করে দিল এবং ঠিকভাবে ঢাকা দিয়ে নিজের জায়গায় এসে বসে পড়ল।

চার্লস মার্টিনি নিয়ে এসে বলল, এই নাও তোমার মার্টিনি, পেঁয়াজ দিতে পারলাম না। জলপাই-এর তেলও নেই, লেবু দেবো

রিক বলল, না দরকার নেই।

চার্লস বলল, টমকে আমার একবার ডাকতেই হবে, মনে হচ্ছে রিবন কম পড়বে।

তুমি কিন্তু পাগলামো করছ চার্লস, এসব ব্যাপার বেশী জানাজানি না হওয়াই দরকার, চার্লসকে রিক যেন সাবধান করতে চাইল।

চার্লস টাইপ মেশিনটা নিয়ে কাজ করতে গেল। দেখল হঠাৎ যেন মেশিনটা কাজ করছে না। যা ব্বাবা এটা আবার কখন খারাপ হল?

রিক উঠে এসো বলল, কেন? কি হয়েছে?

চার্লস বলল, মনে হচ্ছে মেশিনের ঘাটগুলো সবনষ্ট হয়ে গেছে। আচ্ছা কেটির একটা মেশিন আছে না?

রিক চিন্তা করে বলল, হ্যাঁ নীচের ফ্ল্যাট থেকে কেটির মেশিন আনতে বেশী সময় লাগবে না কিন্তু আমি জানি ওর মেশিনটা অনেক পুরোনো, তোমার বোধহয় কোনও কাজে লাগবে না।

চার্লস কী চিন্তা করল, তারপর ঝট করে উঠে গিয়ে টমকে ডায়াল করল। হ্যালো টম! ডরোথিয়ার মেসেজ পেয়েছি কিন্তু একটাকাজে আটকে পড়ায় যেতে পারছি না তবে একটা ভীষণ দরকারে তোমারটাইপ মেশিনটা আনতেআমায় যেতে হবে।নাকাল সকালেই ওটা আমি তোমায় ফেরৎ দিয়ে দেব। আচ্ছা মিনিট কুড়ির মধ্যে আমি পৌঁছচ্ছি।

রিসিভার ছেড়েই ঝটপট জামা পাল্টে রওনা দিল। রিককে বলে গেল যে সে এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসছে। রিক ভাবল সুযোগ যখন এসেছে তাকে গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। হাতে তার অফুরন্ত সময় কিন্তু ওর প্রয়োজন মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট।

রিক প্রথমে ডেস্কটা পরিষ্কার করে নিল। মেমোরেন্ডামের প্রথম খণ্ডটা সরিয়ে রাখল। পকেট থেকে এক গুচ্ছ চাবি বার করল। সরু একটা চাবি বেছে নিয়ে হাতের মোচড়ে ড্রয়ারের তালা খুলেফেলল। এবং খুব সহজে মেমোরেন্ডামের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডটি হাতে পেয়ে গেল। চটপট পাতাগুলো দেখে নিয়ে ডেক্স-এ সাজিয়ে নিল। রিডিং ল্যাম্পটা ডেস্কের উপর রেখে জ্বালাবার ব্যবস্থা করল যাতে আলো জোরালো হয়। তারপর পকেট থেকে ম্যাচ বাক্সের সাইজের ছোট্ট দামী ক্যামেরা বার করে ফটো তুলতে শুরু করল।

মাত্র পঁয়ত্রিশ মিনিটে তার কাজ শেষ হয়ে গেল। ক্যামেরা অফ করে পকেটে লুকিয়ে রাখল। রিডিং ল্যাম্প জায়গামত রেখে দিল। মেমোরেন্ডামের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড যথাস্থানে রেখে তালা আটকে দিল। সব কিছু শেষ করে আর একবার দেখে নিল কোথাও কোনও ভুল হল কিনা।

তারপর নিশ্চিত হয়ে নিজের জায়গায় বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে চার্লসের অপেক্ষা করতে লাগল।

.

০৪.

ব্রাড জিলন তার হাত ঘড়িতে দেখল সাতটা পনেরো বেজেছে। সে অস্থির হয়ে পড়ল, এখনও টনি লটন এল না। তার প্রায় বাহান্ন বছরের মত বয়স হয়েছে। এই বয়সে এত উত্তেজিত হওয়া ভালো নয়। তবু সে তার সুসজ্জিত, আরামদায়ক ঘরে থেকেও যেন শান্তি পাচিছল না। সে ফাইলটার কয়েকটি শব্দ দেখে এত অস্থিরতা অনুভব করছে যে সেটা টেবিলের উপর তার চোখের সামনে খোলা পড়ে আছে। এই কয়টা অক্ষর যেন তার মাথার সব কিছুকে ওলোট পালোট করে দিচ্ছে।

হঠাৎ দরজা খুলে ঘরে টনি লটন ঢুকল, যেন একটা দমকা হাওয়া ঘরে ঢুকলো–হ্যালো ব্রাড, কী ব্যাপার এত জরুরী তলব! কোনও খারাপ খবর আছে নাকি?

টনি লটনের এই অফুরন্ত প্রাণশক্তিকে ব্রাড ভীষণ ভালোবাসে। টনির বয়স পয়ত্রিশের মত, চেহারা তার সাধারণ, কোনও চটকদার আহামরি কিছু নেই। উচ্চতা পাঁচ ফুট সাত কি আট ইঞ্চি বাদামী চুল, ধূসর চোখ। চেহারার মধ্যে সবথেকে আকর্ষণীয় হল তার এই চোখ। খুবই বুদ্ধিদীপ্ত ও উজ্জ্বল। তার এই সহজ সাধারণ চেহারার জন্য সে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াবার ছাড়পত্র পেয়ে যায়। ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগে লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে যে গুপ্ত কাজগুলো করতে হয় তা সে অনায়াসে করতে পারে।

ব্রাড জিলনের অস্থিরতা কিছুটা কমেছে। সে টনির দিকে ফাইলটা এগিয়ে দিয়ে বলল, তুমি দ্যাখো, কিছু হয়তো বুঝতে পারবে, আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না।

টনি লটন ফাইলটা নিয়ে যে লাইনগুলোর নীচে দাগ দেওয়া সেইগুলো ভালো করে পড়ে ফাইলটা সরিয়ে রাখলো। তারপর রীতিমত স্বাভাবিক ভাবে বলল, তাহলে এই জন্য আপনি এত অস্থিরতা অনুভব করছেন?

খুবই উত্তেজিত ভাবে ব্রাড বলল, কেন নয়? আমি তো বুঝে উঠতে পারছি না কে এই কোনোভ? আমি কিছুতেই মনে করতে পারছি না। অথচ টপ প্রায়রিটি দিয়ে ফাইলটা উীল করতে বলা হয়েছে।

একটু ভেবে উনি বলল, আপনি আপনার অতীত ঘটনাগুলোকে আরও একটু তলিয়ে দেখুন, হয়তো দেখবেন আপনি লোকটাকে কোনও না কোনও ভাবে চেনেন।

সেটা কী সম্ভব? ব্রাড বলল।

টনি বলল, এই ব্যাপারে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি। আপনি শুধুমাত্র আপনার জার্মানীর দিনগুলো মনেকরুন।যখন হিটফলারের ধ্বংস স্তূপের উপর নিজেরইমারত গড়ে তুলতে সোভিয়েত ইনটেলিজেন্স-এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছিলেন তখন সোভিয়েত দলে কোনোভ ছিল।

লাফিয়ে উঠল ব্রাড, তাহলে তুমি বলছ সেই লোকটির কথা যে হিটফলারের গোপন কাগজপত্র জোগাড় করে প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে হিটলার আর চার্চিল মিলে ষড়যন্ত্র করে রাশিয়া আক্রমণ করতে চেয়েছিল।

টনি বলল, সবাই কিন্তু ওর কথা বিশ্বাস করে ফেলেছিল।

ব্রাড বলল, তাহলে এই সেই গোয়েন্দা যে একাই হিমালয়ের গৌরব অর্জন করতে চেয়েছিল।

টনি বলল, যাক, এটা মনে করাতে তেমন শক্ত কাজ ছিল না। আপনার তো মনে থাকা উচিৎ কোনোভ সম্পর্কীয় অনেক ফাইল আপনার দপ্তর ঘুরে গেছে।

ব্রাড একটু চিন্তিত ভাবেবলল, সত্যি এটা মনে থাকা তো উচিত ছিল। এখন আমার সব ঘটনাই মনে পড়ছে। ইয়েস অটোয়ার ঘটনার কথা মনে আছে। খুব জোর সে পালিয়ে গিয়েছিল নাহলে ক্যানাডিয়ান পুলিশের হাতে সে নির্ঘাৎ ধরা পড়ত। একবার আমেরিকাতেও ও টু মেরেছিল। ও একটা মিচকে শয়তান।

টনি জানালো, এখন তো ও উত্তর আমেরিকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ব্রাড বলল, আমি বুঝতে পারছি না যে ন্যাটো ওকে নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছে কেন? কী এমন আহামরি যে তাকে আমাদের গোয়েন্দা দপ্তর ট্যাল করতে পারবে না। তোমার কী মনে হয়?

টনি বলল, আপনারা যেন সবকিছুতেই একটু বাড়াবাড়ি করেন। সামান্য কাজের জন্য আপনারা কামান নিয়ে আসেন।

ব্রাড একটু গভীর ভাবে বলল, দ্যাখো ডেকেছি ভ্রাডিমির কোনোভ সম্পর্কে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তার কিছু সাহায্যের জন্য।

টনি বলল, কিভাবে?

ব্রাড এবার সোজাসুজি কাজের কথায় এল, আগামী মঙ্গলবার রাশিয়া থেকে যে একদল কৃষি বিশেষজ্ঞ আমেরিকায় আসছে গম কিনতে কোনোভ সেই দলের সঙ্গে আসছে।

টনি একেবারে চমকে উঠল, বলেন কী? এতো সব ব্যাপারে মাথা গলাচ্ছে। ছিল কানাডায় সেখান থেকে একেবারে খোদ আমেরিকায়, সত্যিই চিন্তার বিষয়।

ব্রাড বলল, সেই জন্যই তো এত চিন্তিত হয়ে তোমাকে ডেকেছি।ন্যাটোর যে গোয়েন্দা দপ্তর আছে তারা কোনোভের গতিবিধির উপর সব সময় নজর রাখছে। তারা যে খবর দিয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে ওসব কৃষিটিষি নিয়ে কোনোভের মাথাব্যথা নেই তবে সবথেকে বেশী ভাবিয়ে তুলেছে যে বিষয়টি সেটা রাশিয়ায় আমাদের যে এজেন্ট আছে সে সংবাদ পাঠিয়েছে। এটি একটু অন্য ধরনের। ন্যাটো একটা গোপন ও টপ সিক্রেট মেমোরেন্ডাম ওয়াশিংটনে পাঠিয়েছে। সেই খবরটা রাশিয়ায় ছড়িয়ে গেছে। কোনোভ সেই গোপন দলিলের বিষয়বস্তু সংগ্রহ করতে আসছে। কাজটা খুবই কঠিন তবুও আমাদের খুবই সতর্ক থাকতে হবে।

টনির মুখ কঠিন হয়ে গেল সে বলল, ভেরী ডেঞ্জারাস নো ডাউট। আমাদের সব এজেন্সীকেই কাজে লাগিয়ে দিচ্ছি। আমার নিজস্ব নিয়ম মত ওর পিছু ধাওয়া করছি। উই কান্ট অ্যালাউ দ্যাট বাস্টার্ড টু পোক হিজ নোজ ইনটু আওয়ার অ্যাফেয়ার্স।

ব্রাড স্বস্তির শ্বাস ফেলে বলল,বাঁচালে। সত্যি তোমার কাছ থেকে এমন একটা উত্তরের আশা করে বসেছিলাম।সি. আই. এ, এবং এফ বিআই এরই মধ্যে সতর্ক হয়ে গেছে। কিন্তু আমি একটা স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চে আছি তাই বুঝতেই পারছ আমার দায়িত্বটা বেশী।

ব্রাডকে নিশ্চিন্ত করে টনি বলল, ঠিক আছে এই নিয়ে আপনাকে আর ভাবতে হবেনা। আমার সুবিধা আপনার থেকে অনেক বেশী। এ ওয়াইন মার্চেন্ট!তাই কারো সন্দেহ করার অবকাশ নেই। তাহলে এবার উঠি। আমার এজেন্সীগুলোকে সতর্ক করতে হবে।

ব্রাড বলল, হ্যাঁ আমাকেও এবার উঠতে হবে। টম কেলসোর ওখানে আমার আজ ডিনারের নেমন্তন্ন আছে।

টনি একটু চিন্তা করে বলল, ও টাইমসের মুভিং অ্যামবাসাডার। খুবই ভালো ছেলে। দেখুন ওর কাছ থেকে কোনো খবর আদায় করতে পারেন কিনা। আজকাল সাংবাদিকরা গোয়েন্দাদের থেকে বেশী খবর রাখে। গুড নাইট।

টাইপ মেশিন

০৫.

খুব তাড়াতাড়ি চার্লস তার টাইপ শেষ করল। যখন টাইপ মেশিন থেকে সমস্ত কাগজ বের করে মেশিনে চাপা দিল তখন ঘড়িতে বাজে ঠিক দশটা।

রিক ভেবেছিল চার্লস আরও সময় নেবে। কম করে রাত এগারোটা হবে। কিন্তু তা হল না, রিকের অন্তরের সব সুপ্ত বাসনা যেন ভণ্ডুল হয়ে যাচ্ছে।

রিক টাইপ করা পাতাগুলো নিয়ে চোখ বোলাতে শুরু করল। বলল, চমৎকার হয়েছে। তবে এই মেশিনেও কিছু গণ্ডগোল আছে তা স্পষ্ট।এ আর এন অক্ষর দুটো মোটা পড়ছে আর এস টা একটু বাঁকা হয়ে পড়েছে তবে পড়তে কোনও অসুবিধা হবে বলে মনে হচ্ছে না।

রিকের কোনও কথাই চার্লসের কানে ঢুকছে না। সে মেমোরেন্ডামগুলো ঠিকমতো গুছিয়ে ড্রয়ারে রাখতে ব্যস্ত।

রিক বলল, আচ্ছা দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডটা আমাকে একবার দেখতে দেবে না?

চার্লস ড্রয়ারে তালা দিতে দিতে বলল, এই জিনিসগুলো নিয়ে বেশী নাড়াচাড়া না করাই ভালো। এলোমেলো হয়ে যেতে পারে। আমাদের যতটা প্রয়োজন ততটা দেখব। তার বেশী দেখার দরকার নেই।

রিক যেন নিশ্চিন্ত হলো, সে একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলল, যা চার্লস তাহলে তাকে সন্দেহ করছে না। কিন্তু একটা কথা মনে হতেই সে ভয় পেয়ে গুটিয়ে গেল। যদি তার অজান্তে ড্রয়ারে আঙ্গুলের ছাপ পড়ে যায়!

চার্লস একটু গুছিয়ে নিয়ে রিককে বলল, হোলজাইমারকে ফোন করো।

রিকের মাথা সেই চিন্তায় যেন কিলবিল করছে।কিছুতেই সে আর নিজেকে শান্ত রাখতে পারছে না। নিজেকে নিজে সে বোকা ভাবছে। ইসকী বোকার মত কাজ করলাম, কেটির ফ্ল্যাটে আমার গ্লাভস রয়েছে। চার্লস চলে গেলে সে অনায়াসে সেগুলো আনতে পারত। মিশচার যখন শুনবে তার এই বোকামিকে সে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারবে না। সিক্রেট এজেন্টদের সবসময় সতর্ক থাকতে হয় তা সে তিক্ততার সঙ্গে তাকে স্মরণ করাবে।

চার্লসের কথায় রিক একটু যেন চমকে উঠল। নাও নাও দেরী করো না হোলজাইমারকে ফোন করো। তুমি তো বলেছিলে সে আমাদের জন্য রাত দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। তা ঠিক সময়েই ত ফোন করা হচ্ছে।

রিক অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফোনের দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু সে চাইছিল না এক্ষুনি হৈ চৈ হোক। রিক চাইছে মাইক্রোফিলমটা চুপিচুপি রাশিয়ায় বিনা ঝাটে পৌঁছে যাক। তারপর প্রথম খণ্ডটা প্রকাশ করতে। কারণ প্রথম খণ্ড প্রকাশ পেলেই, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডদুটো নিয়ে আলোচনা হতে থাকবে তখন মাইক্রোফিল্ম রাশিয়ায় পাঠানো মুশকিল হয়ে যাবে। তাই সে চার্লসকে একটু বোঝাতে চাইল।

রিক রিসিভার থেকে হাত নামিয়ে বলল, চার্লস বলছিলাম কী, আজ রাত হয়ে গেছে। হোলজাইমারকে তার অফিসে নাও পাওয়া যেতে পারে। কাল বরং ফোন করলে হয় না?

চার্লস গোলাবারুদের মত ফেটে পড়ল, কখনো না। তোমার এই কুঁড়েমীপনা আমার একদম পছন্দ নয়। কাল রবিবার আমাকে যে ভাবেই হোক একবার শ্যানডন হাউসে গিয়ে ফাইলটা রেখে আসতে হবে। আমি এত ঝামলা সামলাতে পারবো না। নাও হোলজাইমারকে ফোন লাগাও। শেষের কথাগুলো চালর্স রিককে অনেকটা হুকুমের সুরে বলল।

রিক আর কিছু বাহানা দিতে পারল না। তাকে অগত্যা হোলজাইমারকে ডায়াল করতে হলো। রিক ভেবেছিল হোলজাইমারকে হয়তো পাওয়া যাবে না। কিন্তু না ও ব্যাটাও ঠিক বসে আছে। অবশেষে রিককে কথা বলতে হল।

রিক ফোনে হোলজাইমারের সঙ্গে কথা বলার আগে চার্লস তাকে কতকগুলো নির্দেশ দিয়ে দিল। বলল, ওকে এখানে আসতে বলবে না, বলবে কেটির ফ্ল্যাটে আসতে।

রিক জিজ্ঞাসা করল–কেন?

চার্লস বলল, কোনো প্রশ্ন কোরো না। যা বলছি শুধু তাই কর।

রিক বলল, কিছু বুঝতে পারছি না, কেটির ফ্ল্যাটে কেন?

চার্লস বলল অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে, ওহো এই সাধারণ কারণটুকু বুঝতে তোমার এত দেরী হবে ভাবতে পারছি না। আমাদের ফ্ল্যাটে এলে সে আমাদের পরিচিতি জেনে যাবে না?

রিক একটু বোকার ভান করে বলল, এবার বুঝেছি। আচ্ছাচার্লস হোলজাইমারের সঙ্গে তোমার সরাসরি দেখা হওয়াটা কী ঠিক হবে?

চার্লস বলল, হবে হবে। সে ব্যবস্থা আমি ভেবে রেখেছি ঘরের আলো নিভিয়ে রাখবো। শুধু টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে রাখবো। তাছাড়া আমাকে হোলজাইমারের সঙ্গে সামনা সামনি কথা বলতে হবে। তাকে বলতে হবে কোনও ভাবেই যেন শ্যানডন হাউসের নাম প্রকাশ না পায়।

রিক বলল–কিন্তু ও যদি তোমার নাম জানতে চায়?

চার্লস বলল, জানতে চাইলেও তুমি কোনও মতেই নাম জানাবে না। শুধু বলবে যে শ্যানডন হাউসে আমার যাতায়াত আছে, ব্যস্।

রিক বলল, বুঝেছি তুমি এক ঢিলে দুই পাখী মারতে চাইছ। কেটির ফ্ল্যাটে হোলজাইমার এলে ও শুধু কেটির নাম জানবে আর সেই ফাঁকে তুমি ওকে দেখেও নিতে পারবে। তাই তো।

রিক চার্লসের নির্দেশমত হোলজাইমারকে সমস্ত কথা বলে ফোন ছেড়ে দিল।

চার্লস তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। ঘরের চারিদিকে নজর বুলিয়ে নিল কোথাও কিছু বেঠিক আছে কিনা, জানালাগুলো ঠিকমত বন্ধ করে দিল। যখন দেখল ঘরের নিরাপত্তা অটুট রয়েছে তখন রিককে বলল, বেড়িয়ে এসো। দরজায় নতুন তালা লাগিয়েছি কোন রকম স্কেলিটন চাবিতে কাজ হবে না। আমাদের অনুপস্থিতিতে কেউ ঘরে ঢুকতে পারবে না।

চার্লসের কথাটা শুনে রিক চমকে উঠলো। তাহলে সে যদি কেটির ফ্ল্যাটে গ্লাভস আনতে যেত ফিরে এসে নতুন তালা খুলতে পারত না। তাহলে তার কাজ একেবারে ভেস্তে যেত। যা ভাগ্যিস র কাজ হাসিল হয়ে গেছে। কোনও রকম অঘটন ঘটেনি।

কিন্তু প্রথম খণ্ডের প্রকাশ রিক তাহলে কিছুতেই আটকাতে পারল না। প্রথম খণ্ডটা বেরুলে একটা ঝড় হবে। কী আর করা যাবে। চার্লসকে ক্ষেপিয়ে লাভ নেই। রিকের মত অবস্থায় পড়লে মিশচারকেও তাই করতে হত।

কেটির ফ্ল্যাটে আধো আলো আধো অন্ধকারে ওদের কথাবার্তা পনেরো মিনিটে শেষ হয়ে গেল। চার্লস হোলজাইমারের হাতে ফাইলের প্রথম খণ্ডটা তুলে দিল। হোলজাইমার কাগজগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, আলো জ্বেলে দিলে হোত না।

চার্লস বলল, না কোনও প্রয়োজন নেই। এটা আপনি আপনার অফিসে নিয়ে গিয়ে পড়বেন। আমি কোনোরকম রিস্ক নিতে চাইনা। যতদিন না এটা ছাপা হচ্ছে ততদিন আমি আপনাকে একদিন বাদে বাদে ফোন করবো।

হোলজাইমার একটু বিমর্ষ হয়ে বলল, ঠিক আছে।

চার্লস ছটফট করছে। সে উঠে গিয়ে বাইরের দরজা খুলে দিয়ে একরকম প্রায় জোর করেই হোলজাইমারকে বিদায় জানালো–তাহলে আসুন, পরে আরো কথা হবে, গুড নাইট।

হোলজাইমার একটু অনিচ্ছার সঙ্গে চার্লস ও রিককে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে চলে গেল।

চার্লস এবার রিককে বিদায় জানালো, গুড নাইট রিক, পরে কথা হবে।

চার্লস মনে মনে ভাবছে তাহলে এখনকার মত কাজ শেষ। সারাদিন যা ধকল গেল এবার একটু বিশ্রাম নেওয়া যাবে। কাল সকালে অবশ্যই টমকে মেশিনটা ফেরৎ দিতে হবে আর শ্যানডন হাউসেপ্রহরীর চোখ এড়িয়ে ফাইলট ঠিকমত রেখে আসতে হবে। এত সব কথা ভাবতে ভাবতে সে তার গাড়ির দিকে ছুটছে।

রিকও নিশ্চিন্তে থাকতে পারছেনা। সে তার উত্তেজনা বশে আনতে পারছেনা। বিছানায় শুয়ে ছটফট করছে। দু চোখের পাতা সে কিছুতেই এক করতে পারছে না। তার অনেক কাজ বাকী। যে ভাবেই হোক মাইক্রোফিল্মটা আমেরিকার গোয়েন্দা দপ্তরের চোখে ফাঁকি দিয়ে রাশিয়ায় পৌঁছে দিতে হবে।হঠাৎই তার মিশচার–এর কথা মনে পড়ে গেল। কিন্তু যথেষ্ট বাধা আছে। ওখানে নাক গলাতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলেই সর্বনাশ। ওলেগই বা কী করছে? সব ভারই তো ওর উপর ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু ওলেগের কাছ থেকে তো কোনও খবর নেই। কিন্তু নিজের দায়িত্ব সেই বা এড়িয়ে যায় কি করে? ওয়াশিংটনে যে একটা লিঙ্ক আছে, সেখানে কী খবরটা জানিয়ে দেবে। এটা কী ওর নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে? বোধহয় পড়ে। যদিও মিশচার এখন ওর কম্যান্ডিং অফিসার ওর প্রকৃত

আনুগত্য মস্কোর কাছে, তবুও মিশচার ডিসইনফরমেশন ব্যাঙ্কের অধিকর্তা। ওর কোনও বিপদ রাশিয়ার গোটা পাইং লিঙ্কের বিপদ ডেকে আনবে। আর ওলেগ যখন পুরো ব্যাপারটা জানে তখন রিক যদি চেপে যায় তাহলে সে মুখতার পরিচয় দেবে। সব থেকে ভালো বেশী গভীরে না গিয়ে সাধারণ একটা রিপোর্ট করে দেওয়া।মিশচার ওকে নিউইয়র্ক–এর সেন্ট্রাল পার্কে ডেকেছিল। সেখানে যা কথা হবার হয়েছে। সেখানে ওরা বোধহয় সি আই এ অথবা ন্যাটোর ইনটেলিজেন্সের বুদ্ধির কাছে প্রতারিত হয়েছে। মিশচার এখন আহত। তবে কাজ হয়ে গেছে।

রিকের মাইক্রোফিল্মটার কথা মনে পড়লো। মিশচার বলেছিল এটা উদ্ধার হলেই ওলেগকে দিয়ে দিতে। ওলেগ ওটা রাশিয়ায় পাচারের ব্যবস্থা করবে। কিন্তু ওলেগ সম্বন্ধে বা তার কাজকর্ম সম্বন্ধে রিক তেমন কিছু জানেনা। মিশচার যখন বলেছেতখন হয়তো হতে পারে ওলেগের আরও গভীরে যাতায়াত। এই মাইক্রোফিল্মটা পেলে রাশিয়ার গোয়েন্দা দপ্তর কেজিবির হাতের মুঠোয় চাঁদ পাওয়ার মত অবস্থা হবে, তাকে ওর নিজের চ্যানেলে পাঠিয়ে দেওয়াই ঠিক। রিক ভাবল তার আগে মিশচার–এর একটা খবর নেওয়া দরকার।

রিক চাপা উত্তেজনায় একটা সিগারেট ধরিয়ে ফোনের রিসিভার তুলে নিল। তারপরনাইনটিনহ্ প্রিসিট যে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট প্রথমে সেখানে ডায়াল করল তারা বলল–আপনি সেন্ট্রাল পার্ক প্রিসিঙ্কট–এ ফোন করুন। পার্কের ভিতরের ব্যাপার ওরা দেখে।

রিক কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সেন্ট্রাল পার্ক পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতেই তারা বলল, হা একজন ব্যক্তিকে লেনেক্সি হিল হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছে। উনি কি আপনার পরিচিত? হ্যাঁ তার বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি।

রিক একটু থেমে গলার স্বর যথা সম্ভব ভারী করে বলল–না আমি যার খোঁজ করছি সে আমার মামাতো ভাই তার বয়স বাইশ।

আচ্ছা দুঃখিত, বলে ওপাশ থেকে ফোন রেখে দিল।

রিক যেন একটু নিশ্চিন্ত হল। যাক্ মিশচারকে তাহলে হসপিটালে দেওয়া হয়েছে আর আরও স্বস্তি পেল যে কোন রকম পরিচয় সে দেয়নি।

এইবার রিক নিশ্চিন্তে ঘুমাতে গেল। কাল তাহলে ওর ওয়াশিংটন যেতে কোনও বাধা নেই। এখানকার বাকী সব কাজ ওলেগ করবে।

.

০৬.

ওলেগ লেনেস্কি হিল হসপিটালের সামনে এল। সে মনে মনে চিন্তা করে নিল যে সে এখানে কী কী করবে। ওলেগের মনে হল ঐ অ্যালেক্সি। হা ওই আহাম্মকের যদি একটু বুদ্ধি থাকত। ওলেগের শরীর রাগে রি রি করে উঠল। ওর উপর সব দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে নিজে ঝাড়া হাত পা হয়ে বসে আছে।

হঠাৎ একটা গাড়ি ওলেগের পাশ দিয়ে গিয়ে হসপিটালের চত্বরে ঢুকে গেল। ওলেগ ভাবল না এভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না, তাতে সন্দেহ হতে পারে।

মিশচার আর ওলেগের ডিপার্টমেন্ট এক হলেও তাদের কাজ আলাদা আলাদা। মিশচার–এর কাজ গোপন খবর ডি সাইফার করা অর্থাৎ মূল বক্তব্য বের করে পাচার করে দেওয়া আর ওলেগ হচ্ছে একজিকিউটিভ অ্যাকশন ব্রাঞ্চের লোক। অর্থাৎ হঠাৎ বিপদ এসে গেলে তার মোকাবিলা করা।

এখানেও তাকে সেই কাজই করতে হবে।মিশচারমুখ থেকে কোনও খবর বের করার আগেই তাকে লোপাট করতে হবে। কিন্তু এত নিরাপত্তার মধ্যে তার একার পক্ষে একাজ করা কি সম্ভব হবে?

ওলেগ আবার চলতে শুরু করল। মেইন গেট ছেড়ে সে হাসপাতালের চওড়া প্রাঙ্গনে এসে গেল। তার মনে হল না যে কেউ তাকে লক্ষ্য করছে। সবাই সবার কাজে ব্যস্ত। ওলেগ দেখল এমারজেন্সীর গায়ে একটা গ্যারেজ আর তাতে একটা খালি এম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে আছে। ওলেগের মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। হ্যাঁ এই পথেই সে তার কাজ হাসিল করবে।

নভেম্বরের রাত পরিষ্কার আকাশ। অতিরিক্ত ঠাণ্ডার জন্য রাস্তায় বিশেষ লোক নেই। একবার বেরুতে পারলে ওকে আর কেউ ঠেকাতে পারবেনা।ওলেগ জীবনে এরকম কাজ অনেক করেছে তাই তার সন্ধানী চোখে কোনও কিছুই বাদ যাচ্ছে না।

এমারজেন্সীর ভিতর চলে এল ওলেগ। সামনে ইনফরমেশন কাউন্টার। সেখানে একজন নিগ্রো মেয়ে হসপিটালের পোষাক পরে কি যেন লিখে চলেছে। পায়ের শব্দে সে ওলেগের দিকে তাকাল। তার দৃষ্টিতে কোনও সন্দিগ্ধতা নেই কেননা কত লোকই তোতার কাছে আসে আত্মীয়ের খোঁজে।

ওলেগ ঠিক করে নিয়েছিল মেয়েটি প্রশ্ন করলে সে কি উত্তর দেবে। বলবে যে ও আজই কানাডা থেকে নিউইয়র্ক এসেছে তার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু বন্ধুর সঙ্গে দেখা না হওয়ায় সে এখানে এসেছে খোঁজ করতে। মিশচার নামটা সে কিছুতেই বলবে না। ক্যানাডিয়ান বা আমেরিকান পাসপোর্টে মিশচার–এর যে নাম আছে তার একটা সে বলবে। কিন্তু যদি মিশচার এর সঙ্গে দুটোর একটাও না থাকে তাহলে তো সে ভীষণ বিপদে পড়বে।

অনেকক্ষণ ধরে অন্যমনস্ক ভাবে ওলেগ এইসব কথাগুলো ভাবছিল। না, বেশীক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে সন্দেহ হতে পারে। মেয়েটির সপ্রশ্ন দৃষ্টির সামনে আর এমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়।

ওলেগ একটু ইতস্ততঃকরে বলতে শুরু করল,না মানে মিস আমি আমার একজন বন্ধুর খোঁজ করছি।এইমাত্র পুলিশের কাছ থেকে খবর পেলাম একজন বয়স্ক ভদ্রলোক সেন্ট্রাল পার্কে আঘাত পেয়ে এইখানে ভর্তি হয়েছে। হতে পারে এই আমার সেই বন্ধু।

মেয়েটি নিরাসক্ত চোখে জানিয়েছে লোকটিকে ছটা নাগাদ ভর্তি করা হয়েছে। আপনি কী একটু দয়া করে দেখবেন?

মেয়েটি পাশের টেবিল থেকে একটা খাতা নিয়ে দেখতে লাগল।

ওলেগ নিতান্ত নিরীহ লোকের মত দাঁড়িয়ে রইল।

মেয়েটি কিছুক্ষণ খাতা দেখে বলল, হ্যাঁ একজন লোককে সেন্ট্রাল পার্ক থেকে এখানে পাঁচটা সাতান্ন মিনিটে ভর্তি করা হয়েছে। কিন্তু তারসঙ্গে কোনও পরিচয় পত্র পাওয়া যায়নি।

ওলেগ মনে মনে খুশীই হলো, যাক বাঁচা গেছে।

মেয়েটি বলল, আমরা অনেক চেষ্টা করেছি তার পরিচয় পেতে কিন্তু কোনও কাজই হয়নি।

ওলেগ হতাশার ভঙ্গী করে বলল, মুশকিল হলো, কোনও পরিচয় না পেলে আমিই বা বুঝব কী করে এই লোকই আমার বন্ধু। একঘণ্টা ধরে ওকে ফোন করছি। কোন সাড়া নেই দেখে খোঁজ করতে বেরিয়েছি।

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা আপনি ওর বাড়ির লোকজনকে কিছু জিজ্ঞাসা করেন নি?

ওলেগ দেখল যে মেয়েটি বেশ বুদ্ধিসম্পন্ন। বলল, ওতো এখানে একাই থাকে। আমি যতদূর জানি ওর স্ত্রীর সঙ্গে ওর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে অনেকদিন। ওর স্ত্রী এখন লং-আইল্যান্ডে থাকে। ভাবছি ওখানেও একটা খোঁজ নেব। কিন্তু যদি একবার এই অজ্ঞাত পরিচয়ের লোকটিকে দেখতে পেতাম।

ওলেগের অবস্থা দেখে মেয়েটির মনে একটু বুঝি দয়া জাগলো। বলল, দাঁড়ান দেখছি কিছু করা যায় কিনা।

মেয়েটি উঠে গিয়ে একটা নার্সের সঙ্গে কথা বলল, নার্সটি গিয়ে কোথায় যেন ফোন করল। এদিকে ওলেগ জানালা দিয়ে বাইরেটা ভালো করে দেখে নিল, কী ভাবে কি করা যাবে।

মেয়েটি ফিরে এসে ওলেগকে বলল, হ্যাঁ বসুন একটু অপেক্ষা করুন। ওরাও আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

ওলেগ ভয় পেয়ে গেল, বলল ওরা মানে আপনি কাদের কথা বলছেন? আমি কী লোকটিকে এখুনি দেখতে পাবো না?

মেয়েটি বলল, পুলিশ আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

পাশের ফোনটা বেজে উঠতে মেয়েটি ই, হাঁ শব্দে কিছু উত্তর দিল। তারপর ওলেগকে বলল, আপনি এলিভেটর ধরে সোজা উঠে যান। ফার্স্ট ফ্লোরেই পেয়ে যাবেন। সামনে যে ঘর সেই ঘরে ঢুকে যাবেন। বলেই মেয়েটি তার কাজে মন দিল।

ওলেগ ভাবতে লাগল, আবার পুলিশ কেন তার সঙ্গে দেখা করতে চায়। পুলিশের হাতে পড়া মানেইহাজার প্রশ্ন। কিন্তু আর দেরী করা ঠিক হবেনা। ওর ইতস্ততঃ ভাব দেখে মেয়েটির সন্দেহ হতে পারে।

মেয়েটির নির্দেশ মত ওলেগ এলিভেটর ধরে সোজা ফাস্ট ফ্লোরে এলো। সামনেই ঘর।ওলেগ দরজা ঠেলে ভিতরে গিয়ে দেখল ঘরটিতে তিনজন আছে। একজন বয়স্কা নার্স টেবিলের সামনের চেয়ারে বসে আছে। আর একজন অল্প বয়স্ক নার্স ওষুধপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। আর একজন অল্প বয়স্ক পুলিশ অফিসার নোট নিচ্ছিল। তারা তিনজনেই ওলেগের দিকে তাকালো।

ওলেগ ঘরে ঢুকে বয়স্কা নার্সটিকে খুবই করুণ সুরে বলল, আচ্ছা আমাকে একজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিকে আইডেন্টিফাই করার জন্য এখানে পাঠানো হয়েছে। এটাই কী সেই জায়গা?

নার্সটি বলল, আপনি ঠিক জায়গাতেই এসেছেন।

ওলেগ বলল, আচ্ছা সেই লোকটি কোথায়?

নার্স জানালো, তাকে অ্যানাস্থেসিয়ায় রাখা হয়েছে। এখন আস্তে আস্তে জ্ঞান ফিরে আসছে।

ওলেগ বলল, অনুগ্রহ করে যদি বলেন কী হয়েছিল?

নার্স জানালো ভয়ের কিছু নেই। সুস্থ হয়ে উঠছে। হাতে চোট খেয়েছিল।

ওলেগ দেখল আর একজন নার্স কিছু জামা কাপড় সরিয়ে রাখছে।

ওলেগ তৎক্ষণাৎবয়স্কা নার্সকে বলল, আচ্ছা যদি ওই পোষাকগুলো আহত ব্যক্তির হয় তাহলে আমার কোন সন্দেহ নেই যে সেই আমার বন্ধু। আমি আমার বন্ধুকে এখুনি বাড়ি নিয়ে যেতে চাই।

নার্সটি বলল, লোকটির কেটে যাওয়া জায়গাগুলোতে অনেক সেলাই দেওয়া হয়েছে। তাই একমাত্র ডাক্তার বলতে পারবে তাকে এখন ছাড়া যাবে কিনা।

ওলেগ বলল, আমি জানি আমার বন্ধু হসপিটালে থাকা একদম পছন্দ করে না। আমি বাড়ি নিয়ে গিয়ে ওর চিকিৎসার আরও ভালো ব্যবস্থা করব।

নার্স জানালো, অনেক রক্ত বেরিয়েছে। এখন বাড়ি নিয়ে যাওয়া রিস্ক। অন্য হসপিটালে ভর্তি করলে করতে পারেন।

এবার পুলিশ অফিসারটি কথা বলল। সে উঠে ওলেগের কাছে এসে বলল, আচ্ছা আপনি কী আপনার বন্ধুর কোন বিবরণ দিতে পারেন? এই যেমন উচ্চতা, ওজন, বয়স, গঠন ইত্যাদি।

ওলেগ আগে থেকেই ভেবে রেখেছিল, পুলিশ জেরা করলেই সে কী বলবে।

ওলেগ বলল, আমার সঙ্গে আমার বন্ধুর দেখা প্রায় দু বছর হল হয়নি। শেষবার মন্ট্রিলে দেখা হয়েছিল। আমি আজই এখানে এসেছি। ওর কোনও খোঁজ না পেয়ে পুলিশের ইনফরমেশন মত এই হসপিটালে খোঁজ নিতে এসেছিলাম।

পুলিশ অফিসারটিও ছাড়বার পাত্র নন। বলল, আমি উচ্চতা, বয়স, ওজন ইত্যাদি জানতে চাইছি। যদি না মেলে তাহলে এখানে আপনার বৃথাই সময় নষ্ট করা হবে।

ওলেগ একটু চিন্তার ভান করে বলল, সঠিক হবে না জানি তবু যতদূর বলতে পারি উচ্চতা পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চির মত হবে। ওজন ধরুন একশ আশি পাউন্ডের মত।

পুলিশ অফিসার আবার প্রশ্ন করল, চুল? চোখ?

ওলেগ বলল, চুল এখন হয়তো একটু একটু পাকতে শুরু করেছে। চোখ ধূসর বর্ণের। বয়স পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে।

পুলিশ অফিসার বলল, হু, কিছু কিছু বিবরণ মিলছে। যাইহোক আপনার বন্ধু যে লেনেক্সি হসপিটালে আছে এই খবর আপনি কোথা থেকে পেলেন?

ওলেগ একটা সিগারেট ধরিয়ে সিগারেট টানার অছিলায় একটু সময় নিল, তারপর বলল, আমার বন্ধু যেই হোটেলে থাকে সেই হোটেলে আমি ফোন করি। হোটেল ম্যানেজার আমায় জানায় সে সেন্ট্রাল পার্কে গেছে। যদি তাকে ফোন করে তবে যেন সে একঘন্টা পরে ফোন করে। একঘণ্টা পরে আমি ওকে ফোন করি। জানতে পারি তখনও সে ফেরেনি। তখন আমি সেন্ট্রাল পার্কে আসি। তা প্রায় সাড়ে ছটা নাগাদ। এখানে একটু হৈ চৈ লক্ষ্য করে কর্তব্যরত পুলিশকে জিজ্ঞাসা করে ঘটনাটা জানতে পারি। আমি আমার বন্ধু সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে চিন্তিত ছিলাম। যদি তারই আঘাত লেগে থাকে এই ভেবে, তার উপর যখন জানলাম ওই ব্যক্তিটি বয়স্ক তখন হসপিটালে খোঁজ নিতে এলাম।

ওলেগ একটু নিশ্চিন্ত হয়ে নড়েচড়ে বসল।

পুলিশ অফিসারটি বলল, তাহলে আপনাকে তো আরও কয়েকটি প্রশ্ন করতে হয়।

ওলেগ একটু হকচকিয়ে গেল, আবার কী ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

পুলিশ অফিসার একটু হেসে বলল, আপনার নাম কী? কোথায় উঠেছেন? আপনার বন্ধুর নাম কী?

ওলেগ বলল, আমার নাম জন ব্রাউনিং। আমি হোটেল টরেন্টোতে উঠেছি। আমার বন্ধুর নাম রবার্ট জনস্টোন।

আপনার বন্ধুর ঠিকানা? পুলিশ অফিসারটি প্রশ্ন করল।

ওলেগ বলল, এখনকার ঠিকানা ঠিক বলতে পারবনা। তবেতখন সেভেন্টি টু স্ট্রীটের কাছাকাছি। থাকত।

আপনার বন্ধুর টেলিফোন নাম্বার আপনার কাছে আছে?

ওলেগ বলল, হ্যাঁ অবশ্যই। বলে নিজের পকেটগুলো হাতড়াতে শুরু করল। তারপর বলল, সরি মনে হচ্ছে নোট বইটা হোটেল রুমে ফেলে এসেছি।

পুলিশ অফিসারটি বলল, আচ্ছা ঠিক আছে ওটা পরে দেখা যাবে।

তারপর একটু সন্দেহের দৃষ্টিতে ওলেগের দিকে তাকিয়ে বেশ গম্ভীর স্বরে বলল, আপনার বন্ধুর যে নাম আপনি বললেন, সেটা সঠিক তো?

ওলেগ একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল। কোথাও কোনও ভুল হলো নাতো?

ওলেগ বলল, হ্যাঁ, সঠিক জানি ওর নাম রবার্ট জনষ্টোন।

পুলিশ অফিসারটি বলল, ঠিক করে ভেবে বলুন, জনসন না জনষ্টোন?

ওলেগ একটু কুঁকড়ে গেল। সে কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না। বলল, জনসন নয় জনস্টোন।

পুলিশ অফিসারটির ঠোঁটের কোণে তেরছা হাসি খেলে গেল।

ওলেগের সারা শরীর কেঁপে উঠল। তার ভয় আরও দ্বিগুণ হয়ে গেল অল্প বয়সী নার্সটির মন্তব্যে।

নার্সটি তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠল, তখনই ধরেছি। এই অজ্ঞাত পরিচয় লোকটি রাশিয়ান না হয়ে যায়ই না। আমি রাশিয়ান ভাষা বেশ ভালো ভাবেই জানি।

ওলেগের চোখের সামনে সব কিছু অন্ধকার হয়ে আসলো। এমন অবস্থায় যে সে কখনো পড়েনি নয়।একটু সামলে নিয়ে ওলেগ বলল–আমার বন্ধু রাশিয়ান ভাষায় কথা বলে–

ষ্টেকু! তবে তার ইংরাজী ছাড়াও ফরাসী ভাষায় ভালো দখল আছে। কিন্তু রাশিয়ান বলেই একটু রাগতঃ ভাব দেখালো।

নার্সটি চেঁচিয়ে উঠল, বিশ্বাস না হলে ডঃ ব্রোনস্কীকে জিজ্ঞাসা করুন। ঐ লোকটি অ্যানাস্থেসিয়া নেওয়ার সময় রাশিয়ান ভাষায় আর্তনাদ করছিল।

ওলেগ বলল, হতে পারে আমার বন্ধু কয়েকটি রাশিয়ান শব্দ শিখে থাকবে।

নার্সটি আরও চিৎকার চেঁচামেচি করে তার নিজের সপক্ষে সাক্ষী জোগাড় করতে চাইল।

বয়স্কা নার্সটি ভীষণ চটে গেল চেঁচামেচিতে।বলল তোমরা কী করছ, এটা কী চেঁচামেচি করার জায়গা! দরকার হলে তোমরা আস্তে আস্তে কথা বলল। তারপর পুলিশ অফিসারটিকে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা আপনার কাজ কী এখনও শেষ হয়নি?

পুলিশ অফিসারটি বলল, এই আর কিছুক্ষণ সময় নেব, বলে ওলেগকে কড়া সুরে জিজ্ঞাসা করল, মিঃ ব্রাউনিং অ্যালেক্সি বলে কাউকে আপনি চেনেন?

ওলেগের মাথাটা বন্ বন্ করে ঘুরে গেল। বলল, কই না তোর

পুলিশ অফিসারটি বলল, আহত লোকটি বার বার এইনামটা উচ্চারণ করছিল। অ্যালেক্সি ওনার স্ত্রী নন তো?

নার্সটি আবার চেঁচিয়ে উঠল, ওটা কোন মেয়ের নাম নয়। তাছাড়া আহত লোকটি আর একজনের নাম উচ্চারণ করছিল, ওলেগ।

পুলিশ অফিসারটি বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ ওলেগ। আচ্ছা ওলেগ ওনার স্ত্রীর নাম নয় তো?

ওলেগা জোর করে মুখে হাসি এনে বলল, না না ওনার স্ত্রীর নাম ওইলমা জন ষ্টোন।

ওনার স্ত্রীর ঠিকানা? পুলিশ অফিসারটি প্রশ্ন করল।

প্যাটোগ! লং আইল্যান্ড। ওলেগ বলল,হতে পারে তিনি তার কুমারীজীবনের নাম ব্যবহার করছেন। কোনিগ। উইলমা কোনিগ। আমি ঠিক নিশ্চিত করে বলতে পারছি না।

পুলিশ অফিসারটি উইলমার সঠিক ঠিকানা জানতে চাইল যোগাযোগ করার জন্য।

সেই মুহূর্তে ও ঘরের ভিতর থেকে দুই জন যুবক বেরিয়ে এল তাদের একজনের গলায় ক্যামেরা আর অন্যজনের গলায় স্টেথো। পুলিশ অফিসারটি তার জেরা থামিয়ে দিল।

ওদের একজন পুলিশ অফিসারটিকে বলল, লেফটেন্যান্টকে বলবেন যে আমাদের কাজ মোটামুটি শেষ। হাতের আঙুলের ছাপ ভালোমতই নেওয়া গেছে। কাল সব পাঠিয়ে দেব।

বয়স্কা নার্সটি জানতে চাইল, জ্ঞান ফিরে এসেছে?

হ্যাঁ ভালোমতই ফিরেছে, হাতের আঙুলের ছাপ দিতে চাইছিল না।

ওলেগ খুবই ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করে উঠল, উনি কী ওর নাম জনস্টোন বলেছেন?

ডাক্তারটি উত্তর দিল, না উনি কিছুই বলছেন না, কোন কিছুই মনে করতে পারছেন না।

অল্প বয়স্ক নার্সটি মিশচার-এর জামা কাপড় দেখিয়ে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করল, এগুলো কী করব?

ক্যামেরা কাঁধে যুবকটি একটা সিগারেটের আর জামার হাতায় আটকানোর মত একজোড়া বোম যা দেখতে অন্যসব কাফ-লিঙ্কের মত নয়, নার্সের টেবিলে রেখে বলল, এগুলো ওর কাছে পাওয়া গেছে। জামা প্যান্টের সাথে রেখে দিন। লেফটেন্যান্ট-এর নির্দেশ মত কাজ করবেন।

কাফ লিঙ্ক দুটোর দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলো ওলেগ। ও দুটো মোটেই কাফ-লিঙ্ক নয়। জামার হাতায় লাগানো হয় এমন মারণাস্ত্র। পরীক্ষা করলেই বুঝে যাবে। ওলেগ যে প্ল্যান করেছিল সবই ভেস্তে যাচ্ছে। মিশচারকে নিয়ে পালানো সম্ভব হবে না।

বয়স্কা নার্সটি মিশচার-এর ঘরে ঢুকে যেতে ওলেগও আস্তে আস্তে মিশচার-এর ঘরে ঢুকে পড়লো। ওলেগ পকেটে হাত ঢুকিয়ে যা খুঁজছিল তা থাকাতে নিশ্চিত হল।

মিশচার নিঃসাড়ে পড়ে আছে।নার্স ওর শিরায় আটকানোনলটা পরীক্ষা করছিল। ঘরে একটা জিরো পাওয়ারের বাল্ব জ্বলছিল। ওলেগ আস্তে আস্তে মিশচার-এর বিছানার গা ঘেষে দাঁড়ালো।

ওলেগ নার্সটিকে অনুরোধ করল, আলোটা জ্বেলে দিন। ভালো করে একটু মুখটা দেখি।

নার্সটি ওলেগের এই সকরুণ অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারল না। আলো জ্বালাবার জন্য সে সুইচবোর্ডের দিকে গেল।

ওলেগ এই মুহূর্তটুকুর জন্য অপেক্ষা করছিল। সে পকেট থেকে হাত বার করে মিশচার–এর ডান হাতটা তুলে হ্যান্ডশেকের ভঙ্গিতে মনিবন্ধে মৃদু চাপ দিল। আলো জ্বলে উঠলে মিশচার তাকালো। ওলেগকে দেখে তার ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটে উঠল। ওলেগ আবার পকেটে হাত ঢুকিয়ে নিল।

নার্স বলল, বোধহয় উনি আপনাকে চিনতে পেরেছেন।

ওলেগ বলল না, ইনি আমার সেই বন্ধু নন। ভাঙা অ্যালের কাঁচ ওর আঙুলে বিঁধছিল।

ওরা বেরিয়ে এল। পুলিশ অফিসারটি জিজ্ঞাসা করল, কেমন দেখলেন?

নার্স বলল, উনি ঘুমাচ্ছেন।

ওলেগ পুলিশ অফিসারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, ইনি আমার বন্ধু নন। আচ্ছা চলি, দেখি অন্য হসপিটালে খোঁজ করতে হবে।

.

০৭.

আটলান্টিক মহাসাগরের ওপর দিয়ে টম যখন প্যারিস থেকে নিউইয়র্ক ফিরছিল তখন ভাবলো একটু ঘুমিয়ে নেবে। নিউইয়র্ক টাইমস্ পত্রিকার ও রোড়িং অ্যাম্বাসাডার সমস্ত কঠিন কাজগুলো ওকেই করতে হয়। মাসের প্রায় অর্ধেকের বেশী দিন তাকে আজ ব্রাসেলসকাল লন্ডন পরশু প্যারিস করতে হয়। এবার একদিনের জন্য প্যারিস গেছিল। এখন ফিরছে। নিউইয়র্ক পৌঁছাবে কাল।

হঠাৎ টমের ডরোথির কথা মনে পড়লো। ডরোথি এখন কী করছে? ডরোথির মত সুন্দর মেয়ে সে আর একটাও দেখেনি। সত্যি এমন স্ত্রী পাওয়া ভাগ্যের কথা। মাত্র একটা রাত সে ডরোথিকে কাছে পায়নি মনে হচ্ছে কত যুগ কেটে গেছে।

টম বাড়ি ফিরতে ডরোথি দরজা খুলেই টমকে জড়িয়ে ধরল। টম আলতো চুমু খেল।

ডরোথি অভিমান করে বলল, আমায় ফেলে তুমি কি করে থাক বলত।

টম দেখলো ডরোথি ঘর সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে। কোথাও কিছু এলো মেলো নেই।

গভীর আবেগে পুলকে ডরোথিকে টম আরও জোরে আঁকড়ে ধরে দীর্ঘ চুম্বনে ভরিয়ে দিল।

টম জামা কাপড় পাল্টে পরিষ্কার হয়ে নেয়। তারপর দুজনে বারান্দায় দু গ্লাস মাটিনি নিয়ে বসে। দুজনে নানা রকম গল্প করে। তাতে ভবিষ্যতের স্বপ্নও মিশে থাকে।

ডরোথি বলতে থাকে যে সময়টুকু টম ছিল না সে কি কি করেছে।

টম মুচকি হাসে আর শোনে।

ডরোথি বলে, এবার তুমি নিশ্চয়ই ছুটি পাবে। আমরা কিন্তু এবারের ছুটিটা বাইরে কাটাবো।

টম জিজ্ঞাসা করে, তা কোথায় যাবে বলে ঠিক করেছ?

এমন একটা জায়গায় যাবো যেখানে কেউ তোমার নাগাল পাবেনা। আমি তোমায় শুধু আমার একার করে পাবো। ওই দিন রাত কাজ আর কাজ। অসহ্য। ডরোথি বলল।

কি আর করবো বলল, যার যেমন কাজ। হতাশার সুরে বলল টম।

তোমার কোন কথাই শুনছি না। ডরোথি বলল, এবার বাইরে যাবই যাবো।

হঠাৎ টম বলল, আচ্ছা ডরোথি দক্ষিণ ফ্রান্সে গেলে কেমন হয়?

ইয়ার্কি করো না, ডরোথি বলল, ওখানে যেতে কত খরচ জানো?

টম বলল, না না ইয়ার্কি করছি না, সিরিয়াসলি। তোমায় বলতে ভুলে গেছি, এবার প্যারিসে মরিস মিচেলের সঙ্গে ও তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ওদের সঙ্গে লাঞ্চ খেলাম। ওরা এবার ওয়াশিংটন বেড়াতে আসছে।

টম বলল, আচ্ছা এমন করলে হয় না ওরা তিনমাস আমাদের বাড়িতে থাকুক আর আমরা তিনমাস দক্ষিণ ফ্রান্সে ওদের বাড়ি থাকবে। এতে দুই তরফেরই বাড়ি ভাড়া বেঁচে যাবে।

ডরোথি বলল, তার মানে বদলা বদলি।

টম বলল, তাতে মন্দ কি?

ডরোথি একটু ভেবে বলল, না মন্দ নয়। তাহলে আজই ফোন করে ওদের প্রস্তাবটা জানিয়ে দাও।

ইতিমধ্যে ফোন বেজে উঠল। ডরোথি একটু বিরক্তির সঙ্গে বলল, ওহ, ওরা জানতে পারে কী করে বলতো?

টম ফোন ধরার জন্য গেল। ওপাশ থেকে নিউইয়র্ক টাইমসের সহকর্মী জিম বলল হ্যালো কী খবর! আজকের খবরের কাগজ দেখেছ?

টম বলল, না, তেমন কোনও খবর আছে নাকি?

ইয়ার্কি মেরো না টম তুমি একেবারে মার মার কাট কাট ব্যাপার করে দিয়েছ।

টম বলল অবাক হয়ে, তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

জিম বলল, বুঝতে পারছি না তুমি ওটা হোলজাইমারের নামে প্রকাশ করলে কেন? এমন একটা খবর তুমি ছাড়া আর কেউ জোগাড় করতে পারেনা। নিজের নাম প্রকাশ করতে পারতে। একেবারে হট কেকের মত কাগজ কাটছে।

টমের মাথায় কিছুই ঢুকছে না।

জিম তখনও বলছে তুমি যদি গোপন করতে চাও তাহলে কারো কিছু করার নেই।

টম বিনয়ের সঙ্গে বলল, জিম আমাকে একটু পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলবে প্লিজ।

জিম এবার মনে হয় সত্যিই একটু থম মেরে গেল। ন্যাটোর একটা সিক্রেট মেমোরেন্ডাম সম্বন্ধে তুমি জানো না?

টম বলল, কী উল্টোপাল্টা বক বক করছ?

জিমবলল, তোমার টাইপ মেশিনের সমস্ত অক্ষর আমাদের জানা। মেমোরেন্ডামের কপি তো ঐ মেশিনে করা।

টম বলল, অসম্ভব। এ হতেই পারে না। তোমার ভুল হচ্ছে।

জিম কিন্তু টমের কথা তখনও বিশ্বাস করতে পারছে না। বলল, আচ্ছা এতে তো জাতীয় নিরাপত্তা নষ্ট হয়নি। আমার মনে হয় এতে আমাদের উপকারই হবে।

টম রাগে উত্তেজনায় ফেটে পড়ল, ইমপসিবল, আমি এখনও বলছি আমি ওটা পাঠাই নি।

জিম বলল,টম তোমার এত উত্তেজিত হবার কিছু নেই। এডিটোরিয়াল বোর্ডে এই নিয়ে কথা হয়েছে। তারা বলছে এটা ভালোই হয়েছে। তারা টাইপ করা কপি দেখে এটা ছাপতে রাজি হয়েছে কারণ তাদের তোমার উপর অগাধ বিশ্বাস। অন্য কারুর হলে ওরা এটা এত সহজে ছাপাতে দিত না। এখন তোমার নিরাপত্তার কথাই ভাবা হচ্ছে। তুমি ভয় পেও না,সমস্ত সম্পাদকমণ্ডলী তোমার সঙ্গে আছে। আমিও তোমার সঙ্গে আছি। আমার খুব ভালো লাগল তাই তোমাকে ফোন না করে পারলাম না।

টম ক্লান্ত হয়ে বলল, জিম আমি এখনও বলছি, আমি এটার সম্বন্ধে কিছুই জানি না।

জিম বলল, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে কাল দেখা হলে কথা হবে।

জিম ফোন ছেড়ে দিল। টম বুঝতে পারছে না কী বলবে। ডরোথি সবই শুনছে ওদের কথা। কেউ কোন কথা না বলে চুপ করে গেল।

.

০৮.

নিউইয়র্ক টাইমসের সেই কয়েকটি অক্ষর আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মত সমগ্র আমেরিকাকে ঝলসিয়ে দিল! পেন্টাগন, শ্যানডন হাউস, সি আই এ এমন কি ন্যাটোর ইনটেলিজেন্সের ভিত পর্যন্ত নড়িয়ে দিল।

এদিকে টনি লটন হোলজাইমারের লেখার পাশে একটা ছোট্ট লেখা দেখে লাফিয়ে উঠল আর জামা প্যান্ট পরে তখনই রওনা দিল।

ব্রাড জিলনশ্যানডন হাউসের ডিরেক্টরের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন আর যে ঘরে মেমোরেন্ডাম ছিল সেই ঘরে গিয়ে দেখে এসে নিশ্চিন্ত হলেন।

ব্রাড জিলনের ফোন পেতেই তিনি জানালেন আমার এখান থেকে মেমোরেন্ডাম ফাঁস হয়নি আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি। এখানকার ফাইলপত্র যেমনটি ছিল ঠিক তেমনটি আছে। কোনও ভাবে হাত বদল হয়নি।

ওদিকে সেক্রেটারী অফ ডিফেন্স ওয়াশিংটন থেকে নিউইয়র্ক টাইমসকে চেপে ধরলেন হোলজাইমার সম্বন্ধে জানার জন্য। এবং সে কোথা থেকে মেমোরেন্ডাম পেল তা জানার জন্য।

টাইমস পত্রিকার সম্পাদক খুবই ভদ্রলোক। তিনি বললেন, দেখুন মার্টিন হোলজাইমার আমাদেরই পত্রিকার একজন রিপোর্টার। আর আজকের শাসনতন্ত্রে নিজের মত প্রকাশ করার স্বাধীনতা সকলেরই আছে। আর তাছাড়া কোন্ সূত্র থেকে খবর পাওয়া গেছে তা জানাতে আমরা বাধ্য নই।

সেক্রেটারী অফ ডিফেন্স পেন্টাগনেও একটা কড়া নোট দিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড প্রথম খণ্ডের সঙ্গেই যুক্ত। হোলজাইমার যদি সেই দুটোও পেয়ে থাকে তাহলে সর্বনাশ হতে আর বাকী থাকলোনা।ন্যাটোর অন্তর্ভুক্ত সমস্ত দেশ এতে বিব্রত হবে আর আমেরিকার মানসম্মান সব ধুলোয় মিশবে।

ব্রাড জিলন অস্থির ভাবে তার ঘরে পায়চারি করছে। এই সময় টনি এল।

টনি জিজ্ঞাসা করল, সকালবেলা কোথায় চলে গেছিলে আমি ফোন করে করে হয়রান?

ব্রাড জিজ্ঞাসা করল, কোনও খবর জোগাড় করতে পেরেছো?

টনি একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, আগে আপনি বলুন।

ব্রাড বলল, বলছি আর ভবিষ্যতে আমরা কি করব তাও ঠিক করে নেব। ডিফেন্স সেক্রেটারী তো আর ছাড়বে না। চাকরি যায় যায় অবস্থা।

টনি ব্রাডকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, ঘাবড়াবেন না। এই নিয়ে আলোচনা হবে।

ব্রাড খুশী হল। তারপর বলল, আমি শ্যানডন হাউসে ফোন করেছিলাম। সেখান থেকে মেমোরেন্ডাম চুরি যায়নি। যেমন ছিল তেমন আছেতিনটি খণ্ডই। প্রথমটি প্রকাশ পেয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড হল খুবই বিপদ জনক। ওতে আমেরিকার ভবিষ্যৎ নীতি আর যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিশদ বিবরণ আছে। কিছুদিনের মধ্যেই ব্রাসেলসে

ন্যাটোর বৈঠক বসবে। সেইজন্য মেমোরেন্ডাম ওয়াশিংটনে আসে। তারপর এটা শ্যানডন হাউসে পাঠানো হয়। শুধু মাত্র টপ সিকিউরিটি অফিসাররা এর খবর জানে।

টনি বলল, হুঁ তাহলে শ্যানডন হাউসে পাঠানোর মানে মেমোরেন্ডামটি দ্বিতীয় বারের মত পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া।

ঠিক এই রকম, ব্রাড বলল, এটা একটা দীর্ঘস্থায়ী পলিসি কাজেই পেন্টাগন এতে খুত রাখতে রাজী নয়।

কিন্তু শ্যানডন হাউসে এত দেরী হবার কারণ কী, টনি জিজ্ঞাসা করল।

ব্রাড বলল, বুঝতেই পারছ খুব একটা সহজ কাজ নয়। তবে আগামীকালই ওটা ফেরৎ পাঠানোর দিন ঠিক করা হয়েছিল।

কিন্তু পেন্টাগন এত তাড়াহুড়ো করে মেমোরেন্ডাম শ্যানডন হাউসে পাঠালো কেন বুঝতে পারছি না, টনি বলল।

কারণ অতিরিক্ত সাবধানতা যাতে মেমোরেন্ডামের কোন অংশ কোন কারণে আমেরিকার কূটনীতিকে দুর্বল না করে দেয়। ব্রাড বলল।

ব্রাড আবার জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা টনি তোমার কি মনে হয় মেমোরেন্ডাম শ্যানডন হাউস থেকে ফাঁস হয়েছে?

টনি বলল, আমার তো তাই মনে হয়। তবে তাদের কথা অনুযায়ী ব্যাঙ্কের ভল্ট থেকে এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা কোন অংশে কম নয়। ডিনামাইট দিয়ে না উড়িয়ে প্রহরীর চোখকে ফাঁকি দিয়ে এটা চুরি করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

মেমোরেন্ডাম তার জায়গাতেই আছে কেউ যে তাতে হাত দিয়েছে তার প্রমাণ এখনও নেই। তবে যদি একটু ভাবা যায় যদিও প্রমাণিত নয় যে কারো হয়তো সুযোগ এসে গেছিল ওটা দেখার আর তুলে নেবার। সে সেই সুযোগে ওটা নিয়ে টাইপ করে নিয়ে আবার যথাস্থানে রেখে দিয়েছে। এটা আবার ভাববার বিষয়, সে কি দ্বিতীয় আর তৃতীয় খণ্ড টাইপ করার সময় পেয়েছে?

ব্রাড বলল, হতে পারে সে হয়তো শুধুমাত্র প্রথম খণ্ডটাই টাইপ করেছে।

টনি বলল, হতে পারে সেখানের নিরাপত্তা কঠোর। কিন্তু সেখানে কারো যাতায়াত থাকবে না এটা ভাবা ভুল। আমি ধরে নিচ্ছি কেউ এর সুযোগ অবশ্যই নিয়েছে। আর সে সবগুলোই তুলে নিয়ে গেছিল কারণ প্রহরীর সামনে তা করা ছাড়া উপায় ছিল না।

ব্রাড বলল, তাহলে তুমি বলছ সবগুলো তুলে নিয়ে গিয়ে ফটো তুলেমস্কোয় পাঠিয়ে দিয়েছে।

কে জি বি–র নজর এর উপর পড়েছে, টনি বলল, আমরা এর খবর রাখি।

ভ্রাদিমির কোনোভ।

তুমি যেন এর কথাই বলছিলে। সে তত মঙ্গলবার আসছে, তাই না?

টনি বলল, আজ্ঞে না। তিনি আটদিন আগে নিউইয়র্কে এসে পৌঁছে গেছেন।

ব্রাড বলল, বলল কী? তাহলে তো মেমোরেন্ডাম এতক্ষণে কোনোভ-এর হাতে চলে গেছে।

টনি বলল, না তা আর সম্ভব হয় নি, কারণ কোনোভ ইতিমধ্যে মৃত।

ব্রাড লাফিয়ে উঠল, মারা গেছে?

টনি মুচকি হেসে, হোলজাইমারের খবরের পাশের একটা ছোট্ট খবর ব্রাডকে দেখালো।

ব্রাড খুব তাড়াতাড়ি তাতে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, এ তো একজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি সেন্ট্রাল পার্কে আহত হয়ে লেননক্সি হসপিটালে ভর্তি হয়। সেখানে হার্টফেল করে মারা যায়। তার সঙ্গে একটা বেতের লাঠি আর ফ্ল্যাশ লাইটার ছিল।

টনি, ব্রাডকে যেন একের পর এক অদ্ভুত ধাঁধায় ফেলতে লাগল। ব্রাডের প্রসারিত চোখের দিকে তাকিয়ে টনি বলতে লাগল—কোনোভ যে নিউইয়র্কে পৌঁছেছে ব্রিটিশ গোয়েন্দা দপ্তর আমায় এই খবর জানায়। আমি সঙ্গে সঙ্গে এফ বি আই-কে খবর পৌঁছে দিই। কোনোভ খুবই চতুর লোক। ওকে ধরা খুবই কঠিন কাজ। হঠাৎ একটা খবর পাওয়া যায় যে কোনোভ শনিবার রাতে সেন্ট্রাল পার্ক যাবে। ওকে ফলোকরা হয়, আমি এই খবরটা জানতে পারি গতকাল। আজকের খবরের কাগজে সেন্ট্রাল পার্কের ঘটনাটা

চোখে পড়তেই আমি লেনেক্সি হসপিটালে যাই তখন সে মৃত এবং মর্গে আইডেন্টিফাই এর জন্য রাখা হয়েছে। আমি সেখানে গিয়ে দেখি, কোনোভকে চিনতে আমার একটুও দেরী হয়নি।

ব্রাড যেন কোন অ্যাডভেনচারাস গল্প শুনছে। সে বলে উঠল তারপর

টনি আরাম করে সিগারেটে একটা টান দিয়ে বলল–আমার আবার কোন জিনিস সম্বন্ধে খুঁটিনাটি না জানলে চলে না। কোনোভ এল আক্রান্ত হল এবং মারাও গেল। আঘাত তাহলে খুব বেশীই লেগেছিল। খোঁজ নিয়ে জানলাম যে সেন্ট্রাল পার্কে তার সঙ্গে আরও একজন যুবক ছিল। কোনোভকে যখন ধরা হয় তখন সে পালাতে সক্ষম হয়। পুলিশের দৃষ্টি ছিল কোনোভের ওপর তাই তারা অন্য ব্যক্তিটিকে গুরুত্ব দেয়নি। যাইহোক তারপর পুলিশ তাকে আহত অবস্থায় লেনেক্সি হসপিটালে ভর্তি করে।

রবিবার রাত্রে একজন তৃতীয় ব্যক্তি তার বন্ধুকে খোঁজার নাম করে হসপিটালে আসে। পুলিশ তাকে ঘেরাও করে। কিন্তু সে খুবই চতুর লোক ছিল। সুযোগ বুঝে কোনোভকে মেরে সে কেটে পড়ে। লোকটি চলে যাবার কিছু সময় পরে জানা যায় কোনোভ মারা গেছে।

ব্রাড সব শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

টনি তার সিগারেটে আবার একটা সুখটান দিয়ে একমুখ ধোয়া ছেড়ে বলল–এই গেল কোনোভের কথা। এবার আসছি তোমার বন্ধু টম কেলসোর কেচ্ছার কাহিনী নিয়ে।

ব্রাড হাঁ হয়ে গেল, টম কেলসো!

হ্যা টম কেলসো। টনি বলে চলল টাইমসের পত্রিকা অফিসে আমি গিয়েছিলাম। আজ সেখান থেকে দুটো লেখা বেরিয়েছে, একটা টম কেলসোর ফ্রান্সের ঘটনার প্রতিবেদন, দ্বিতীয়টি হোলজাইমারের এই বিদ্যুবাহী খবর। আমি সম্পাদকের দপ্তরে গিয়ে দুটো লেখার টাইপ কপি দেখেছি। দুটোই একই মেশিনে টাইপ করা। বুঝতে আমার দেরী হয়নি, কারণ দু–চারটে অক্ষর একই ভাবে বাঁকানো, টাইপও একই জায়গায় মোটা সরু।

বুঝলে ব্রাড এরজন্য কোনও পরীক্ষার দরকার হয়না দুটো চোখই যথেষ্ট, টনি বলল।

ব্রাড বলল, আমি টমকে বহুদিন থেকে চিনি। আমি বিশ্বাস করি না।

টনি বলল কিন্তু এটাই সকলে বলাবলি করছে এমন কি টাইমসের সবার ধারণা টম নিজের নাম প্রকাশ করতে না চাওয়ায় হোলজাইমারের নামে প্রকাশ করেছে।

ব্রাড জোর গলায় বলল, হতেই পারে না। টম একাজ কখনোই করতে পারে না।

টনি বলল, তাহলে টাইপ মেশিন?

ব্রাড বলল, ওটা বানানো গল্প।

ব্রাডকে একটু খোঁচানোর জন্য টনি বলল, এমনও হতে পারে কেউ ওর টাইপ মেশিন ধার নিয়েছিল।

ব্রাড বলল, অবিশ্বাস্য, টম হল স্ট্রেইট ফরোয়ার্ড ছেলে, ওর হাতে যদি মেমোরেন্ডাম এসে থাকে তবে তা নিজের নামে ছাপানোর সৎসাহস আছে।

ব্রাড হল পেন্টাগনের স্পেশাল ব্রাঞ্চের একজন হর্তাকর্তা। তার নিশ্চয়ই কিছু বুদ্ধি আছে। তাই ব্রাড যখন এত জোর দিয়ে বলছে তখন টনিকে একটু নরম হতে হল।

টনি চিন্তিত হয়ে বলল, তাহলে এটা নিশ্চয়ই কোনও দ্বিতীয় ব্যক্তির কাজ যে এই মেমোরেন্ডাম সংগ্রহ করে হোলজাইমারকে দিয়েছে। তাকে ধরতে পারলেই সব সমস্যার সমাধান।

ব্রাড বলল, হোলজাইমারকেও জেরা করে কোনও লাভ হয়নি। কেননা সে তত বাধ্য নয়।

টনি বলল, এর একটা পথ মনে হয় আমি খুঁজে পাচ্ছি। এইসব কথাবার্তা তো আর রাস্তাঘাটে হয় না কোন হোটেল বা আস্তানায় নিশ্চয়ই হয়েছে।

হা হা, ব্রাড বলে উঠল, হোলজাইমার বলেছে নিউইয়র্কের কোনও এক ফ্ল্যাটে। কিন্তু তার নাম ঠিকানা বলতে সে রাজী নয়।

ওটা আমরা ঠিক বের করে নেব, বরং একবার টম কেলসোকে বাজিয়ে দেখ।

ব্রাড বলল, আচ্ছা সেও না হয় একবার দেখা যাবে।

টনি চেয়ার থেকে উঠে মাথায় টুপিটা দিয়ে বলল, তাহলে গুড বাই।

.

০৯.

বিরাট বড় একটা হোটেল, ভেতরটা দেখলে মনে হবে শহরের মধ্যে একটা ছোট শহর। প্রশস্ত নাচঘর। আলো এত বাহারী মনে হচ্ছে যেন হীরে পান্না ঝরে পরছে। অসংখ্য ছেলে ও মেয়ে আনাগোনা করছে। ফ্যাশন শো হচ্ছে।

টনি লটন নাচঘরের এক কোণে খবরের কাগজে মুখ ঢেকে বসে আছে। তার সামনে টেবিলে একটা ভর্তি পানীয়ের গ্লাস তাতে বরফের টুকরো ভাসছে।

আজ হোটেলে একটা প্রোগ্রাম চলছে। কৃষি সংক্রান্ত যে ডেলিগেশন রাশিয়া থেকে এসেছে তাকে বিদায় অভ্যর্থনা জানানো হচ্ছে।

টনি বসে বসে নিজের মনে হাসছিল, ভাবছিল আজকের পৃথিবীতে মানুষ কত সহজে আলোর আড়ালে নিজের কালো মুখটা ঢেকে সকলকে ধাঁধিয়ে দিতে পারে।

এই মুহূর্তে যখন ওয়াশিংটনের বড় বড় কর্তাদের ঘুম ও মনের শান্তি কেড়ে নিয়েছে যে ন্যাটোর মেমোরেন্ডামের কেলেঙ্কারী আবার সেই ওয়াশিংটন কত সহজে সেই রাশিয়ার ডেলিগেশনের বিদায় সম্বর্ধনা জানাচ্ছে।

এই অনুষ্ঠানে টনি লটন নিমন্ত্রিত হয়ে আসেনি। ন্যাটো মেমোরেন্ডামের ফাঁস হয়ে যাবার পেছনে কেজিবির যে হাত আছে এবং পেছনের মগজটি ভাডিমির কোনোভ এবং তার সহকারী যে, টনির মতে বরিস গেরস্কি ছাড়া আর কেউ নয় এ বিষয়ে সে নিশ্চিত।

কোনোভ–এর মৃত্যু হয়ে গেছে, এখন দরকার গেরস্কিকে। আন্দাজে টনি আজ এখানে এসেছে। মনে হয় ওর আন্দাজ সফল, সেন্ট্রাল পার্কের সেই তৃতীয় ব্যক্তিটি...

টনি হাততালির শব্দে স্টেজের দিকে তাকালো, দেখলো একজন দোভাষীভীষণ ব্যস্ত। একবার আমেরিকান প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলছে আর পরক্ষণেই রাশিয়ান ডেলিগেশন এর নেতাদের সঙ্গে কথা বলছে। টনি যথেষ্টই আন্দাজ করতে পেরেছে, লোকটার মুখ যদিও টনি দেখতে পাচ্ছে না, পিছন দিকে টনি বসে আছে, তবুও তার বুঝতে দেরী হয়নি এই লোকটিই লেনেক্সি হসপিটালে বন্ধুর খোঁজে গেছিল কারণ পুলিশ রিপোর্ট অনুযায়ী ঐ লোকটির চেহারার যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে দোভাষী লোকটির চেহারার সাদৃশ্য পাওয়া যাচ্ছে।

চওড়া কাঁধ, পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চির মত লম্বা, চুল সাদা কালো মেশানো। ইস্ যদি একবার এদিকে ঘুরত তাহলে টনি তার মুখটা স্পষ্ট করে দেখতে পেত। তখন সে তার চোয়ালের খাঁজ আর নীল চোখটা মিলিয়ে নিত। না! কিছুতেই লোকটা এদিকে ফিরছে না।

হঠাৎ টনির চোখে পড়ল–আরে ঐ সুন্দরী যুবতীটি ডলোথি কেলসো না? তাহলে সেও কি এখানে নিমন্ত্রিত? টনি দেখলো, না! কোথাও টম কেলসোকে দেখা যাচ্ছে না।

ডরোথি ক্লোকরুমের সামনেই দাঁড়িয়ে গেল...ওই যুবকটি কে? বেশ স্মার্ট চেহারা।ঝলমলে কালো চুল, চমৎকার মুখশ্রী। ধূসর রং-এর স্যুট-এ ভালো মানিয়েছে। যুবকটিকে যেন ডরোথির পাশ কাটিয়ে যেতে হচ্ছে কিন্তু ডরোথি ভীষণ ব্যর্থ ওর সঙ্গে কথা বলতে...ডরোথি ওকে ধরে ফেলল।

হ্যালো রিক, ডরোথি বলল।

রিক চমকে উঠে তাকালো, ওর মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। তবুও মুখে হাসি টেনে বলল, সরি, আমি একটু ব্যস্ত আছি। ডরোথি জিজ্ঞাসা করল, চার্লস কেমন আছে?

আমার সঙ্গে তার বহুদিন সাক্ষাৎ নেই, রিক জানালো।

ডরোথি হতাশ হল বলল, ওকে আমাদের ভীষণ দরকার ছিল, ভেবেছিলাম নিউ ইয়র্কে আপনার সঙ্গে চার্লসের প্রায়ই দেখা হয়ে থাকবে।

না আমার সঙ্গে দেখা হয়নি, রিক জানালো, আমিও বেশ অনেকদিন হল নিউ ইয়র্কে যাই নি।

রিক দু চারটে কথা খুব ব্যস্ততার সঙ্গে সেরে ডরোথিকে বিদায় জানিয়ে চলে গিয়ে কৃষি বিশেষজ্ঞদের দলে মিশে গেল।

টনি সজাগ হয়ে উঠল। ভীড় ঠেলে আস্তে আস্তে স্টেজের দিকে এগিয়ে গেল। দোভাষী লোকটির মুখটি তার দেখা দরকার। টনি নিজেকে ভীড়ে আড়াল করে রাখলো।

টনি খুশিতে ছটফট করে উঠল। হ্যাঁ এই তো সেই বরিস গেরস্কি, তুমিও ওয়াশিংটনে।

টনি সঙ্গে সঙ্গে হোটেলের বাইরে টেলিফোনবুথে ছুটে গেলাব্রাডকে খবরটা জানানোদরকার। গেরস্কি খুবই মারাত্মক লোক, তাকে চোখের আড়াল করা চলবে না। যা করার ব্রাডকেই করতে হবে।

টনি কোনো দিকে না তাকিয়ে ছুটে যাচ্ছিল। আর একটু হলে ডরোথির সঙ্গে ধাক্কা লাগত। ডরোথি চমকে উঠে বলল–আপনি এখানে?

টনি বলল সহাস্যে, তাহলে চিনতে পেরেছেন ম্যাডাম! আমি ব্রাড জিনের বন্ধু টনি লটন। লন্ডনে থাকি। তারপর বিনয়ের সঙ্গে বলল, আমি কী আপনার মূল্যবান সময়ের কয়েক মিনিট ধার চাইতে পারি? আপনার সঙ্গে দুটো কথা বলে নিতাম।

ডরোথি বলল, ও সরি, আমার জন্য টম বাড়িতে অপেক্ষা করছে

আমি কিন্তু খুব বেশী সময় নেব না ম্যাডাম! তাছাড়া আমি হয়তো আপনাকে চার্লসের খবর জানাতে পারবো, টনি বলল।

ডরোথি বলল, চালর্স সম্বন্ধে আপনি বলবেন, তাহলে আসুন একটা টেবিলে বসা যাক। এভাবে এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলা ঠিক হবে না।

টেবিলে বসে টনি পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে ডরোথির হাতে দিল।

ডরোথি কার্ড দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল, বলল, তাহলে আপনি...

টনি ডরোথিকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলল...ব্যস আর কোনও কথা বলবেন না। জানেন তো দেওয়ালেরও কান আছে।

টনি এবার বলতে শুরু করল—এবার আমি যা বলছি মন দিয়ে শুনুন, ন্যাটোর মেমোরেন্ডাম শ্যানডন হাউস থেকে বেরিয়েছে এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে গেছি। আর ওই মেমোরেন্ডাম। টম কেলসোর টাইপ মেশিনে টাইপ করা হয়েছে।

ডরোথি ভয়ে কুঁকড়ে গেল।

আমার মনে হচ্ছে আপনারাও বিবাদের বাইরেনন।সমস্ত কেজিবি এখন ওয়াশিংটন নিউইয়র্কে তৎপর। চার্লসের উচিৎ ছিল সব কিছু খুলে বলা। এই প্রসঙ্গে আমি আরও একটু জানতে চাই। তাহলে আপনাদেরই সুবিধা হবে। আচ্ছা আপনি কী অস্বীকার করেন চার্লস কখনোই আপনাদের টাইপ মেশিনটা ধার করে নি?

ডরোথি ভয়ে কাঁপছে। বুঝতে পারছে না এই লোকটাকে কতটা বলা উচিৎ।

টনি বলল, দেখুন মিসেস কেলসো আমাকে আপনিশ ভাববেন না। আমি ব্রাডের বন্ধু। ব্রাড আমাকে নিজের ভাই—এর মত ভালবাসে। চার্লসের জীবনে মস্ত বড় বিপদ আসছে তাই কেজিবির গতিবিধি ছাড়াও আমাদের নিজেদের লোকেদের বিপদ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হচ্ছে।

আমাদের এখন সবথেকে জরুরী কাজ হল ওদের লোকেদের খুঁজে বের করা। আপনি আশাকরি আমার সব কথা বুঝতে পারছেন, টনি বলল ডরোথিকে।

ডরোথি সম্মতি সূচক ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ।

তাহলে আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিন। আপনাদের টাইপ মেশিনটা চার্লস কখনো ধার নিয়েছিল? এটা খুবই জরুরী, শুধু ঘটনা অনুসন্ধানের জন্য নয়, জীবন বাঁচানোর জন্যও।

ডরোথি বলল, হ্যাঁ।

আচ্ছা কিছুক্ষণ আগে ক্লোকরুমের সামনে আপনি একজন যুবকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। ও মনে হয় ব্যাসিল মীডি–তাই না? টনি জিজ্ঞাসা করল।

ডরোথি চমকে উঠল। না তো! ও তো রিক নীলে, চার্লসের বন্ধু।

টনি বলল ও তাহলে ইনিও শ্যানডন হাউসেরই স্টাফ।

ডরোথি বলল, না না, উনি হলেন কমুনিকেশন ডিপার্টমেন্টের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী।

না তাহলে মনে হয় আমার চিনতে ভুল হয়েছে। টনি বলল, ওর সঙ্গে চার্লসের দেখা সাক্ষাৎ হয়

আগে দুজনের খুব ভাব ছিল। এখন শুনছি ওদের আর তেমন দেখা সাক্ষাৎ হয় না, ডরোথি বলল, আমি ওর কাছে চার্লসের খবর জানতে চাওয়ায় ও বলল বোধহয় একযুগ ওদের দেখা সাক্ষাৎ নেই।

নিউইয়র্কে থাকে?

একই বাড়িতে, নিজের ফ্ল্যাটে।

টনি বলল, তাহলে ওদের দুজনের সাক্ষাৎ নেই কেন?

ডরোথি বলল, মনে হচ্ছে দুজনের মধ্যে ঝগড়াঝাটি হয়েছে।

খুবই দুঃখের, সহানুভূতি জানালো টনি।

গাড়ির দরজা খুলে

১০.

ওলেগ গাড়ির দরজা খুলে অ্যালেক্সিকে বলল, উঠে এসো চটপট।

অ্যালেক্সি গাড়িতে ওঠার আগে চারপাশটা ভালো করে দেখে নিল।

ওলেগকে দেখতে বিশ্রী, মুখটা একেবারে গোল। বৃষস্কন্ধ চেহারা, হাত দুটো মোটা মোটা আঙুলগুলো থ্যাবড়া।

কিছুক্ষণ বসে থেকে অ্যালেক্সি জিজ্ঞাসা করল, আমরা কোথায় যাচ্ছি?

ওলেগ বলল, এই একটু বেরিয়ে নেব।

অ্যালেক্সি বলল, সকালে ওভাবে আমাকে ফোন করা উচিৎ হয় নি তোমার। কেউ আড়ি পাততে পারত।

ওলেগ চেঁচিয়ে উঠল, ওরা চারিদিকেই জাল বিস্তার করেছে।

ওলেগ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা টম কেলসো চার্লস কেলসোর ভাই, তাই না?

অ্যালেক্সি ওলেগের এই হঠাৎ প্রশ্নে থমকে গেল, বলল তা হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন?

ওলেগ বলল, যদি চার্লস কেলসো ওর ভাইকে বলে যে সেই রাতে হোলজাইমারের সঙ্গে কথা বলার সময় তুমিও উপস্থিত ছিলে?

অ্যালেক্সির ভয় দ্বিগুণ হয়ে গেল। তবুও সে বলল, বলেই যদি থাকে তাতে কী আসে যায়?

ওলেগ বলল, অনেক কিছুই হতে পারে। টম কেলসোর এমন অনেক বন্ধু আছে যারা পেন্টাগন এমনকি ন্যাটোর সঙ্গে যুক্ত। তাহলে বুঝতেই পারছ বললে কিছু ঘটা অস্বাভাবিক নয়।

অ্যালেক্সি জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা ওরা কী গোয়েন্দা দপ্তরের লোক?

হতেই পারে, ওলেগ বলল,তখন ওরা চার্লস কেলসোকে ছেড়ে তোমার দিকে বেশীমনোযোগ দেবে।

অ্যালেক্সি বলল, চার্লস জানেই না, আমি কখনো ওই মেমোরেন্ডামে হাত দিয়েছি। ওর এ রকম কোনও সন্দেহ কখনো হবেও না।

অ্যালেক্সি কিছুক্ষণ চুপ করে গেল। ও চার্লসের ভয় দেখানো চিঠিগুলোর কথাই ভাবছিল। এই কদিনে চার্লসের মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তনঅ্যালেক্সি লক্ষ্য করেছে। তাহলে কীচার্লস টনিকে কছু বলেছে? নাহলে ওদের বন্ধুত্ব এমন নষ্ট হয়ে যাবে কেন?

ওলেগ বুঝতেই পেরেছে যে অ্যালেক্সি কিছু একটা দুঃশ্চিন্তা করছে। বলল, মনে হচ্ছে তুমি একটু চিন্তার মধ্যে আছে। আচ্ছা মিশচার তোমায় বলেছিল মেমোরেন্ডামের মাইক্রোফিলমটা তৈরী হয়ে গেলে ওটা আমার হাতে দিতে। তা ওটা এনেছ তো?

অ্যালেন্সি জানত ওলেগ এই প্রশ্ন করবে। অ্যালেক্সি ওলেগকে এখনও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারে নি। ও একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, আমি ওটা ইতিমধ্যে মস্কো পাঠিয়ে দিয়েছি।

ওলেগ চেঁচিয়ে উঠল, মস্কো পাঠিয়ে দিয়েছ? কখন পাঠিয়েছ? কই এখনও তো মস্কো থেকে খবর পাই নি যে ওরা মাইক্রোফিলমটা পেয়েছে।

অ্যালেক্সি দেখলে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া উপায় নেই। এখন মিশচার পরে ওলেগই হল আমেরিকায় কেজিবির প্রধান হর্তাকর্তা।

অ্যালেক্সি আস্তে আস্তে বলল, তিন চার দিন আগে আমার সঙ্গে চার্লসের দেখা হয়েছিল। ওর হাব ভাব খুব একটা সুবিধার ছিল না। ওর মনে হচ্ছে ন্যাটোর মেমোরেন্ডাম শ্যানডন হাউস থেকে নিয়ে আসা তার খুব ভুল হয়েছে, একটা অপরাধ বোধ তাকে ঘিরে রেখেছে।

ওলেগ চুপচাপ ওর কথা খুব মন দিয়ে শুনছে।

অ্যালেক্সি বলে চলেছে–চার্লস আমাকে একটা অদ্ভুত প্রস্তাব দিল বলল, হয় আমি নিউইয়র্ক ছড়ে চলে যাই নয় তো ও শ্যানডন হাউসে জানিয়ে দেবে এই মেমোরেন্ডাম সরানোর পেছনে মামার কোনও অসৎ উদ্দেশ্য আছে।

ওলেগ জিজ্ঞাসা করল, ও কী চিঠি লিখেছে?

অ্যালেক্সি বলল, হ্যাঁ একটা ড্রাফট্ আমায় দেখিয়েছে, ফাইনালটা আমায় দেখায় নি।

ওলেগ বলল, হতে পারে এতক্ষণে ও ফাইনাল করে ফেলেছে।

অ্যালেন্সির ভয় ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। ও চুপ মেরে গেল।

ওলেগ বলল, আমরা কোন ঝুঁকি নিতে পারি না।

অ্যালেক্সি চুপচাপ বসে আছে। একবার সে ওলেগের মুখটা চুরি করে দেখে নিল। ওলেগ কি বাঝাতে চায় তা বোঝার চেষ্টা করল।

মিনিট খানেক কেউ কোনও কথা বলল না। অ্যালেক্সির মনে হল ম্যাজেন্টা আলোয় রাস্তার–পাশের গাছপালা গুলো যেন লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে পালাচ্ছে আদ্যিকালের ভয়ঙ্কর জীবের মত।

ওলেগের মনের কথা অ্যালেক্সি কিছুতেই ধরতে পারছিল না। নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে ওলেগ হঠাৎ লে উঠল, কেটির খবর কি? ওর কোনও খবর রাখো?

অ্যালেক্সি একেবারে আকাশ থেকে পড়ল। কেটি? কেন কেটির কি হয়েছে?

ওলেগ ভীষণ তিক্ত ভাবে বলে উঠল, তোমার কী ধারণা ছিল মাইক্রোফিলম নিয়েই তোমার কাজ শেষ?

অ্যালেক্সি বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে। সত্যি কেটির একটা খোঁজ নেওয়া দরকার ছিল। মাইক্রোফিল্মটা পেয়ে সে যেন আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছিল। ওলেগের পরের কথায় অ্যালেক্সি রীতিমত চমকে উঠল।

কেটি এখন জেলে।

কেটি জেলে কেন? অ্যালেক্সি বলল, ম্যারিজুয়ানার আড্ডায় ধরা পড়েছে বুঝি?

ওলেগ বলল, তুমি দেখছি কোন খবরই রাখো না। তোমার ছুটি নেওয়া উচিত। গ্রীনউইচ ভিলেজের গোপন বোমা তৈরীর কারখানায় হাতে নাতে ধরা পড়েছে। বুঝতেই পারছ ওর মুখ থেকে পুলিশ সব কিছু বেরকরেই ছাড়বে। তখন তোমার অবস্থাই বাকী হবে আর আমার অবস্থাই বা কী হবে আন্দাজ করতে পারো?

ওলেগ ভিতরে ভিতরে খুবই অশান্ত হয়ে উঠেছিল। অ্যালেক্সি সাহস করে উঠতে পারছিল না ওলেগের সঙ্গে কথা বলার। সে চুপ করে বসে রইল।

ওলেগ অ্যালেক্সিকে কথা বলার সুযোগ করে দিল। ওলেগ জিজ্ঞাসা করল, কেটি কেমন মেয়ে?

অ্যালেক্সি কথা বলার সুযোগ পেয়ে খুব তাড়াতাড়ি বলল, ও খুবই শক্ত মেয়ে। ওর কাছ থেকে ওরা সহজে কথা বের করতে পারবে না।

ওলেগ অ্যালেক্সিকে ধমক দিয়ে সাবধান করে দিল বলল, তুমি এই দু তিনদিন তোমার ফ্ল্যাট ছেড়ে কোথাও নড়বেনা।কারো সঙ্গে দেখাও করবেনা। তোমার মুখ যেন কেউ দেখতে না পায়। তারপর আমার নির্দেশ পাচ্ছো, অপেক্ষা করবে ফোন করবে না, বুঝেছ?

অ্যালেক্সি কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল।

ওলেগ জিজ্ঞাসা করল, চার্লস কোথায় থাকে, তোমার ওখানেই তো?

অ্যালেক্সি বলল, না, আমার সঙ্গে একটু কথা কাটাকাটি হওয়াতে ও শ্যানডন হাউসে ফ্ল্যাট নিয়েছে।

ওলেগ নিজের মনেই বলতে লাগল শ্যানডন হাউস? ওখানকার নিরাপত্তা ভীষণ কঠোর। আমাকে একটু চিন্তা ভাবনা করতে হবে।

ওলেগ অ্যালেক্সিকে বলল, তুমি তাহলে এখানে নেমে যাও। গিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরে ফ্ল্যাটে চলে যাও। আর মনে রেখো আমার ফোনের অপেক্ষা করবে।

দরজা খুলে ওলেগ অ্যালেক্সিকে মাইল কুড়ি দূরে শহরের শেষে নামিয়ে দিল। আর নিজে দ্রুত বেগে গাড়ি ছুটিয়ে মিলিয়ে গেল।

www.bengaliebook.com

.

১১.

প্রিয় টম, আমি চার্লসের সঙ্গে কিছু কথা বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ও আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছিল না। আমাকে একদম গুরুত্ব দিচ্ছিল না। কিন্তু অনেক চেষ্টা চরিত্র করে আমি বোধহয় ওকে একটু বোঝাতে পেরেছি। ও এখন মনে করছে এমন একটা বোকামির কাজ তার করা ঠিক হয়নি।

যদি ন্যাটো মেমোরেন্ডাম প্রকাশের আগে আমার সঙ্গে ওর দেখা হয়ে যেত তাহলে এমন একটা ঘটনা মনে হয় ঘটত না। যা যা হবার হয়ে গেছে। এমন কিছু নতুন ঘটনা ঘটেছে তার। জন্য চার্লস খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছে। ঘটনাটি হলো কেটি কোলিয়ার নামে একটি মেয়ে ধরা পড়েছিল এখন সে জামিনে মুক্তি পেয়ে আন্ডার গ্রাউন্ডে চলে গেছে এটা খুবই চিন্তার কারণ।

এদিকে হোলজাইমার পুলিশের জেরায় হাবুডুবু খাচ্ছে। উপাঁচকের মত এই চিঠি লিখলাম বলে কিছু মনে করো না। তবে আমার উপর ভরসা রাখতে পারো। চার্লসের জন্য আমরা যথা সম্ভব চেষ্টা করবো। তবে বুঝতেই পারছ আমরা অন্য একটা ব্যাপারে ভীষণ চিন্তিত। তোমার ব্রাড জিলন।

চিঠি খানা প্রায় এক নিঃশ্বাসে শেষ করল টম। ডরোথির দিকে তাকিয়ে দেখল সে দুহাতে মুখ ঢেকে বিবর্ণ হয়ে বসে আছে।

এই চিঠিটা পড়ার আগে ওরা ভাবতেও পারে নি আজকের দিনটা এমন খারাপ বার্তা বয়ে নিয়ে এসে অন্ধকার করে দেবে।

এমনিতেই টম ভীষণ ক্লান্ত ছিল। কিছুক্ষণ আগে সে টাইমসের পরবর্তী সংস্করণের জন্য প্রায় পঞ্চাশ পাতা টাইপ করেছে। তার ওপর কাল কি পরশু ব্রাসেল যেতে হবে। কিসিংগার যাচ্ছে ন্যাটোর গোপন বৈঠকে যোগ দিতে। তাকে টাইমসের হয়ে সেক্রেটারী অব স্টেটের এই দুরূহ এবং অতি প্রয়োজনীয় বৈঠকের মালমশলা জোগাড় করে পর্যায়ক্রমে পাঠাতে হবে। এর মধ্যে আবার এসে গেল চার্লসের ব্যাপার।

টম একটা চুরুট ধরিয়ে ডরোথির দিকে তাকালো। সে সেই একইভাবে নিথর পাথরের মত বসে আছে। ডরোথি এই আঘাত সহ্য করতে পারছে না।

টমও কিছু কম আঘাত পায় নি। সে জানে তার ভেঙ্গে পড়া চলবে না। তাকে শক্ত হতেই হবে। সে নিজেকে যথা সম্ভব সংযত করে রাখলো।

টম ধীরে ধীরে ডরোথির দিকে এগিয়ে গেল। ডরোথি দুহাতে টমকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। টমও নিজেকে সামলাতে পারল না।

টমকে জড়িয়ে ধরে ডরোথি কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, টম, আমি আর সহ্য করতে পারছি না তুমি যেভাবেই হোক চার্লসকে একবার এখানে নিয়ে এসো। আমি শান্ত হতে পারছি না।

টম ডরোথিকে আরো কাছে টেনে নিয়ে ওর চুলে, কপালে চুমু খেয়ে বলল, আমি জানি তুমি চার্লসকে কতখানি ভালোবাসো। আমার থেকেও বেশী। কিন্তু আমাদের তো এভাবে ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। আমাদের অনেক ভেবেচিন্তে কাজ করতে হবে। চার্লস তো আর ছেলেমানুষ নয় ওকে বকে বেঁধে এখানে নিয়ে আসবো। আর ব্রাড যে চিঠি লিখেছে তা যদি সত্যি হয় তাহলে চার্লসের ওখানে থাকাই নিরাপদ। কেননা ওটা একটা দুর্গের মত।ওর নিরাপত্তা ব্যবস্থা উইন্ডসর প্যালেসের থেকে কোনও অংশে কম নয়। তাই লক্ষ্মীটি তুমি একটু শান্ত হবার চেষ্টা করো।

ডরোথি বলল, সরি টম, আমি সত্যি ভীষণ অবুঝ হয়ে পড়েছিলাম।

টম মুখে মিথ্যে হাসি এনে বলল, না না, তা নয়। আমি এখন ভাবছি কেটি কোলিয়ারের কথা।

টম ইচ্ছে করেই চার্লসের প্রসঙ্গ থেকে কেটির প্রসঙ্গে চলে এলো। কেননা চার্লসের কথা যত হবে ডরোথি তত কষ্ট পাবে।

ডরোথি চোখ তুলে বলল, আচ্ছা এটা সেই মেয়েটি না যে ডাউন–টাউনে বোমা তৈরীর কারখানার বিস্ফোরণে মরতে মরতে বেঁচে গেছে?

টম বলল, বুঝতে পারছি না, ওর সঙ্গে চার্লসের কী সম্পর্ক আছে!

ডরোথি বলল, আমিও তো ভাবছি ওর সঙ্গে চার্লসের কী সম্পর্ক? তাছাড়া চার্লস কেন একবারও আসছে না আর ফোনও করছে না বুঝতে পারছি না।

টম কফির কাপে চুমুক দিল। চুরুটে একটা টান দিয়ে বলল, তাহলে তোমার সেই হোলজাইমার। ওকে আমি অনেক দিন থেকে চিনি।

কিন্তু ওই বা চুপ করে আছে কেন? পুলিশকে সব কিছু জানাচ্ছে না কেন?

হোলজাইমারের কথা শুনেই ডরোথি তিক্ততার সঙ্গে বলল, ওই বদমাশটার জন্যই আজ ওদের এতো বিপদ।

এমন সময় দরজায় বেল বেজে উঠলো। টম ও ডরোথি আতঙ্কে সিটিয়ে গেল। কেননা একটু আগেই ব্রাডের চিঠি যেভাবে অশুভ বার্তা নিয়ে এসেছিল। আবার কে কি খবর নিয়ে এলো কে জানে!

টম দরজা খুললো, ওদের ভূত দেখার মত অবস্থা হলো। একী টনি লটন। ও আবার এখন এখানে কেন?

টনি ঘরে ঢুকে হাসতে হাসতে তাদের দেখে বলল, কী ব্যাপার? তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে এখুনি তোমরা হিচককের কোনও ছবি দেখে উঠলে।

ডরোথিকে টনি বলল, ম্যাডাম এমন একটা সুন্দর সকালে এইরকম গোমড়া মুখে থাকবেন না। চীয়ার আপ! তারপর মিঃ কেলসো কবে ব্রাসেলস রওনা হচ্ছেন?

টনিকে বসতে বলে, জোর করে মুখে হাসি টেনে ডরোথি বলল, কী নেবেন স্কচ না মার্টিনি?

টনি খুবই রসিকতা প্রিয়, বলল, সুন্দরী কোন মহিলা আমায় বিষ দিলেও আমি তা খেতে রাজি।

ডরোথি একটু লজ্জিত হল, এবং পানীয়ের বন্দোবস্ত করতে উঠে গেল।

টনি এবার আসল কথায় এলো। টমকে জিজ্ঞাসা করলো, চার্লসের খবর কী?

না কোন খবর নেই, টম বলল, তবে ব্রাডের একটা চিঠি পেয়েছি।

টনি বলল, ওটা আমিই ওকে লিখতে বলেছি। তা আপনারা ভয় পেয়ে যান নি তো?

টম বলল, না! তবে চার্লসের জন্য ভীষণ চিন্তা হচ্ছে।

টনি বলল, ওহ আপনিও দেখছি ব্রাডের মতই অস্থির। আচ্ছা মিঃ কেলসো আপনি ডর–বি ম্যারিয়েটের নাম শুনেছেন?

টম নিজের মনে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ আমেরিকান রাইটার। তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় ফ্রান্সের ওপর একটা বই লিখেছেন। মনে হচ্ছে ওটা সিনেমাও হয়েছে।

টম বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ আমিও ওর সম্বন্ধে এই রকমই শুনেছি। আচ্ছা আপনি ওর আর কোন খবর জানেন?

টম বলল, দেখুন, আমি একজন রিপোর্টার, গোয়েন্দা নই।

টনি সহাস্যে বলল, তা আমি জানি বৈকি। আচ্ছা রিক নীলেকে নিশ্চয়ই চেনেন?

টম বলল, হ্যাঁ চিনি ও চার্লসের বন্ধু। খুবই ভালো ছেলে। তবে মনে হয় ওদের বন্ধুত্বে এখন একটু ভাঙন ধরেছে।

টনি বলল, আমার কাছে খবর আছে এই রিকের সঙ্গে ম্যারিয়েটের বেশ ভালো যোগাযোগ আছে। চার্লস কী আপনাকে কখনো বলেছিল?

টম বলল, কই না, তো।

টনি বলল, স্বাভাবিক, চার্লসেরও না জানারই কথা।

ইতিমধ্যে ডরোথি তিন গ্লাস মার্টিনি নিয়ে এলো। ডরোথিকে দেখে টনি বলল, ধন্যবাদ মিসেস কেলসো। সেদিন হোটেলে ওই সুন্দর যুবকটির পরিচয় দেবার জন্য। সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ দেবার জন্য এখানে এসেছি।

ডরোথি কিছু বুঝে উঠতে পারছিল না।

টনি বলল, কেন চার্লসের সেই বন্ধু রিক নীলে

ডরোথি বলল, ও তাই বলুন, আমি তো ভয় পেয়ে গেছিলাম।

টনি বলল, না না মিসেস কেলসো এখুনি ভয় পাবেন না।

ডরোথি বলল, আরো কিছু আছে নাকি?

টম দেখলো ডরোথির মুখ আবার আতঙ্কে ভরে উঠছে। তাই টম টনিকে বলল

আচ্ছা মিঃ লটন এসব কথা এখন বন্ধ করলে হয় না?

টনি বলল, না ওর সম্বন্ধে আপনাদের জেনে রাখা ভালো, কেননা কখন কি বিপদ এসে যায়।

ডরোথি উদ্বেগের সঙ্গে বলল,বলুন,। চার্লসের ভালোর জন্য আমাদের সব কিছু জানা দরকার।

টনি বলল, দ্যাটস্ রাইট। অন্ধকারে থাকলে অনেক বিপদের আশঙ্কা।

ডরোথি বলল, তাহলে আপনি বলছেন, রিক নীলে একজন বিপদজনক ব্যক্তি।

টনি বলল, আর কিছুদিনের মধ্যে আমরা ওর সম্বন্ধে আরো সঠিক করে বলতে পারবো। তবে এই পর্যন্ত যা খবর পেয়েছি তাতে রীতিমত চমক আছে।

এই রিক নীলে ছিল প্রথমে একজন ডকু–সি পিকারিং এর সাহায্যকারী। তারপর হঠাৎ তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। কোনও কিছুতে থাকে না তাই এফ বি আই এর ফাইলেও ওর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু নেই। পূর্ব জার্মানীতে সিয়ার যে এজেন্ট আছে সেও

রিক নামে কাউকে চেনে না। সেখানেও তাকে পাওয়া গেল না। উনিশ শ তেষট্টি থেকে পঁয়ষট্টিতে ও সোজাসুজি এসে ভর্তি হয়ে গেল ইউ. এস সৈন্যদলে। সে সিভিলিয়ান দোভাষীর কাজ করত। এই ভাবে সে পূর্ব থেকে পশ্চিম জার্মানীতে পালিয়ে আসে। ওর জন্ম ব্রুকলীনে।

ফাইল ঘেঁটে জানা গেছে ব্ল্যাঙ্ক নীলে নামে যে ভদ্রলোকের কাছে এসে নিজেকে তার প্রপৌত্র রূপে পরিচয় দিয়েছে তাতে সাতাশ বছর পরে চুরাশি বছরের বৃদ্ধের পক্ষে তার প্রপৌত্রকে চেনা সম্ভবনয়। তবে ও এমন কিছু কাগজ পত্রের প্রমাণ এনেছিল তাতে বৃদ্ধ ওকে মেনে না নিয়ে পারেনি।

এখন যা জানা গেছে তাতে ওর মা জার্মান ও বাবা আমেরিকান হলেও ও আমাদের লোক নয়।

ডরোথি চেঁচিয়ে উঠল, তাহলে ও শত্রু পক্ষের এজেন্ট।

হ্যাঁ, টনি বলল, গত নয় বছর ধরে ও আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে চলেছে।

ডরোথি বলল, বিশ্বাসঘাতক! ওকে আমাদের এক বারের জন্যও সন্দেহ হয়নি। আশ্চর্য!

টনি একটু হেসে কৌতুক করে বলল, তাহলে বলতে হয় যে রিক খুব কাজের ছেলে।

ডরোথি রাগে ফেটে পড়ল,কাজের ছেলে?রাবিশ,একটা মস্তো বড় শয়তান চার্লসকে কিভাবে ফাঁদে ফেলেছে। ওহ্ আমি ভাবতে পারছি না।

টনি হেসে বলল, কিন্তু মিসেস কেলসো রিক আমাদের কাছে শয়তান হলেও ওদের কাছে ও কিন্তু একজন সফল হিরো। যে পক্ষের হয়ে ও কাজ করছে তারা তাকে সোনার চেয়েও দামী মনে করে।

ডরোথি বলল, কিন্তু আপনি কি ওকে সমর্থন করেন?

টনি বলন, ডেফিনেটলি নট, আমরা কেউই তাকে সমর্থন করতে পারি না।

ডরোথি জিজ্ঞাসা করল, আপনি কী সেইদিন থেকে ওর সম্বন্ধে আগ্রহী হলেন মিঃ লটন?

টনি বলল, হ্যাঁ তা বলতে পারেন। আপনার কাছ থেকে ওর পরিচয় পাবার পর বিশেষ করে যখন জানলাম ও চার্লসের বন্ধু তখনই আমি ওর সম্বন্ধে খোঁজ নিতে শুরু করি। তাছাড়াও আরও কিছু ব্যাপার আছে।

টম এতক্ষণ চুপচাপ ওদের কথা শুনছিল, এবার সে টনিকে বলল, আচ্ছা মিঃ লটন আপনি কেন ওর সম্বন্ধে এফ বি আইকে জানাচ্ছেন না?

টনি বলল, দেখুন সব কিছুর জন্যই সাক্ষ্য প্রমাণ দরকার। আমার কথার সত্যতা বিচার না করেই তো আর তদন্ত কমিশন বসবে না। তাই আমিও পেছনে লেগে আছি। কিন্তু ব্যাটা এত চালাক কী বলব, সেই দিন থেকে আর পাত্তা নেই। ওর মুখই দেখা যাচ্ছে না, বার বা রেস্তোরাঁয় পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না এমন কি ফোনেও কারো সঙ্গে যোগাযোগ করছে না। একেবারে ঘরে খিল এটে বসে আছে। কিন্তু আমি যখন ধোঁয়া দেখতে পেয়েছি তখন আগুনের উৎস আমি বার করবই।

এমন সময় ঘরের ফোনটা বেজে উঠল। টম উঠে গিয়ে রিসিভার তুলে নিল। তারপর টনির। দিকে তাকিয়ে বলল ইটস্ ইওর কল মিঃ লটন। ব্রাড ফোন করেছে। আরজেন্ট।

টনি লাফিয়ে উঠল, ব্রাড় আবার এখানে ফোন করল কেন? কোন জরুরীখবর...

টনি রিসিভার তুলে বলল হ্যালো টনি বলছি। কী ব্যাপার?

ওপাশ থেকে ব্রাড বলল শুনছে টনি, তোমার সেই ম্যারিয়ট কাল রাতে খুন হয়েছে। ব্রাডের গলায় রীতিমত উত্তেজনা।

টনি চমকে উঠল,বল কী? এটা কীকরে সম্ভব? আমি দুজনকে পাহারায় রেখেছিলাম। ব্রিজিট আর বারনারড।

ব্রাড জানালো, গভীর রাতে ব্যাপারটা ঘটেছে।

টনি জিজ্ঞাসা করল, তুমি ম্যারিয়েটের ওখানে গিয়েছিলে।

ব্রাড বলল, হ্যাঁ, আমি তো ওখান থেকেই আসছি।

টনি জিজ্ঞাসা করল, তাকে কি গুলি করে মারা হয়েছে?

ব্রাড বলল, না, ডাক্তারের মতে হার্টফেল করে মারা গেছে।

টনি বলল, কী করে বলছে? পোস্টমর্টেম তো এখনও হয় নি।

প্রাথমিক পরীক্ষা করে ডাক্তার মন্তব্য করেছে, ব্রাড জানালো।

টনি আবার জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা তিনি কী বিছানাতেই ছিলেন?

ব্রাড বলল,না, আমরাও ডাক্তারের মন্তব্যকে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছি না। কারণ ওর ঘর একেবারে লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে।

টনি উত্তেজিত হয়ে বলল, তাহলে বুঝতেই পারছে যে ম্যারিয়ট হার্টফেল করে মারা যায়নি। লেনেক্সি হসপিটালে কোনোভ যেভাবে মারা গেছে এটাও ঠিক সেই একই কেস। আমার সন্দেহ তাহলে মিলে যাচ্ছে। ম্যারিয়েট কেজিবির সঙ্গে যুক্ত ছিল।

ব্রাড অস্থির হয়ে জিজ্ঞাসা করল, তাহলে ম্যারিয়টকে খুন করা হল কেন?

টনি বলল,এমনসিক্রেট এজেন্টদের জীবনের কোনও ভরসা থাকে না, তাদের যে কোন মুহূর্তে মেরে ফেলা হতে পারে।

টনি বলল, আচ্ছা ম্যারিয়ট–এর ঘরে কোন সন্দেহজনক জিনিস কিছু কী পাওয়া গেছে?

ব্রাড জানালো, সামান্যতম সন্দেহ করার মতও কোন জিনিস এখানে পাওয়া যায় নি।

টনি গম্ভীর হয়ে বলল, আপনি ম্যারিয়েটের খুন সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিন। আমি দুদিনের জন্য ডুব দেব। হ্যাঁ, গোপনীয়। গুড বাই

টনি ফোন রেখে টমের দিকে ঘুরে বলল, এইমাত্র যার কথা বলছিলাম ম্যারিয়েট, তিনি খুন হয়েছেন।

টনি টুপিটা মাথায় দিয়ে বলল, তাহলে চলি, আপনারা সাবধানে থাকবেন, আর পারলে চার্লসকে এখানে নিয়ে আসার চেষ্টা করুন। আমরাও ওর নিরাপত্তা আরও জোরদার করছি।

টম জিজ্ঞাসা করল, আমি ম্যারিয়েটের সঙ্গে চার্লসের সম্পর্কটা কি বুঝতে পারছি না।

ডরোথি ভয়ে টমের হাত চেপে ধরেছে।

টনি বলল, ওই সিঁড়ি ভাঙ্গা অঙ্কের মত। চার্লস–রিক–ম্যারিয়েট। আচ্ছা চলি গুড বাই

.

১২.

পার্ক অ্যাভির একটা অলিভ গাছের নীচে সন্ধ্যার অন্ধকারে মনে হচ্ছে যেন একটা দৈত্য ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটু দূরে পায়ের হাল্কা শব্দে সে চমকে ঘুরে দাঁড়ালো। হাতে খোলা ছোরা। চোখে হিংস্র দৃষ্টি। পরিচিতের মুখ দেখে শান্ত হলো।

অ্যালেক্সি বলল, ব্যাপার কী ওলেগ? এভাবে এখানে আমাকে ডেকে পাঠালে কেন? ওলেগ জিজ্ঞাসা করল, ম্যারিয়টের কোনও খবর শুনেছো? অ্যালেক্সি বলল, ম্যারিয়ট,

মানে ওয়াশিংটনে আমাদের...। ওলেগ ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলল, এখানে ওর পরিচয় আর উল্লেখ না করাই ভালো। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি তুমি কী ওর কোনও খবর পেয়েছ?

অ্যালেক্সির সঙ্গে কেটি আছে। সত্যি এই মেয়েটির যে কত ক্ষমতা তা ভাবা যায় না। পুলিশের জেরার সামনে ও টু শব্দটি পর্যন্ত করেনি।

অ্যালেক্সি রাগত স্বরেই ওলেগকে বলল, কি করে আর রাখব। তুমি তো আমায় ঘরে বন্দি করে রেখেছিলে। এখন কেটি গিয়ে ডাকলো বলে বেরুতে পারলাম।

ওলেগ খুব শান্ত গলায়, যেন কিছুই হয় নি এমনভাবে বলল, ম্যারিয়েট মারা গেছে।

অ্যালেক্সি চমকে উঠল, মারা গেছে! ম্যারিয়েট মারা গেছে? আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। কি করে? কবে?

ওলেগ অ্যালেক্সির প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে, খুশীতে বলে উঠল, তাহলে মাইক্রোফিলমটা। এখন আমার হাতে।

অ্যালেক্সি চমকে উঠল, ওহ মাই গড, তাহলে মাইক্রোফিলমটা এখনও মস্কোয় পাঠানো হয়, নি?

ওলেগ বলল, আমি আগেই জানতাম ও একজন বিশ্বাসঘাতক। হি ইজ এ ট্রেইটর। কিন্তু এখনও এমন কিছু দেরী হয় নি।

অ্যালেক্সি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, তাহলে তুমি ওটা কালই মস্কোয় পাঠিয়ে দিচ্ছ তো?

ওলেগ জোরের সঙ্গে বলল, নিশ্চয়ই ওটা আমায় কালই পাঠিয়ে দিতে হবে।

অ্যালেক্সি ওলেগকে বোঝার চেষ্টা করল। সে কোনও চালাকি করবেনাতো? কিন্তু ওলেগের কথায় ও স্বস্তি পেল কিছুটা নিশ্চিন্ত হতে পারল।

কেটি ছটফট করছিল। ওদের কথা থামতেই বলল, না এখানে আর বেশী সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না।

ওলেগ সঙ্গে সঙ্গে সাবধান হয়ে গেল। কেটিকে বলল তুমি একটু চারিদিকে নজর রাখো। আমি ততক্ষণ চটপট অ্যালেক্সিকে কয়েকটা ফটো দেখিয়ে নি।

ওলেগ অ্যালেক্সিকে নিয়ে একটা ল্যাম্পপোস্টের নিচে গিয়ে দাঁড়ালো। মাথার টুপি দিয়ে তারা তাদের নিজেদের মুখ প্রায় ঢেকে ফেললো। কেটি একটা গাছের নীচের ছায়ায় নিজেকে আড়াল করে চারিদিকে নজর রাখতে থাকল।

পকেট থেকে একটা খাম বের করতে করতে ওলেগ বলল, যদি সেদিন সেন্ট্রাল পার্কে তোমরা একটু সাবধান হতে তাহলে এত ঝামেলা হতো না।

সন্ধের সময় সেন্ট্রাল পার্কে যে লুটেরাদের উপদ্রব হয় তা মিশচার-এর জানা উচিত ছিল।

যাক গে, বাদ দাও বলে ওলেগ একটা খাম থেকে তিনটে ফটো বের করে অ্যালেক্সির হাতে দিল। ওলেগ ওই ফটো তিনটির মধ্যে একজন টুইড জ্যাকেট পরা লোককে দেখিয়ে অ্যালেক্সিকে বলল, দেখো তো এই লোকটিকে কখনো চার্লস কেলসোর সঙ্গে দেখেছ কিনা?

অ্যালেক্সি ফটোগুলো নিয়ে দেখলো জ্যাকেট পরা লোকটির মুখ কোনও ফটোতেই স্পষ্ট নয়। কোথাও লোকটা রুমাল দিয়ে নাক ঢেকে আছে, কোথাও এমনভাবে হাত তুলে আছে যে তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। আবার আরেকটাতে মুখ নিচু করে আছে।

অ্যালেক্সি অনেকক্ষণ দেখে বলল, না! বুঝতে পারছি না। কে এই ভদ্রলোক?

ওলেগ ছোট্ট করে বলল, অ্যান, এক্সপার্ট। অ্যালেক্সি জিজ্ঞাসা করল, বাকি দুজন কে?

ওরা নিউইয়র্কের গোয়েন্দা বিভাগের লোক, ওলেগ জানালো।

আচ্ছা ওরা কি এই এক্সপার্ট লোকটাকে অ্যারেস্ট করেছে? অ্যালেক্সি জিজ্ঞাসা করল। আর তুমি এই ফটো কোথায় তুললে? তাহলে কিছু বলা যেতে পারে হয়ত।

ওলেগ খুব গম্ভীর হয়ে বলল, আমি এই লোকটাকে চিনি। এ হলো টনি লটন। মিশচার–এর মৃতদেহ যে মর্গে পড়েছিল, সেখানে এই ম্যাপ শট নেওয়া হয়েছে।

অ্যালেক্সির বুকটা ধড়াস করে উঠল। মিশচার–এর ওখানে? মর্গে?

অ্যালেক্সি খুব ভয়ে ভয়ে বলল, আমি তো এর নাম কখনো শুনিনি। কে এই টনি লটন?

ওলেগ ভীষণ উত্তেজিত হয়ে বলল, এখানে আছে অথচ কোন খবর রাখোনা। এই টনি লটন একজন ন্যাটোর এজেন্ট।

অ্যালেক্সি ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল, সে আস্তে আস্তে ওলেগকে জিজ্ঞাসা করল, এই লোকটা মর্গে গিয়েছিল কেন?

ওলেগ ফটো তিনটে পকেটে রাখতে রাখতে বলল, দে ইউ সী হোয়্যার ইউ স্ট্যান্ড। যা ওসব কথা রাখো। আমাদের অনেক কাজ বাকি আছে। গাছের ছায়ায় এসো।

ওলেগ ও অ্যালেক্সি কেটি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে এলো।

ওলেগ ভালো করে চারপাশটা দেখে নিয়ে বলল, শ্যানডন হাউসের নিরাপত্তা কর্মী ম্যাকলেহোস–এর বাড়ি তুমি কি চেনো?

অ্যালেক্সি উত্তর দিল, হ্যাঁ চিনি।

ওলেগ জিজ্ঞাসা করল, ওর কি স্ত্রী পুত্র আছে?

আছে।

ওলেগ বলল, খুব ভালো। বলে হঠাৎ যেন খুশীতে চকচক করে উঠল। অ্যালেক্সি এই খুশীর কারণ বুঝতে পারল না।

ওলেগ বলল, আমাদের এবার ম্যাকলেহোসের বাড়ি যেতে হবে।

অ্যালেক্সি জিজ্ঞাসা করল কেন?

ওলেগ বলল, প্রশ্ন পরে করবে, এখন যা বলছি মন দিয়ে শোন।

ওলেগ বলতে লাগল। আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকবো, হ্যাঁকেটি তোমাকে ম্যাকলেহোস চেনে না তো?

কেটি বলল, না, আমার সঙ্গে পরিচয় নেই।

ওলেগ খুশীতে ডগমগ করতে লাগল। অ্যালেক্সিকে জিজ্ঞাসা করল, তোমাকে নিশ্চয়ই ম্যাকলেহোস চেনে?

অ্যালেক্সি ঘাড় নাড়লো।

ওলেগ বলল, শোন কেটি ম্যাকলেহোসকে বলবে যেও নতুন নিউইয়র্ক এসেছে। এবং চার্লসের পূর্ব পরিচিত। একবার চার্লসের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

অ্যালেক্সি বলল, এটা খুবঝুঁকির ব্যাপার হয়ে যাবেনা? তাছাড়া কেটি জামিনে ছাড়া পেয়েছে। যদি জানাজানি হয়ে যায়?

ওলেগ বলল, না না এত সময় আমার প্রয়োজন হবে না। আই শ্যাল সী টু ইট। আমাদের ম্যাকলেহোসকে প্রয়োজন। আমার একটু সময় দরকার যাতে ম্যাকলেহোসের কোয়ার্টার থেকে শ্যানডন হাউসের নিরাপত্তার বহরটা দেখে নেব।

ওলেগ অ্যালেক্সির উদ্দেশ্যে বলল, বোকামি করো না। উই অল আর ইন ডেঞ্জার! সামনেই ভীষণ বিপদ। তাই আমি যা বলি তাই কর।

অ্যালেক্সি ওলেগের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। কিন্তু ও ধরতে পারছেনা। ওলেগ মনে মনে নতুন কী ফন্দি বানাচ্ছে। এদিকে টনি লটনের পরিচয় পেয়ে অ্যালেক্সি নিজে ভীষণ ভয় পাচ্ছিল। তাই ভাবল এনিয়ে সে আর কিছু ভাববে না। ওলেগ যখন এখন হর্তাকর্তা তখন ও যা ভালো বোঝে করুক।

ওলেগ যাবার জন্য তৈরী হয়ে নিয়ে অ্যালেক্সি ও কেটিকে তাড়া দিল। তারা তিনজনে ম্যাকলেহোস-এর বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিল।

.

১৩.

পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টার ঘটনা আকস্মিক অথচ বেশ দ্রুত গতি...

টনি লটন ঠিক করল ব্রাড জিলনের সঙ্গে ম্যারিয়টের খুন হওয়ার ঘটনা নিয়ে আলোচনা শুরু করার আগে শ্যানডন হাউসের চারদিকে যে জাল বিস্তার করা হয়েছে সেই সম্বন্ধে

একটু খোঁজ খবর নেওয়া যাক। টনির ধারণা ভুলনয়।বরিস গেরস্কি যেভাবে এগুচ্ছে তাতে ন্যাটো মেমোরেন্ডাম ফাঁস হয়ে যাবার কোন প্রমাণই সে তার আয়ত্বের বাইরে যেতে দিতে রাজি নয়। ওর সামনে এখন দুটো সমস্যা। এক হচ্ছে চার্লস কেলসো। দুই হচ্ছে জিন প্যারাকিনির নিরাপত্তা বজায় রাখা। শ্যানডন হাউসে নজর রাখার জন্য ওকে সেই দ্য ব্রেইনের-ই একজন করে রেখেছে। এর জন্য ব্রাড জিলনকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। সেই ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

কিন্তু চার্লস কেলসো যে কেন এখনও শ্যানডন হাউসে রয়েছে তা টনি লটন বুঝতে পারছে না। ওতো এখন ওর দাদা টম কেলসোর ওখানে থাকতে পারে। চার্লসকে নিয়ে এখন ভীষণ চিন্তা।

টনির শরীরটা ক্লান্ত লাগছিল। সে একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে সামান্য কিছু খেয়ে নিল। তারপর একটা টেলিফোন বুথে গেল।

টেলিফোন বুথে ঢুকে সেভাবলোকাকে ফোন করা উচিত। নিকোলে-কেনা বিল কে? দুজনের সঙ্গে কথা বলাই রিস্ক।

টনি ডায়াল করল। ওপাশ থেকে বিল ফোন তুললল। টনি বলল-হ্যালো বিল। আমি টনি বলছি জিনের উপর ঠিকমত নজর রাখবে।

বিল বলল, ভালই আছে। এখন লাঞ্চ সেরে নিচ্ছে।

টনি জিজ্ঞাসা করল, কোথায়?

বিল জানাল, বারনার্ডের সঙ্গে যেমন রোজ কিচেনে খায় তেমন।

ফিরল কখন?

এই আট মিনিট আগে হবে। আমি এসেছি বারোটা পনেরোয়।

টনি বলল, খুব খারাপ।

কেন?

আমি ওকে বারোটা বাজতে পাঁচ মিনিটে রিক নীলেকে অনুসরণ করতে দেখেছি, টনি বলল।

বিল বলল, হয়তো হতে পারে।

টনি উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, হয়তো হতে পারে মানে? রিক সম্বন্ধে আমি সঠিক খবর জানতে চাই। জিনের ওকে ছেড়ে দেওয়া উচিত হয় নি। জিন তার নিজের কাজে অবহেলা করছে। যাক খেয়ে নিয়েই যেন জিন বেরিয়ে পড়ে। রিক নীলের প্রতিটা পদক্ষেপ আমার জানা প্রয়োজন।

এমনকী ও যখন নিজের ফ্ল্যাটে গিয়ে বিশ্রাম করবে তখনও ও কী করছে তা আমাকে জানাতে হবে, টনি বলল।

টনি বিলকে আরও বলল, শোন তুমি আর নিকোলে একটা কাল্পনিক গল্প ফেঁদে চার্লস কেলসোর সঙ্গে দেখা করো। তাকে জানাবে যে নিকোলে কোনও এক কাগজের রিপোর্টার। সে চার্লসের সঙ্গে রিক নীলের সম্পর্কে কিছু আলোচনা করবে। রিকের একটা খোঁজ পেলে ওর সঙ্গী–সাথীদের খুঁজে বের করা কঠিন হবে না।

টনি খুব আফসোস করে বলল, কাল রিক তার ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে গেল আর জিন তার কোনও খোঁজ রাখতে পারলো না। হোপলেস।

টনি আর কোনও কথা না বাড়িয়ে ফোন ছেড়ে দিল। দিয়ে আবার ডায়াল করলো।

টনি জিজ্ঞাসা করল, হ্যালো জর্জেস? আমি টনি বলছি। শোন তোমাকে আর বিলের সঙ্গে দেখা করতে হবে না, আর শ্যানডনে কী এখনও কাজ চলছে?

জর্জেস বলল, ইয়েস স্যার। শ্যানডনে কোথাও কেবল ফল্ট হয়েছে। তার কাজ চলছে।

আচ্ছা এমিল কাছে আছে তো? টনি জিজ্ঞাসা করল।

হ্যাঁ ও চারদিকে নজর রাখছে।

একটা ধন্যবাদ জানিয়ে টনি জিজ্ঞাসা করল, চার্লস কেলসো নিজের কোয়ার্টারে আছে তো? বুঝতেই পারছ কেন এত প্রশ্ন করছি। কারণ হি ইজ দ্য ভাইটাল উইটনেস। হোলজাইমার না বললেও চার্লসের কাছ থেকেই আমাদের কথা বের করতে হবে।

জর্জেস বলল, স্যার, আমি নিজেও ওর উপর নজর রাখছি। আজ ও শ্যানডন হাউসের ডিরেক্টরের সঙ্গে লাঞ্চ করেছে। এখন তারই সঙ্গে এই চত্বরের মধ্যে কোথাও আছে। কদিন পরে এখানে কনফারেন্স হবে তারই প্রস্তুতি চলছে। বহুলোক কাজ করছে।

হ্যাঁ আমি জানি। তাই বলছি তুমি কিন্তু খুব সতর্ক থাকবে। টনি বলল।

হা স্যার।

বিকেলের দিকে আমি ব্রাড জিলনকে নিয়ে শ্যানডন হাউসে যেতে পারি। একথা কাউকে বলতে হবে না, সিক্রেট।

না, স্যার আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

থ্যাঙ্ক ইউ।

টনি ফোন রেখে দিল।

টনি পেন্টাগনের সিক্রেট ব্রাঞ্চে ব্রাডের অফিস ঘরে ঢুকলো। ব্রাড তাকে বসতে বলে জিজ্ঞাসা করল, তা তুমি কোথাও যাচ্ছ নাকি? কোন এনগেজমেন্ট আছে?

টনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, সে সময় আর পাচ্ছি কোথায় যে তদন্ত ফেলে ফুর্তি করব? তা ম্যারিয়েট–এর ঘটনার ব্যাপারে আর কোন খবর পাওয়া গেল?

ব্রাড বলল একটা সত্যি কথা তোমায় বলি, এখন আমার কাউকেই বিশ্বাস হয় না। এমন কী নিজেকেও মনে হয় মস্কোর লোক। কিছুই আর বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই ম্যারিয়েটের কথাই ভাবছি। এত সুন্দর নিরীহ চেহারা দেখলে ভক্তিশ্রদ্ধা হয়। সেকিনা বিশ্বাসঘাতকের কাজ করল! আমেরিকা তাকে কী না দেয়নি তবুও আরও অর্থের লোভে...

এখন যা লেটেস্ট খবর তাহলে এই ম্যারিয়েটের মাধ্যমেই কেজিবি–র এজেন্টরা গোপন খবর পাচার করত।

টনি বলল, ব্রাড আমি কিন্তু সে কথা ভাবছিনা। আমি ভাবছি এই যে এত ঘটনা ঘটছে নিশ্চয়ই দেয়ার ইজ সাম নিউক্রিয়াস মানে একটা মধ্যমণি নিশ্চয়ই আছে।

ব্রাড বলল হ্যাঁ নিশ্চয়ই। আর এই মধ্যমণি–কেবার করতে না পারলে আমাদের কোন কাজই সফল হবে না। তা তুমি এর কোন হদিশ পেয়েছ নাকি?

টনি একটু চিন্তিত ভাবে বলল, না ওটা এখনও ঠিক ধরতে পারছি না। তবে আমি যে কোন কাজ শেষ থেকে শুরু করি। প্রথমে হচ্ছে ন্যাটো মেমোরেন্ডাম ফঁস হলো। তার আগে ওটা টাইপ হলো। কোন মেসিনে টাইপ হয়েছে তার হদিস মিলল। মেশিনটা টমের কাছ থেকে চার্লস একদিনের জন্য ধার নিয়েছিল।

সুতরাং চার্লসের হাত থেকে মেমোরেন্ডাম ফাসহয়েছে। তাহলে চার্লসই হলো ওদের এজেন্ট। তবুও প্রশ্ন থেকে যায় এই রিকনামের ছেলেটি কে? ও ক্যুনিকেশন ডিপার্টমেন্টে ভালো মাইনের চাকরি করে অথচ আশ্চর্য ও নিউইয়র্কে চার্লসের সঙ্গে একই

অ্যাপার্টমেন্টে থাকে। আবার কেটি কোলিয়ার নামের ওই রহস্যময় মেয়েটি সেও একই অ্যাপার্টমেন্টে থাকে। গোপন বোমা তৈরীর সঙ্গে ওর সম্পর্ক কী?

ব্রাড ওর কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছে। টনি কী বলতে চাইছে তা আন্দাজ করার চেষ্টা করছে।

টনি বলল, তাহলে বুঝতেই পারছ চার্লস, রিক ও কেটি তিনজনের পরিচয় আছে।

ব্রাড ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো।

টনি একটা চুরুট ধরিয়ে এক মুখ ধোয়া ছেড়ে বলল, এবার লেনেক্সি হসপিটালের ঘটনা ভাবো। একদল মাগারের হাতে কোনোভ আক্রান্ত হয়ে পুলিশের সাহায্যে হসপিটালে যায়। হাসপাতালে সে নিজের অজান্তে দুটো নাম উচ্চারণ করে এক ওলেগ দুই অ্যালেক্সি।

এখন কথা হল সেন্ট্রাল পার্কে এই দুজন ছিল কী? আমার মনে হচ্ছিল, পুলিশের কথা অনুযায়ী পার্কের বাইরে গাড়ি পার্ক করা ছিল। সেখানে তারা একজন মুস্কো জোয়ানের ছায়া দেখেছে। আর আরেক জন ইয়াংম্যান কোনোভের কাছাকাছি ছিল। পুলিশ তাকে সাহায্যের জন্য ডেকেছিল কিন্তু সে পালিয়ে গেছিল।

বরিস গেরস্কিকে আমি চিনি। লেনেক্সি হসপিটালে যে লোকটা বন্ধুকে খোঁজার নাম করে কোনোভের খোঁজে এসেছিল, পুলিশের বর্ণনা অনুযায়ী বরিস গেরস্কির সঙ্গে তার সাদৃশ্য

আছে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে সেন্ট্রাল পার্কে কোনোভের সঙ্গে যে দুজন ছিল তাদের মধ্যে একজন ওলেগ, অন্যজন অ্যালেক্সি। এ বিষয়ে আমার আর কোন সন্দেহ নেই।

এবার আসছি রিক নীলে প্রসঙ্গে। ওর সম্পর্কে যতটুকু জানতে পেরেছি তা হল পূর্ব জার্মানীতে আমাদের একজন এজেন্ট সত্যিই ছিল যার নাম হাইনরিক নীলে। কিন্তু বর্তমানে এই রিক নীলের চেহারার সঙ্গে তার চেহারার কোন মিল নেই।

ব্রাড একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ল।হাতের মার্টিনিটা এক নিঃশ্বাসে শেষ করে বলল, ওয়ান্ডার ফুল। ইউ আর জিনিয়াস উনি তুমি আমাকে একেবারে অবাক করে দিচ্ছ।

টনি একটু থেমে বলল, চার্লসের এই বন্ধু রিকনীলেকে আমরা সন্দেহের ঊর্ধ্বে নিশ্চয়ই রাখতে পারি না।

ব্রাড বলল, অবশ্যই না।

তাহলে আমার মনে হয় সেন্ট্রাল পার্কে সেদিন যে দুজন ছিল তার একজন রিক নীলে হওয়া। অসম্ভব নয়।

ব্রাড ভেতরে ভেতরে খুব উত্তেজিত বোধ করছিল। বলল, তুমি ওলেগকে তো আইডেন্টিফাই করেছ। কিন্তু আরেকজন ব্যক্তি যে এই রিক নীলে তা আইডেন্টিফাই হবে কী করে?

টনি বলল, জর্জেস। ও বেশ কিছুদিন ইস্ট জার্মানীতে ছিল। ওর ইনফরমেশন অনুযায়ী ওয়াশিংটনে কেজিবির যে এজেন্ট কাজ করছে তার কোড নাম হল অ্যালেক্সি।

ব্রাড বলল, সত্যি আমার শুনতে শুনতে মনে হচ্ছে এ কোন মনের মত করে বানানো গল্প।

টনি বলল, আমি আমার নোক লাগিয়ে দিয়েছি এই দেখার জন্য যে অ্যালেক্সি আর রিক নীলে একই লোক কিনা। এই একটা কাজ আমার বাকি।

ব্রাড বলল, টনি তোমার কর্মকুশলতা ও বিচক্ষণতা সম্বন্ধে আমার গর্ব হয়। এবার মনে হয় আমরা এই ন্যাটো মেমোরেন্ডাম ফাসের একটা কিনারা করতে পারব। এটাই হবে আমাদের শ্রেষ্ঠ কাজ। তার আগে একবার চার্লসকে ভালো করে বাজিয়ে নিতে হবে।

টনি বলল, হ্যাঁ, সেইজন্য আমরা একবার শ্যানডন হাউসে যাবো। তা তোমার এখন কোন কাজ নেই তো?

ব্রাড বলল, না! তেমন কোন কাজ হাতে নেই। তোমার সঙ্গে যাওয়াটা যদি জরুরী মনে করো তো, আমার তোমার সঙ্গে যেতে এখন কোন অসুবিধা নেই।

টনি বলল, হ্যাঁ গেলে ভালো হয়।

ওকে–চলো।

.

শ্যানডন হাউসের লোহার দরজা যেন বর্ম পরা কোন সেপাই। দরজা সূর্যের আলোয় চকচক করছে। দরজায় সঙ্গীনধারী সেপাই।

একটি শান্ত, নির্জন প্রকৃতির কোলে পাহাড় ঘেরা অ্যাপলেটন ভিলার পাশে শ্যানডন হাউসের এই শ্বেত শুভ্র দুর্গের মত বিশাল চেহারা দেখে ব্রাড জিলন বলে উঠল...টনি দেখো, ঠিক যেন স্বর্গোদ্যান! তাই না! টনির এখন প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করার মত অবস্থা ছিল না।

গাড়ি শ্যানডন হাউসের সামনে এসে দাঁড়াতেই পাহারারত সেপাই ছুটে এলো। ব্রাড নিজেকে। স্পেশাল ব্রাঞ্চের কর্মকর্তারূপে পরিচয় দিল এবং প্রমাণ স্বরূপ কার্ড দেখালো।

ব্রাড সেপাইকে জিজ্ঞাসা করল, এখন সিকিউরিটি অফিসার কে?

সেপাই বলল, ম্যাকলেহোস স্যার।

ব্রাড বলল, তাকে খুব তাড়াতাড়ি ডেকে পাঠান।

এখুনি ডেকে আনছি স্যার, বলে সে ভেতরে চলে গেল।

এদিকে টনি ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। জিন প্যারাকিনি রিক নীলের উপর ঠিকমত নজর রাখতে পারছে তো? বিল আর নিকোলে চার্লসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করায় সফল হয়েছে তো? রিক নীলে গতরাতে বেড়িয়ে কোথায় গেছিল? কার সঙ্গে দেখা করতে গেছিল? আর একদিন মাত্র সময় আছে ব্রাসেলসে বৈঠক বসতে। মেমোরেন্ডাম কী

মস্কোর আয়রন সেফে নিরাপদে পৌঁছে গেছে? টনির মাথায় নানা চিন্তা ঘোরাফেরা করছে।

ম্যাকলেহোস ছুটতে ছুটতে এসেবলল, আসুন স্যার আসুন। নিরাপত্তাকর্মীদের ইন-চার্জ হবার মত চেহারা ম্যাকলেহোসের নয়। একটু নাদুস নুদুস চেহারা।

ম্যাকলেহোস ভেবেছিল ব্রাড জিলন একাই এসেছে। তার পাশে টনিকে দেখে এক অজানা ভয়ে সে শিউরে উঠল। ব্রাড তা বুঝতে না পারলেও টনির চোখে সেটা ধরা পড়েছে। টনি নিজেও বুঝে উঠতে পারছে না-তার এই ভয়ের কারণ! ম্যাকলেহোস যেদিন ডিউটিতে ছিল সেদিন ন্যাটোর মেমোরেন্ডাম হাত বদল হয়েছে। তাহলে কী ম্যাকলেহোস এর সঙ্গে জড়িত। কিন্তু তাই বা কী করে হবে? পুলিশের রিপোর্ট অনুযায়ী ম্যাকহোেসকে সন্দেহ করার কোন যুক্তি নেই।

ম্যাকলেহোস ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। টনিকেও বলল, আসুন স্যার আসুন। টনি ও ব্রাড গাড়ি থেকে নেমে পড়ল।

ম্যাকলেহোস প্রহরীকে দরজা খুলে দিতে বলল। দুপাশে পাম গাছ আর মাঝে বাঁধানো রাস্তা। আধুনিক হাল ফ্যাশনের বাড়িগুলো দেখলে প্রাচীন রোমের স্মৃতিকে মনে করিয়ে দেয়।

ব্রাড চারিদিক দেখতে দেখতে অভিভূত হয়ে গেল। বলল, অপূর্ব!

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

কিছুদূর যাবার পর একটি প্রহরী ঘেরা বাড়ি দেখিয়ে ম্যাকলেহোস বলল, এখানেই সব কম্পিউটর মেশিন আছে। এখানে বিশেষজ্ঞরা কাজ করে থাকে। আপনারা ভিতরে যাবেন না কী?

টনি বলল, না না, আমরা সমস্তটা একটু ঘুরে দেখবো।

ম্যাকলেহোস বলল, তাহলে চলুন। কিছুদূর এগিয়ে একটা প্রাসাদের মত বাড়ি দেখিয়ে বলল এইখানে সাইমন শ্যানডন সাহেব থাকতেন। এখন এখানে বিশিষ্ট অতিথিদের থাকতে দেওয়া হয়। তা কেমন লাগছে আপনাদের?

টনি বলল, অতুলনীয়। টনির দৃষ্টি তখন শান বাঁধানো বড় দীঘির চারিদিকে অনেক লোক কাজ করছে সেদিকে।

ম্যাকলেহোস বলল, এই বাড়িগুলোর পিছনে একটাবড় হ্রদ আছে। সেখান থেকে এই দীঘিতে জল আসে। পাম্প করে জল বের করে দেওয়া হয়েছে। ওই দীঘির নীচ দিয়ে সব বৈদ্যুতিক তার গেছে। সেখানে বোধহয় কোন গণ্ডগোল হয়েছে তাই কনট্রাক্টররা কাজ করছে। আর ঐ যে বিরাট সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে ওখানে কনফারেন্স হবে।

ব্রাড টনিকে জিজ্ঞাসা করল, আমরা কোনদিকে যাবো?

টনি বলল, আমরা একটু চার্লস কেলসোরসঙ্গে দেখা করতে চাই। তার কোয়ার্টার কোন দিকে?

ম্যাকলেহোস বলল, আমি আজ ওকে দেখিনি। শুনেছি ডিরেক্টরের সঙ্গে লাঞ্চ সেরে তার সঙ্গে বাইরে যাবে। ওই পাহাড়ের দিকে তার কোয়ার্টার।

হঠাৎ দীঘির দিক থেকে একসঙ্গে অনেক লোকের চিৎকার ভেসে এলো। সবাইকে সেইদিকে ছুটে যেতে দেখা গেল।

ম্যাকলেহোস প্রায় লাফিয়ে উঠে, এক্সকিউজ মী বলে, সেইদিকে ছুটে গেল।

টনি ও ব্রাড কখন সেইদিকে হাঁটতে শুরু করেছে তা নিজেরাও টের পায়নি।

এদিকে টনি বিল ও নিকোলে কে দেখতে না পেয়ে অস্থির হচ্ছিল।

দীঘির কাছাকাছি যেতে তারা দেখলো সব লোক জলের দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে।

তারা দেখলে দীঘিতে জলকমিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভিতরে বৈদ্যুতিক তারগুলো সাপের মত জড়িয়ে আছে। ওপাশে যেখানে জল খুব কম সেখানে একজন ভাসছে। মুখ দেখা যাচ্ছে না,কারণ মুখ জলের দিকে। টুইড জ্যাকেট পরা। দু-হাত দু-পাশে ছড়ানো।

ব্রাড আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল, এ কে?

ভয়ে ম্যাকলেহোসের কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল। বলল, আমি সবাইকে সাবধান করে দিয়েছিলাম কেউ যেন ওদিকেনা যায়। মেন সুইচ অফ থাকলেও কনট্রাকটরদের মাঝে মধ্যেই বিদ্যুৎ চালিয়ে নিতে হচ্ছিল।

টনি কঠোর দৃষ্টিতে ম্যাকলেহোসকে দেখছিল। ম্যাকলেহোস থতমত খেয়ে থেমে গেল। টনির চোখ মুখ আরও কঠিন হয়ে গেল।

ব্রাড আবার জিজ্ঞাসা করল, ও কে?

ম্যাকলেহোস বলল, আমার মনে হচ্ছে মিঃ কেলসো।

ব্রাড চকিতে ম্যাকলেহোসের দিকে ফিরে বলল, মানে চার্লস কেলসো!

ম্যাকলেহোস মৃদু মাথা নাড়লো।

টনির মুখ কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে গেল। বলল, তাহলে আপনি এতক্ষণ আমাদের বোকা বানিয়েছিলেন। মিথ্যে বলেছিলেন, তাই না?

ম্যাকলেহোস রীতিমত ভয় পেয়ে বলল, কেন স্যার?

টনি বলল, আপনি বলেছিলেন চার্লস কেলসো বাইরে গেছে, তাহলে ও এখানে এলো কী করে? প্লীজ মিঃ ম্যাকলেহোস আপনি সোজা কথা বলুন। কোনরকম কিছু ঢাকার চেষ্টা করবেন না। তাহলে আপনি ভীষণ বিপদে পড়বেন

ম্যাকলেহোস ভীষণ ভয় পেয়ে বলল, দেখুন স্যার, আমি সাধারণতঃ বাইরের নিরাপত্তা দেখি। ভিতরের নয়।

টনি বলল, তাহলে ভিতরের নিরাপত্তা কে দেখে?

ম্যাকলেহোস আমতা আমতা করে বলল, ভিতরে চারদিকেই তো প্রহরা। তাই...

টনি ও ব্রাড নিজেদের মধ্যে কিছু আলোচনা করে নিল। তারপর ম্যাকলেহোসকে টনি জিজ্ঞাসা করল, চার্লস দীঘিতে নামতে গেল কেন?

ম্যাকলেহোস বলল, হয়তো তিনি কাজের তদারকি করতে এসেছেন। কোন কারণে বৈদ্যুতিক তারের সঙ্গে জড়িয়ে যান।

টনি বলল, আমরা একটু মেইন সুইচটা পরীক্ষা করে দেখতে চাই। কোন্ দিকে সেইটা?

ম্যাকলেহোস বলল, মেইন বিল্ডিং-এ। আসুন আমি নিয়ে যাচ্ছি।

টনি বলল, আমি একাই দেখে নিতে পারবো। পুলিশে ফোনও আমি করছি। আপনি মৃতদেহ তোলার ব্যবস্থা করুন।

.

১৪.

অ্যাপলেটন প্রিসিঙ্কট-এর ফার্স্ট অফিসার ব্রাড জিলনকে একটা স্যালুট করে বিদায় জানালো। বলল, আমাদের দিক থেকে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আর আপনার কথামত ম্যাকলেহোসকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

ব্রাড সেডানে চেপে একেবারে ফেটে পড়ল, টনি আমরা এভাবেশয়তান গুলোকে ছেড়ে দিতে পারি না। তারা এইভাবে একের পর এক মানুষ মারবে! আমি ভেবে পাচ্ছি না, টমকে কিভাবে সান্ত্বনা দেব

টনি বলল, ওরা একের পর এক সাক্ষীকে মেরে ফেলছে। চার্লস আমাদের শেষ ভরসা ছিল।

টনি ও ব্রাড দুজনেই চিন্তাক্লিস্ট।অ্যাপলেটন থেকে নিউইয়র্কের দিকে সেডান ছুটে চলেছে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর উনি বলল, ব্রাড, আমি যে মেইন সুইচ দেখতে চেয়েছিলাম সেটা আমার আসল উদ্দেশ্য ছিল না।

ব্রাড বলল, তাহলে?

আমি আসলে ম্যাকলেহোসের অফিস ঘরটা দেখতে গেছিলাম। ওই লোকটাকে আমার প্রথম থেকেই সন্দেহ হচ্ছিল। পুলিশ জেরা করে হয়তো আরো অনেক কথা বার করতে পারবে। আমি যা দেখেছি সেই সম্বন্ধে পরে পুলিশকে জানাবো।তারআগে আমার লোকজনকে খুঁজে বের করতে হবে। ওরা হয়তো রিক নীলের পিছনে ছায়ার মত ধাওয়া করছে।

ব্রাড বলল, কিন্তু টনি তুমি ম্যাকলেহেঁসের অফিস ঘরে কি এমন দেখলে যা সন্দেহজনক?

টনি বলল, একটা বিছানা। যা অফিস ঘরে কখনোই শোভা পায় না।

ব্রাড বলল, কী বল? অফিস ঘরে বিছানা!

টনি বলল, এটাই আশ্চর্য, মনে হয় এই ঘরেই কাজ হয়েছে।

ব্রাড বলল, তাহলে তুমি এখনি পুলিশকে সব জানিয়ে ওকে অ্যারেস্ট করলে না কেন? ওকে শুধু জিজ্ঞাসাবাদ করতে বললে, আর বেশী হৈ চৈ না হয় তা দেখতে বললে।

টনি বলল, আমি আসল শয়তানকে ধরতে চাইছি।

ম্যারিয়েটকে যারা খুন করেছে, তারাই চালসকে খুন করেছে। টনি বলল,ব্রাড তুমি লক্ষ্যকরেছ চার্লসের দেহে আপাতদৃষ্টিতে কোন ক্ষত চিহ্ন নেই। ম্যারিয়েটের দেহেও ছিল না। সবই একই পদ্ধতিতে হয়েছে।

ব্রাড জানতে চাইল। পদ্ধতিটা কি?

টনি বলল, ইঞ্জেকশন। আর এই কাজটা হয়েছে ম্যাকলেহোসের ঘরে। এই কাজে এক্সপার্ট একজন, বরিস গেরস্কি।

ব্রাড উত্তেজিত হয়ে বলল, এখানেও সেই গেরস্কি!তাহলে সে ম্যাকলেহোসকে হাত করেছে।

টনি বলল, হ্যাঁ এটাই জানতে হবে ম্যাকলেহোস কিভাবে এর মধ্যে জড়িয়ে পড়ল।

ব্রাড বলল, তাহলে বলতে হবে এখন শ্যানডন হাউসে নিরাপত্তা বলতে কিছু নেই।

টনি উত্তেজিত হয়ে পড়ল, যাই হোক আর এভাবে চলছেনা, এভাবে তাদের আর ছেড়ে দেওয়া চলবে না। দরকার হলে ওলেগ আর অ্যালেক্সি যেই হোক বিনা প্রমাণে তাদের অ্যারেস্ট করতে। হবে। ব্রাড একটু চিন্তিত ভাবে বলল, কিন্তু টনি, তুমি ওদের পাচ্ছো কোথায়?

টনি বলল, না আমার লোকজন সর্বদা ওদের চোখে চোখে রাখছে। কেবলমাত্র হাতে প্রমাণ, পাচ্ছি না বলে ওদের এখনও ছেড়ে রেখেছি।

পেন্টাগনের বাড়ির সামনে সেডান আসতেই একজন লোক ছুটতে ছুটতে এসে টনিকে বলল, একজন জর্জেস নামে লোক আপনাকে ফোনে চাইছিল। আমি তার ফোন নাম্বার চাইতে সে বলল প্রয়োজন নেই আপনাকে বললেই আপনি সব বুঝতে পারবেন।

টনি প্রায় ছুটতে ছুটতে অফিস ঘরে চলে গেল। হাতের সামনে যে ফোন পেল সেটাই তুলে নিয়ে নির্দিষ্ট নাম্বারে ডায়াল করল। ওপাশ থেকে জর্জেসের কণ্ঠস্বর আসতেই টনি রাগে ফেটে পড়ল। তোমরা সব মরে গেছিলে নাকি? জিন কী হাওয়া লাগাতে বেড়িয়েছে। নিকোলে কী করছিল? ব অপদার্থ, ননসেন্স।

ওপাশ থেকে জর্জেস চুপচাপ সব শুনে বলল, আমি আপনার রাগের কারণ বুঝতে পারছি স্যার। কিন্তু আমাদেরও কিছু বলার ছিল।

টনি সেই উত্তেজিত ভাবেই বলল, তা চুপ করে আছ কেন? বল কী বলার আছে?

জর্জেস বলল, বিল আর নিকোলে আপনার কথা মতই চার্লসের সঙ্গে দেখা করেছিল। চার্লসের ঘরে যখন তারাবসেকথা আরম্ভ করতে যাচ্ছে এমন সময় ফোন বেজে ওঠে। ফোন তুলেই তারপর চার্লস ক্ষিপ্র বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বিল তাকে অনুসরণ করে দেখে। চার্লস ম্যাকলেহোসের অফিস ঘরের দিকে ছুটে চলে গেল। তারপর চার্লস বেপাত্তা হয়ে যায়। তারা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে চলে আসে।

আর জিন রিকনীলের পিছনে ফলো করে। রিক শ্যানডন হাউসের দিকেই আসছিল। তারপর হঠাৎ নিজের গাড়িতে উঠে টাউনের দিকে রওনা হয়। জিনও ওকে ফলো করতে থাকে।

টনি বলল, ম্যাকলেহোস, ওই শয়তানের পক্ষে। আর জিন এখন কোথায়?

জর্জেস ফিসফিস করে বলল, আমার মনে হয় স্যার ওদের আরো কিছু মতলব আছে।

টনি চেঁচিয়ে উঠল, সব ভণ্ডুল করতে হবে। এখন তুমি কোন্ মতলব এর কথা বলছ?

জর্জেস বলল, চার্লস কেলসোর খবর তো আপনি জানেন স্যার। পুলিশ টম কেলসোকেও ডেকে পাঠিয়েছে।

উনি বলল, ওহ পুলিশ তাহলেটমকে খবরটা জানিয়েছে। যা ভালোই হল, আমরা ভাবছিলাম কীভাবে টমকে এই খবরটা জানাবো! ভেরি স্যাড়।

জর্জেস জানালো, চার্লসের কোয়ার্টারে যে সব জিনিস পত্র ছিল তা টমের ওখানে পুলিস পাঠিয়ে দিয়েছে শুনলাম।

উনি বলল, জিন এখন কোথায়?

জর্জেস বলল, ওর খবর এখনো পাইনি। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই পেয়ে যাবে। স্যার, একটু ধরুন ওঘরে ফোন বাজছে। আপনি লাইন ছাড়বেন না আমি দেখে আসছি।

ব্রাড টনির পাশেই ছিল, বলল এবার মনে হয় আমাদের হোলজাইমারের দিকে নজর দেওয়া দরকার। ন্যাটোর মেমোরেন্ডাম সংক্রান্ত ব্যাপারের ওই এখন একমাত্র জীবিত ব্যক্তি।

টনি বলল, হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছ। আজই এফ বি আই-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে ওকে অন্যত্র সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করো।

এদিকে ফোনে আবার জর্জেসের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, হ্যালো স্যার, সেন্ট্রাল পার্কে যেখানে কোনোভের ঘটনা ঘটেছিল সেখানে রিক এবং গেরস্কি নামের যে দুজনের কথা বলেছিলেন, হতে পারে সেই লোকটি এবং সঙ্গে একটি মেয়ে।

টনি উত্তেজনায় কেঁপেউঠল, জর্জেস তুমি লোজন নিয়ে তৈরী থাকো। আমার মনে হচ্ছে, যতদূর সম্ভব ঐ মেয়েটি কেটি কোলিয়ার। আমি তোমার ওখানে যাচ্ছি, জিনকে জানিয়ে দাও ও যেন ওখানেই থাকে, আমরা গিয়ে পৌঁছচ্ছি। এবার আমাদের সুযোগ এসেছে।

টনি নিজের হাত ঘড়িটা দেখে নিল, ব্রাডকে বলল, এখন সাড়ে আটটা বাজে আমি বেরিয়ে পড়ছি। তুমি এখানেই থাকো আমার ফোনের জন্য অপেক্ষা করবে। হোলজাইমারের ব্যবস্থা করবে।

অফিস ঘরের ফোন

১৫.

ব্রাডের অফিস ঘরের ফোনটা বেজে উঠল। রিসিভার তুলে ব্রাড বলল, হ্যালো, ইয়েস, ব্রাড বলছি–কে? ও টম?

টমের কণ্ঠস্বর বন্ধ হয়ে আসছে, বলল, ব্রাড আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

ব্রাড বলল, বন্ধু নিজেকে সামলাও, তোমার কষ্ট বুঝতে পারছি। আমিও ভীষণ মর্মাহত। তোমাকে সমবেদনা জানাবার সাহসটুকুও আমি জোগাড় করতে পারছিলাম না।

টনি জিজ্ঞাসা করল, চার্লসের খবরটা তুমি কোথা থেকে পেলে?

ব্রাড বলল, আমি আর টনি এই কিছুক্ষণ আগে শ্যানডন হাউস থেকে ফিরলাম। গেছিলাম চার্লসের সঙ্গে কিছু কথা বলব বলে। কিন্তু গিয়ে এমন একটা ঘটনা দেখবো ভাবিনি।

আচ্ছা চার্লসের কীভাবে মৃত্যু হোল তোমরা কী দেখেছ? টম জানতে চাইল।

ব্রাড বলল, আমরা কেন, কেউই দেখেনি।

টম বলল, ব্রাড দয়া করে আমায় একটু খুলে বল, সত্যি কী ঘটেছে।

ব্রাড জিজ্ঞাসা করল, তুমি কোথা থেকে ফোন করছ?

টম বলল, পুলিশ হাউস থেকে। ওরা সঠিক করে কিছুই বলতে পারছেনা। তোমরা শ্যানডন হাউসে গেছিলে শুনে তোমার কাছে জানতে চাইছি। বুঝতেই পারছ আমাদের অবস্থাটা। ডরোথি একদম ভেঙ্গে পড়েছে।

ব্রাড একটু চিন্তা করে নিল, তারপর সমস্ত ঘটনা, শ্যানডন হাউসের কথা, কেবল ফল্ট এর কথা, এবং দীঘিতে চার্লসের মৃতদেহের কথা একে একে সব বলল।

টম উত্তেজিত ভাবে বলল, ওই রিকনীলের হাত সর্বত্র, ওর কিছুকরা দরকার। কে ওর ব্যবস্থা করবে?

ব্রাড বলল, আমরা ওর ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি।

টম চাপা গর্জন করে উঠল, কবে? কী ভাবে? ন্যাটো মেমোরেন্ডাম ফাঁস হয়ে আজ অনেকগুলো মাস কেটে গেল। কত জন মারা গেল। তোমরা তার কিছু করতে পারলে না।

ব্রাড বুঝতে পারল টমের অবস্থাটা। ও অবুঝ হয়ে উঠেছে। ব্রাড বলল, দেখো অফিসিয়াল অ্যাকশন নেবার মত যথেষ্ট সাক্ষী–সাবুদ আমাদের হাতে ছিল না। এখন যে সব ঘটনা ঘটছে তাতে আশা করছি রিক নীলের বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণ হাতে পাবো।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

ব্রাড বলল, যাই হোক ফোনে সব কথা বলা যাচ্ছে না। আর এই সম্পর্কে বেশী আলোচনা না করাই শ্রেয়।

টম বলল, আমি কালই শ্যানডন হাউসে একবার যাবো। দেখি একজন রিপোর্টারের চোখে আর কিছু ধরা পড়ে নাকি। আমি ওই স্কাউলেগুলোকে কিছুতেই ছাড়বোনা, যারা আমার ভাইকে খুন করেছে।

ব্রাড বলল, না আমি তোমাকে বাধা দেবনা। একজন সাংবাদিক হিসাবে তোমার যেখানে ইচ্ছে সেখানে যাবার অধিকার আছে। তবে তোমায় অনুরোধ করছি এমন কিছু করোনা যাতে সব ভণ্ডুল হয়ে যায়।

টম বলল, জানো ব্রাড আমার নিজেকেই অপরাধী মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে চার্লসের মৃত্যুতে আমারও হাত আছে। কেন আমি ওকে জোর করে আমার কাছে নিয়ে আসলাম না, কেন?

কথাগুলো বলতে বলতে টম ভেঙ্গে পড়ল।

ব্রাড কোন কথা বলতে পারলো না। সে একেবারে নীরব হয়ে গেল।

পুলিশ হাউস থেকে বেরিয়ে লন দিয়ে যেতে যেতে টম অনেক কথাই চিন্তা করছিল। পাশেই টমের ফিয়াটটা পার্ক করা আছে।

তখন রাত দশটা। টম ওভার কোটটা গায় টেনে নিল। টুপিটা আরও একটু নামিয়ে নিল।

রাস্তায় লোক চলাচল কমে গেলেও গাড়ি যাতায়াত কমেনি। অল্প অল্প কুয়াশা চারিদিকে, অন্ধকার পরিবেশ।

গাড়ির দরজা খুলে ঢুকতে গিয়ে ওপাশের দরজার পিছনে একটা কালো রঙের সাইট্রোন কার দেখতে পেল। আর ঐ গাড়ির পিছনে যে ছায়ামূর্তি নিশ্চল হয়ে ওর গাড়ির দিকেই তাকিয়ে আছে তার চেহারার আকৃতি দেখে টমের বুঝতে বাকি রইল না ও রিক নীলে ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। কিন্তু ও এখানে কী করছে? নিশ্চয়ই ওকে ফলো করছে।

চমক কাটতেই টম ঘৃণায়–ক্রোধে জ্বলতে লাগল। ওহ যদি হাতে একটা পিস্তল থাকত, তাহলে ওই শয়তানটাকে এখনই শেষ করে দিতাম। চার্লসের কথা মনে পড়তেই টম চঞ্চল হয়ে উঠল। না! কিছু একটা করতেই হবে।পিস্তল না থাক। দুটো হাত তত আছে। তা দিয়ে যদি ওর কণ্ঠনালীটা চেপে ধরা যেত। টমের মনের মধ্যে জেগে ওঠে আত্মপ্রত্যয়। টম ছুটে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হল, কিন্তু ওরা মনে হয় সব কিছু বুঝতে পারে।টম গাড়ি ছেড়ে নড়ার আগেই রিকসাইট্রোন–এর ভেতর ঢুকে গেল আর মুহূর্তে চোখের সামনে দিয়ে শহরের দিকে মিলিয়ে গেল।

.

অনেক রাত হয়েছে। সেন্ট্রাল পার্ক এখন জনশূন্য। যে সব গাছের তলায় বিকেল বেলা প্রকৃতি বিলাসী মানুষেরা প্রকৃতিকে উপভোগ করতে আসে এখন সেখানে ছায়া কালো নিস্তব্ধ অন্ধকার। এখন সেখানে যত শয়তানদের আড্ডা যদিও প্রহরী আছে তা সত্ত্বেও।

দ্রুত গতিতে টনি গাড়ি চালিয়ে আসছিল। ওর চোখ মুখ, মাংসপেশীগুলো শক্ত হয়ে গেছিল। আজ ওর মুক্তিযুদ্ধের শেষ লড়াই। ফ্রান্স, অটোয়া ও জেনেভাতেও এর থেকে অনেক শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। আজ কী ও হেরে যাবে? সমস্ত ব্রাসেলস ওর দিকে চেয়ে আছে। টনি মনে মনে ছক কষে নিচ্ছিল। টনি জানে ওদের কাছ থেকে এখনই কোন কথা বার করা যাবে না। ওরা ভেঙে যাবার পাত্র কিন্তু মচকাবার নয়। তবে ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন কে দিয়ে কেটি কোলিয়ার সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিতে হবে। তা না করে আবার ব্রাডকে দিয়ে কেটির ফোন কলগুলোর সন্ধান নিলেও হয়। প্রতি সপ্তাহে সে কতবার কোথায় ফোন করেছে, ওর ঘর থেকে কে কোথায় ফোন করেছে, ওর কাছে কটা ফোন এসেছে, হ্যাঁ এইটাই সহজ হবে।

টনির মনে একটু সংশয় দেখা দিল। আচ্ছা আমি যাদের কাজে লাগিয়েছি তারা কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করছে না তো? বিল, নিকোলে, জর্জেস, ব্রিজেট, বারনারড...

সবার কথা একে একে ভাবলো। টনি কাউকেই বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করতে পারছে না। কারণ এখন যা পরিস্থিতি চলছে তাতে সব কিছুই সম্ভব। তবে বিল নিকোলে এদের বিশ্বাস যোগ্যতা সন্দেহাতীত। জর্জেস মোস্ট ফেইথফুল হ্যান্ড। আর জিন একটু কুঁড়ে হলেও রিককে সে ছায়ার মত অনুসরণ করে চলেছে। আর জেরার্ড যেভাবে জেনেভা থেকে খবর পাঠাচ্ছে তাতে তাকে সন্দেহের বাইরে রাখতে হয়। গেরস্কির যে ফাইল

ন্যাটোর ইনটেলিজেন্স দপ্তরে আছে তার বহু রিপোর্ট জেরার্ড যেভাবে পাঠিয়ে চলেছে তাতে বোঝা যায় তার ভিতরে বিশ্বাস ভঙ্গের চিহ্নমাত্র নেই।

এই তো কদিন আগে জর্জেস বলল, স্যার আমরা জেনেভা থেকে জেরার্ডের রিপোর্ট পেয়ে গেছি।

টনি জিজ্ঞাসা করেছিল ব্রাসেলসে সব ঠিক আছে?

জর্জেস জানিয়ে ছিল, চিন্তা করবেন না স্যার আপনার চিঠি জেরার্ড ঠিকমত পৌঁছে দিয়েছে।

টনি জানতে চেয়েছিল, জেরার্ড কি বলছে?

স্যার গেরস্কি সম্বন্ধে আমাদের যা ধারণা ছিল ও তার থেকে আরো বেশি সাংঘাতিক। জেরার্ডের রিপোর্ট আমি আপনাকে না জানিয়ে আমাদের ডিপার্টমেন্ট ভি একজিকিউটিভ অ্যাকশন ব্রাঞ্চে পাঠিয়ে দিয়েছি। আশা করি আপনি ক্ষুণ্ণ হবেন না।

টনি হেসে বলেছিল, না না, আরো কিছু পাঠিয়েছ?

হ্যাঁ, স্যার জেরার্ড বলেছিল, গেরস্কির ফাইল নাম্বার।

টনি জিজ্ঞাসা করেছিল, আচ্ছা জেরার্ড কী তোমার মতই অত্যুৎসাহী?

জর্জেস বলেছিল, আরো বেশী।

কেন? কারণ কী?

জেরার্ড সোভিয়েতের ডিসইনফরমেশন ব্রাঞ্চ থেকে একজন লোককে এখানে ভাগিয়ে নিয়ে এসেছিল। সোভিয়েত কোড ভাষাগুলো আয়ত্ত করার জন্য। কিন্তু গেরস্কি খুবই চালাক। সে বাবুর্চির সঙ্গে জেরার্ডের কিচেনে ঢুকে পড়ে তাকে তো মারলেই তার সঙ্গে আরও দুজনকে। ফুড পয়জনিং

টনি ভাবল, না! সেন্ট্রাল পার্ক প্রায় কাছাকাছি এসে গেল। আর এসব আবোল তাবোল কথা চিন্তা করবে না।

টনি গাড়ির সামনে হঠাৎ একটা ছায়া দেখতে পেয়ে ব্রেক কষল। জর্জেস!টনি জিজ্ঞাসা করল, তুমি অমন হাঁপাচ্ছ কেন? তোমায় অমন দেখাচ্ছে কেন?

জর্জেস বলল, স্যার, ভীষণ বিপদ হয়ে গেছে। আমরা বোকা বনে গেছি। আর প্যারাসিনি...

টনি ভাবল তাহলে তার অনুমান ভুল। প্যারাসিনি বিশ্বাসঘাতকতা করল... জর্জেস তুমি সব কিছু ভালো করে খুলে বল।

জর্জেস বলল, স্যার প্যারাসিনিকে খুন করা হয়েছে।

টনি রীতিমত শিউরে উঠল, বল কী?

টনি নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে বলল, ঘটনাটা কী করে ঘটল?

জর্জেস বলল, কোন শব্দ নেই, হৈ-হুল্লোড় নেই। সব কিছুই ঠিকমত হচ্ছিল। আমি গেরস্কি আর রিককে সেন্ট্রাল পার্কের গেটের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আপনাকে ফোন করতে যাই। প্যারাসিনি পার্কের ভিতরে কোন এক জায়গায় লুকিয়ে ওদের ফলো করছিল।

আমি ফোন করে এসে দেখি গেরস্কি আর রিক সেখানে নেই। প্যারাসিনিকেও দেখতে পেলাম না, ভাবলাম প্যারাসিনি হয়তো ওদের পিছু নিয়েছে। তারপর কিছুক্ষণ বাদে সেন্ট্রাল পার্কের ভিতর যাই, দেখি প্যারাসিনি পড়ে আছে, ওকে খুন করা হয়েছে।

টনি জিজ্ঞাসা করল, কোন আঘাতের চিহ্ন আছে?

না স্যার, কোন আঘাতের চিহ্ন নেই। মনে হচ্ছে হার্টফেলিওর কেস।

টনি আপন মনেই বিড়বিড় করতে লাগল। গেরস্কির সেই একই কার্যপ্রণালী। গেরস্কি যেভাবে বুদ্ধির খেলায় টনিকে হারিয়ে দিচ্ছে তাতে এটা হজম করা ওর পক্ষে সহজ হবেনা এটা জর্জেস ভালোই বুঝতে পেরেছিল।

টনি জিজ্ঞাসা করল, বিল আর নিকোলে কোথায়?

বলতে বলতে একটা ছোট স্পোর্টিংকার চালিয়ে বিল আর নিকোলে সেখানে পৌঁছালো।ওদের ভীষণ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল।

টনি বলল, প্যারাসিনির খবর জানো?

বিল বলল, জানি, আমরা ওর অবস্থা দেখে গেছি। একটা সাইট্রোন কার এ চেপে রিক আর গেরস্কি ফিফটি ফোর্থ অ্যাভেনের দিকে যাচ্ছিল। আমরা ওদের ফলো করছিলাম।

টনি চমকে উঠল, ফিফটি ফোর্থ অ্যাভেন্য। ওখানে তো টমের অ্যাপার্টমেন্ট।

টনিচট করে নিজের গাড়ি থেকে পিস্তলটা নিয়ে নিল আর জর্জেসকেবলল, তুমি আর নিকোলে প্যারাসিনির ব্যবস্থা কর।

আর বিল তুমি আমার সঙ্গে চলল। জর্জেস, তোমাদের কাজ হয়ে গেলে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে যাবে। আর আমার ফোনের অপেক্ষা করবে।

.

১৬.

টম কেলসো গাড়িটা বাড়ির লনে দাঁড় করালো। ফিয়াটের দরজা খুলে নিজে নেমে এল। তারপর পিছনের সীট থেকে চার্লসের সুটকেসটা নিল। বাড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখল। সব ঠিক আছে। সে যেমনটি বলেছিল, সেইভাবেই ডরোথি কাজ করেছে।

ডরোথি শুধু দরজা ও জানালার পর্দা দেয়নি। কাঁচের শার্সি এমন কী কাঠের পাল্লা গুলোকেও বদ্ধ করে দিয়েছে। বারান্দায় উঠে দরজা খুলতে গিয়ে বুঝতে পারল টম

দরজা লক করে আবার ভিতর দিয়ে ছিটকিনি তুলে দিয়েছে। যাতে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভেতর ঘরে ঢুকতে পারবে না।

টম দরজায় ঘা দিল, কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। তবে কী ডরোথি দোতলায় ঘুমিয়ে পড়েছে? টম ভাবলো তাহলে বাড়ির পিছনে গিয়ে ছোট পাথরের টুকরো ছুঁড়ে ডাকবে? এমন ছেলেমানুষীকরার আগেটম আবার বেশ কয়েকবার জোরে জোরে দরজায় ঘা দিল।কিছু মুহূর্তের জন্য টম অজানা ভয়ে শঙ্কিত হলো। তারপর ডরোথির গলার শব্দে নিশ্চিন্ত হল।

ডরোথি দরজা খুলতে, মোটামুটি হালকা মেজাজে দোরগোড়ায় ডরোথিকে পেতে টম জড়িয়ে ধরে ওর গালে আলতো চুম্বন করল। বলল, থিয়া তুমি আমার স্বর্গ, স্বপ্ন।

ডরোথির শরীরের ভেজা স্পর্শ পেয়ে টম জিজ্ঞাসা করল তুমি বুঝি বাথরুমে ছিলে?

ডরোথি বলল, হ্যাঁ একটু হট বাথ নিচ্ছিলাম...তোমার গাড়ীর শব্দ শুনেছি। বাথরুম থেকে বেরুতে একটু দেরী হল।

ডরোথি দরজা লক করে ছিটকিনি তুলে দিল।

টম বলল, এমন হাল্কা পোষাক পড়ে আছো কেন? গরম কিছু গায়ে দেওয়া দরকার ছিল।

ডরোথি বলল, অত সময় পাইনি স্যার, ডিনার তৈরীকরলাম, তারপর তোমার যা হুকুম, জানালা বন্ধ কর, দরজা বন্ধ কর, পর্দা দাও বাব্বা!

দোতলায় বেডরুমে গিয়ে টম আবার ডরোথিকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে ডরোথির গলায়, গালে, ঠোঁটে চুমু খেয়ে বলল, আমার এখন মোটেও খিদে নেই। আমায় এখন কিছু কাজ করতে হবে, বুঝলে।

টম বাথরুমের কাজ সেরে, শোবার ঘরে গিয়ে বসল। ডরোথি কিচেনে চলে গেল।

ডরোথি একটা প্লেটে করে ওমলেট নিয়ে এলো। টম ওমলেটের প্লেটটা হাতে নিয়ে বলল, আমরা আবার আগের পরিবেশে আসার চেষ্টা করছি। শুধু...

ডরোথি বুঝতে পারল টমের চার্লসের কথা মনে পড়ছে। কিন্তু ডরোথি নিজেও কী কম কষ্ট পাচ্ছে, টম যাতে ভেঙ্গে না পড়ে তাই সে নিজেকে যতটা সম্ভব সামলে যাচ্ছে।

ডরোথি নিজের জন্যেও ওমলেট নিয়ে এলো। বলল, দরজা জানালা গুলো এভাবে বন্ধ রাখা কী খুবই জরুরী?

টম দরজা জানালা কেন বন্ধ রাখতে চায় সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে বলল, বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা ওগুলো বন্ধই থাক।

ডরোথি ওমলেটের প্লেট নিয়ে টমের পাশে বসে বলল, ব্রাডের সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

টম বলল, ওসি একবার ফোন করেছিলেন। ভদ্রলোক তোমায় খুব স্নেহ করেন। তিনি খুবই চিন্তিত।

ডরোথি উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল, পুলিশ হাউসে কী হল আমায় বল না? চার্লসের হঠাৎ এমন হল কেন?

বলতে গিয়ে টমের গলা ধরে এল, অল্প কথায় কি হয়েছিল বলে দিল, ব্রাডের কথা টনি লটন এর কথা সব একে একে ডরোথিকে বলল।

ডরোথি টেবিল পরিষ্কার করতে করতে বলল, আজ রাতেই তুমি চার্লসের সুটকেসটা খুঁটিয়ে দেখো, তার পর সামান্য রাগের সঙ্গে বলল, ব্রাড, টনি এরা কোন কাজের নয়, হোপলেস! তুমি বললে, তোমায় রিক নীলে ফলো করেছিল! কেন?

টম বলল, মনে হয় চার্লসের এই সুটকেসটার জন্য। আমি নিজে আগে দেখতে চাই এই সুটকেসে চার্লসের কী এমন মূল্যবান জিনিস আছে।

ডরোথি বলল, চলো আমি তোমায় সাহায্য করি।

দুজনে শোবার ঘরে বিছানায় সুটকেসটা নিয়ে বসল, ডরোথি এমন ভাবে সুটকেসটার দিকে তাকিয়ে আছে যেন প্যানডোরার বক্স খুলতে যাচ্ছে। তা থেকে এমন সব জিনিস বের হবে যে তাদের চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে।

টম সুটকেসটা খুললো, তাতে থরে থরে সাজানো আছে চার্লসের জামা–প্যান্ট। সেগুলোর দিকে তাকিয়ে টমের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। টম এমন আস্তে আস্তে জামা প্যান্টগুলোতে হাত বোলাতে লাগল যেন ও চার্লসকেই আদর করছে। ডরোথিরও কান্না পাচ্ছিল। তবু সে জোর করে নিজেকে সামলালো, পাছে টম ভেঙে পড়ে।

টম একে একে জামা–প্যান্টগুলো পাশে সরিয়ে রাখলো, জামা–প্যান্টের নীচ থেকে একটা ডায়েরী আর দুটো খাম পেল।

ডরোথি ধরা গলায় বলল, আমি জামা–প্যান্টগুলো দেখি, তুমি বরং ডায়েরীটা দেখো।

টম ছোট ডায়েরীটা তুলে দু–চারটে পাতা উল্টে দেখে বলল, এটাতে কিছু নেই শুধু কিছু ঠিকানা আর ফোন নম্বর আছে। টম শেষের দিকের একটা পাতায় গিয়ে থামলো, দেখলো তাতে কিছু হিসেব–নিকেশ। চার্লস খুব সংসারী ছিল। রেস্তোরাঁ, থিয়েটারে কত খরচ করেছে তাও পর্যন্ত লেখা আছে।

তারপর কি একটা দেখে টম থেমে গেল, বলল, থিয়া এগুলো পড়তে একটু সময় লাগবে, এর ভাষা একটু অদ্ভুত, সামথিং ইমপরট্যান্ট।

ডরোথি বলল, অদ্ভুত মানে কোড ভাষায়?

টম বলল, না, তুমি তোজানো একটা পোস্টকার্ডে আমরা যতটা লিখতে পারি চার্লস অদ্ভুতভাবে তাতে আরো অনেক কথা লিখতে পারত। অনেকটা সেই ধরনের।

টম বই-এর মধ্যে নিবিষ্ট হল।

ডরোথি চার্লসের জামা-প্যান্টগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। এটা শুধু টমকে সাহায্য করাই নয়, নিজের আড়ষ্টতাকে ঝেড়ে মুছে ফেলা।

ডরোথি একটা একটা করে দেখে পাশে সরিয়ে রাখছিল। একটা ব্লেজারের পকেটে একটা সিল্কের রুমাল পেল। সেই পকেটে আর কিছু না পেয়ে অন্য পকেটে হাত দিতেই একটা কাগজ হাতে ঠেকল। বার করে এনে দেখল একটা এয়ার-মেইল।

সব কিছুতেই এখন তাদের কৌতূহল। ডরোথি চটপট ভাজ খুলে ফেললো। এয়ার-মেইলের ভিতরে অর্ধেকটা টাইপ করা একটা চিঠি। ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারীতারিখ দেওয়া। প্রাপক, পল ক্রান্যজ। ঠিকানা, শ্যাডন হাউস, অ্যাপলেটন হাউস এন জে। চিঠির এক কোণে ছোট করে লেখা আছে কপি টু টম। আর চিঠির একেবারে নীচে সরু পেন্সিলে খুব তাড়াতাড়ি করে লেখা, টম যেহেতু আজ সন্ধ্যায়ই আমি বেড়িয়ে যাচ্ছি এ চিঠিটা আমি তোমায় দিয়ে গেলাম। এ চিঠির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আগে থেকেই কোন কথা বলতে চাই না। তুমি একটু সময় করে এটা পড়ে নিও। আর এ নিয়ে ভাববার মত যেন যথেষ্ট সময় পাও সেজন্যই কোন আলোচনায় এখনই যেতে রাজী নই। এর ওরিজিন্যাল আমি সই করে খাম ঐটে ডাকে পাঠাবার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি। যদি নীলে আমার প্রথম প্রস্তাবে রাজী না হয়, তবে এটা ডাকে পাঠাতে আমি এক মুহূর্ত দেরী, করবনা। আজ সকালে ওর সঙ্গে আমার একচোট ঝগড়া হয়ে গেছে। প্রথমে ও অস্বীকার করছিল। শেষ পর্যন্তও বাধ্য হয় সর্বস্বীকার করতে। যাইহোক, ওকে আমি চব্বিশ ঘন্টা সময় দিয়েছিশ্যাননন এলাকা থেকে ওর কার্যকলাপ সরিয়ে নিতে। যদি ও তা

করে তাহলে ক্রানজ–এর কাছে চিঠি পাঠানোর প্রয়োজন নেই। তখন তুমি এর কপিও নষ্ট করে ফেলবে। কিন্তু ও যদি তা না করে তবে গ্যাতে যাবার আগে তোমার সঙ্গে দেখা করে যাবো। এর মধ্যে যদি তুমি কিছু ভেবে থাকো তা জেনে নিতে পারব।তোমার চার্লস। তারিখ আটাশে ফেব্রুয়ারী।

চিঠিটা কোনরকমে শেষকরে ডরোথি লাফিয়ে উঠল। চার্লসের ব্লেজারের পকেট থেকে একটা নতুন জিনিস পেলাম বোধ হয় ন্যাটো সংক্রান্ত কিছু খবর লেখা, শ্যানডন হাউসের উদ্দেশ্যে চিঠি।

চিঠির বাকী অংশটুকুতে রয়েছে চার্লসের স্বীকারোক্তি। সে কিভাবে শ্যানডন হাউস থেকে ন্যাটো মেমোরেন্ডাম সরিয়েছিল। তারপর রিক নীলের সাহায্যে কিভাবে ওটা হোলজাইমারের হাতে যায়। চিঠির পরিসমাপ্তি ঘটেছে চার্লসের শ্যানডন হাউসে ইস্তফার মধ্য দিয়ে।

চার্লস বলতে চেয়েছে প্রতিটি আমেরিকানের ন্যাটোর মেমোরেন্ডাম–এর যথার্থতা বিচার করার অধিকার আছে। সেই জন্যই সে ন্যাটোর মেমোরেন্ডাম প্রকাশ করার সুযোগ করে দিয়েছে। এর জন্য যদি কোন অপরাধ হয়ে থাকে, তার দায় দায়িত্ব বহন করতে সে প্রস্তুত।

ডায়েরীর থেকে টম দুটো পেপার কাটিং পেল। বলল, জানো চার্লস নিশ্চয়ই জানত রিক ওর সঙ্গে নানা রকম চালাকি করে চলেছে। এই পেপার কাটিংগুলো ওয়াশিংটন পোস্টকাগজের। এর একটা হচ্ছে, এইরকম ক্যাপসন দিয়ে শুরু, এখন এ প্রকাশ করা

চলে। এটা মাত্র গত মঙ্গলবারের কাগজের সংবাদ। এর বিষয়বস্তু হলো খুব সাংঘাতিক। ওয়াশিংটন পোস্টের বিশেষ সংবাদদাতা লিখেছে। গত ডিসেম্বরের তিন তারিখে একটি বিখ্যাত দৈনিকে ন্যাটো মেমোরেন্ডামের যে কপি ছাপা হয়েছিল তার সমস্তটাই এখন সোভিয়েট ইউনিয়নে পাচার হয়ে গেছে। পেন্টাগনের একজন নির্ভরযোগ্য কর্তাব্যক্তি মন্তব্য করেছেন যে এর দ্বারা স্বদেশের কোন মঙ্গল সাধন তো হয়নি বরং আরো বিরাট ক্ষতি করা হয়েছে।

কাগজটা ঠিক করে রেখে টম বলল, থিয়া ভাবতে পারো এটা কত বড় অন্যায় হয়েছে। ব্রাড জিলন ওকে রিক নীলে সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছিল। কিন্তু তখন ও তার কথায় গুরুত্ব দেয়নি। এখন কীহলো, ওয়াশিংটন পোস্টেসব বেড়িয়ে গেল। বুধবার দিনই ও বুঝতে পারল যে ও প্রতারিত হয়েছে। হ্যাঁ রীতিমত প্রতারিত। তখন ও পল ক্রানৎজকে চিঠি লিখতে বসল। আর নীলের সঙ্গে বোঝাপড়ায় বসল। আমি কী বলব ভেবে পাচ্ছি না। ও যে এত বড় বোকা তা জানা ছিল না। চার্লস একবারও বুঝলো না যে সে কত বড় অন্যায় করতে চলেছে। এতে দেশের কত বড় সর্বনাশ হয়ে যাবে। সে তো বাচ্চা নয়। রিক নীলেকে তার আগে চেনা উচিৎ ছিল। চিরকালই সে এরকম না ভেবে কোন কাজ হুট করে করবে আর পরে সেই নিয়ে পস্তাবে।

টম একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, আর কাকে এসব বোঝাবো। সে তো সব কিছু বোঝার উর্ধে চলে গেছে।

ডরোথি টমকে কীভাবে সান্ত্বনা দেবে ভেবে পেল না। ও আস্তে আস্তে চার্লসের জামা প্যান্টগুলো গুছিয়ে রাখতে লাগল। তারপর কিছুক্ষণ বাদে সে আস্তে আস্তে টমকে

জিজ্ঞাসা করল আচ্ছা টাইপ করা চিঠিতে একটা কথা আছে ফাস্ট অলটারনেটিভ, ওটা বলতে চার্লস কী বোঝাতে চেয়েছে?

টম রাগে জ্বলে উঠল।ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছিল। যদি রিক ওর কথানা মেনে নেয়, রাবিশ। আর যদি মেনে নেয় তাহলে সে তো আর এই চিঠি পল ক্রানজকে পাঠাতোনা। এমনকীআমায়ও দিত না। ব্লেজারের পকেট থেকে বার করে ছিঁড়ে ফেলে বন্ধু গর্বে গর্বিত হয়ে রিককে বুকে জড়িয়ে ধরত। সত্যি আমার ধারণা ছিল না এত বোকা কেউ হতে পারে।

তারপর টম আবার পড়ে শোনাতে লাগল ডরোথিকে নীলে যদি আমার প্রথম বিকল্প মেনে না নেয় তাহলে–ঠিক তখনই পাশের ঘরে ফোনটা বেজে উঠল।

টম ডায়েরীর একটা পাত দেখিয়ে বলল, তুমি পড়োতাহলেই সব বুঝতে পারবে। আমি দেখি এখন আবার কে ফোন করল।

ডরোথি খুব তাড়াতাড়ি চোখ বোলাতে লাগলঃ বিকল্প হয় এখানকার সমস্ত রকম কর্মসংস্থা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে অন্যত্র চলে যাবে নতুবা–আমি পল ক্রানঞ্জকে সব কিছু জানিয়ে চিঠি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ডরোথি মনেমনে ভাবল, চার্লস নিশ্চয়ই ভেবেছিল নীলে বন্ধুর কথা শুনে চলে যাবে। সত্যতা স্বীকার করবে। ওকে আর বিব্রত করবেনা। চার্লসকেও আর চাকরি থেকে পদত্যাগকরেঅপমানিত হতে হবেনা। ডরোথি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, ওহ চার্লস সেই যদি চলে গেলে, কেন আগে বুঝলে না? কেন আমাদের কাছে এলে না? টমের

একটা পরামর্শ নিতে পারতে। তোমার জন্য আমরা কত রাত অপেক্ষা করে থেকেছি। তোমার চাকরি গেলে যেত কিন্তু আমরা তো আর তোমাকে চিরকালের জন্য হারাতাম না। ডরোথির চোখ জলে ভরে উঠল।

টমকে আসতে দেখে ডরোথি তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে ফেলল, মিথ্যে হাসির চেষ্টা করল।

টম বলল, ব্রাড ফোন করেছিল। ও জানাতে চাইছিল আমরা কোন রকম নার্ভাস ফিল করছি কিনা। আমি ওকে কিছু সংবাদ দিলাম। আর ওই কেটি বলে মেয়েটার খোঁজ নিতে বললাম। আর জানিয়ে দিলাম রিক যে কোন সময়ে পালিয়ে যেতে পারে। ও একটা বড় শয়তান।

টম ডায়েরীটা রেখে দিল। চিঠিটা ভাজ করে তার মধ্যে রাখল। তারপর সব একসঙ্গে বড় টেবিল ক্লক-এর পিছনে রাখল।

টম ডরোথিকে বলল, তুমি ভীষণ শীতে কাঁপছ। তুমি বরং শুয়ে পরো আমি দেখি টনিকে ফোনে ধরতে পারি কিনা।

ডরোথি বলল, না, আমার এখন শুতে ইচ্ছে করছে না।

টম বলল, তাহলে তুমি গরমের কোন পোষাক গায়ে দাও আমি ফায়ার প্লেসের আগুনটা জ্বেলে দিচ্ছি।

ডরোথির বাইরের ঠাণ্ডায় যত নাশীত করছিল তার থেকে বেশী চিন্তা ভাবনাগুলো ওকে শীতল করে তুলছিল।

টম ফায়ার প্লেসে আগুন ধরিয়ে দুটো গ্লাসে করে ব্রান্ডি নিয়ে এল। সোফার সামনে যে টেবিল তাতে রেখে ডরোথিকে টেনে নিয়ে পাশে বসিয়ে বলল, চিন্তাগুলোকে সব ব্রাড আর টনির জন্য রেখে দাও, লেটস হ্যাভ এ ড্রিঙ্ক। তোমার হাত পা দেখছি ভীষণ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। এসো আমরা একটু উষ্ণ হয়েনি। বলে টম ডরোথিকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরল। তারপর বলল, থিয়া আমি আর ভাবতে পারছি না। তুমি আমায় মাদকতায় ডুবিয়ে দিয়ে সব ভুলিয়ে দাও। ডরোথির নরম গালে মুখ ঘষতে ঘষতে টম লাইটটা অফ করে দিল।

তারা আস্তে আস্তে কামনার আগুনে বিলীন হতে শুরু করল। ডরোথি টমকে দু–হাত দিয়ে নিবিড় করে আকড়ে ধরে টমের লোমশ বুকে মুখ ঘষতে থাকলো। টমের হাত অস্থির হতে শুরু করল। তা ডরোথির সোয়েরের ভিতর দিয়ে নীচে ক্রমশ নীচের দিকে এগোতে লাগল। টমের ঠোঁট ডরোথির নরম ঠোঁটকে টেনে নিল। ঠিক তখনই

একটা ছোট্ট শব্দে দুজনের দেহ আড়ষ্ট হল। চোখ হল পলকহীন। শরীরে কাঁটা দিতে শুরু করল।

টম আস্তে আস্তে নিজের হাত সরিয়ে নিতে নিতে বলল, কীসের শব্দ হোল না? তুমি শুনতে পেয়েছে?

ডরোথি কাঁপতে কাঁপতে বলল, হ্যাঁ।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

ডরোথি টমের বাঁধন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে বলল, নিশ্চয়ই কেউ ঢুকেছে। কিচেনে ওমলেট করে প্যানটা আমি মেঝেতে রেখেছিলাম, অন্ধকারে নিশ্চয়ই কারো পা পড়েছে ওতে।

টম বলল, তাহলে জানালা দিয়ে কেউ এল কী?

টম ডরোথির কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিস ফিস করে বলল, তুমি অন্ধকারেই সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যাও পিছনের দরজা দিয়ে গিয়ে নার্সারী স্কুলের দারোয়ানকে ডেকে বলবে এখুনি পুলিশে একটা ফোন করতে।

ডরোথি বলল, টনিকে নয়?

টনি এখন কোথায় কে বলতে পারে। তুমি আর দেরী করো না। তাড়াতাড়ি যাও।

ডবোথি যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে ঠিক তখনই বসবার ঘর আর শোবার ঘরের মাঝের দরজায় দীর্ঘদেহী পুরুষের ছায়া।

ডরোথি একটা আর্তনাদ করে টমকে জড়িয়ে ধরল।

ছায়াটির গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, চালাকীর চেষ্টাকরোনা। একটু এদিক ওদিক নড়লে আমার লোক তোমাদের গুলি দিয়ে ঝাঁঝরা করে দেবে।

টম কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। ফায়ার প্লেসের আগুন খোঁচানোর লোহার দণ্ডটির দিকে চোখ পড়ল। ওটার একদিক ভয়ঙ্কর সঁচালো। সেটা টমের হাতের কাছেই ছিল।

ওই ছায়া মূর্তিটি পিছন ফিরে বাকী লোকেদের ইশারায় ডাকলো সেই সুযোগে টম লোহার দণ্ডটি হাতে নিয়ে জামার ভেতর লুকিয়ে ফেলল। অবশ্য বুঝতে পারল না এটা কোন কাজে আসবে কিনা।

আরও দুজন লোক এসে দাঁড়ালো,সবার পরনে স্কিকরার পোষাক, মাথার চুল থেকে পা পর্যন্ত সব ঢাকা। শুধু চোখ দুটো খোলা। সবার হাতে পিস্তল ওচানো।

টম বুঝতে পারল একটা আগুন খোঁচানোর দণ্ড নেহাৎ ছেলেমানুষ এদের কাছে। কিন্তু তাই নিয়েই কিছু করা যায় কিনা ভাবতে লাগল টম।

.

১৭.

টম আর ডরোথির কাছে এক এক মিনিট মনে হচ্ছে এক এক যুগ। একটা ভয়াল নির্জনতা বিরাজ করছে তাদের চারিদিকে। অন্ধকারের মধ্যে একদিকে দুটি নারী পুরুষ অন্য দিকে তিনটি ভয়াল মূর্তি। টম ভাবছিল নিশ্চয়ই ডরোথি ডাইনিং-স্পেস এর জানালার শার্সিগুলো আটকাতে ভুলে গেছে। কিন্তু এই প্রশ্ন তোলা এখন বৃথা।

যে দুটো ছায়ামূর্তি দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল তারা টম বা ডরোথিকে দেখছিল না। তারা তাদের অপর সঙ্গীটিকে দেখছিল। সে মনে হয় নিজেকে একটু আড়াল করে রাখতে চাইছিল। টমও ওকে একটু খুঁটিয়ে দেখছিল। লম্বায় ছয় ফুটের মত; টমের মতই। বেশ মোটা সোটা চেহারা। ওজন অনেক বেশী হবে। মুখের ওপর কাপড় থাকায় কণ্ঠস্বর পালটে গেছিল, এ–ই যে ওদের নেতা তা বুঝতে টমের দেরী হল না কারণ বাকী দুজন তার আদেশের অপেক্ষা করছিল।

ওদের যে নেতা সে ফরাসী ভাষায় বাকী দুজনের মধ্যে যে লম্বা তাকে বলল, তুমি নিচের ঘরে গিয়ে কাজ শুরু করে দাও আর অপরজনকে বলল তুমি দোতলাটা দেখ। নিজে লম্বা কোটের পকেট থেকে একটা রিভলবার বার করে টম আর ডরোথির দিকে তাক করে দাঁড়ালো।

ডরোথি টমের কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিস ফিস করে বলল, ওরা নিশ্চয়ই চার্লসের সুটকেসের জন্য এসেছে।

ওদের নেতা বলে উঠল, উঁহু। কোন কথা নয়। তোমার পেছনে ওটা কি লুকিয়ে রেখেছ বার করা শিগগির।

টমের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল।

লোকটা ফরাসী ভাষায় চেঁচিয়ে উঠল, কোন চালাকি করার চেষ্টা করো না। হাতে কি আছে ফেলে দাও নাহলে বোকামির বড় মাশুল দিতে হবে।

টম ডরোথির কানে কানে বলল, ওরা যত বুঝবে আমরা ফরাসী নই তত ওরা খোলা মনে আলোচনা করবে আর আমাদেরও ওদের উদ্দেশ্য বুঝতে সুবিধা হবে।

লোকটা আবার চেঁচিয়ে উঠলো। চোপ! আমাকে বাধ্য করোনা আমার এই রিভার ব্যবহার করতে।

টম ডরোথিকে বলল, এরকম বোকার মত আচরণ করো যেন ওদের কথা কিছুই বুঝতে পারছ না। ডরোথি ধীরে ধীরে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে উঠছিল।

এবার লোকটা ইংরাজীতে বলল, কোন কথা নয় ওটা ফেলে দাও।

টম যেন এতক্ষণে বুঝতে পারল এমন ভাবে হাতের যন্ত্রটা ফেলে দিল। আর লোকটার দৃষ্টি অন্য দিকে ফেরানোর জন্য ডরোথিকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলল, আশা করি তুমি এতে বাধা দেবে না, আমার স্ত্রী মোটেই সুস্থবোধ করছে না।

লোকটা বলল, কথা বলল না, যেখানে যেমন ভাবে আছ থাকো।

যে লোকটা নীচে গেছিল সে ফিরে এসে বলল, নীচের ঘরে কিছুই নেই। এদের কোন চাকর বাকর ও নেই, এরা এই বাড়ীতে একাই থাকে।

ঠিক তখনই টেলিফোন বেজে উঠল, ওদের দলপতি বলল, না তার কাটার প্রয়োজন নেই। তাহলেই সন্দেহ বাড়বে। তখন আশ-পাশের বাড়ীতে ফোন করা শুরু হবে। লোকটা নিজের হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে বলল, বেশী দেরী নয়, চটপট সব কাজ করো।

পাশের ঘর থেকে অন্যজন এক গোছা কাগজ নিয়ে ঢুকলো।

ডরোথি চিৎকার করে উঠল টম তোমার পাণ্ডুলিপি। ওটা ওদের কী কাজে লাগবে?

টম ডরোথির গালে আলতো চুমু খাওয়ার আছিলায় বলল, শোন, এই সুযোগে তুমি ক্লোসেট থেকে চার্লসের সুটকেশটা বার করে নিয়েই বাথরুমে ঢুকে গিয়ে ভিতর থেকে ছিটকিনি তুলে দেবে। টেলিফোনের শব্দে ওদের একান্ত কথাবার্তা ঢাকা পড়ে গেল।

ডরোথি টমের মনের কথা বুঝে আর সময় নষ্ট করল না। টেলিফোনের শব্দের থেকেও জোরে চেঁচিয়ে বলল, শোন, এই পাণ্ডুলিপি তোমাদের কোন কাজে আসবেনা।...তোমরা কী খুঁজছআমায় বল, আমি তোমাদের তা বের করে দিতে পারি। টমের কাছ থেকে সে কয়েক পা এগিয়ে গেল।

টম ডরোথির সাহস দেখে বেশ আনন্দিত হচ্ছিল। টম চেঁচিয়ে বলতে পারছিল না, কিন্তু ও মনে মনে বলছিল, থিয়া, আরো একটু তাড়াতাড়ি কর। ওই নেতা গোছের লোকটা শোবার ঘর তল্লাশি করছে। ও যে টেবিল ক্লকের দিকেই এগোচ্ছে। সর্বনাশ যদি একবার ঘড়ির পেছনে হাত দেয়। ওহ।

টেলিফোনটা বাজতে বাজতে ক্লান্ত হয়ে থেমে গেল।

প্রায় এক ঘণ্টা কেটে গেল ডরোথি গুটিগুটি করে আরো কয়েক পা এগিয়েছে।

এই বার লোকটাও একটু ইতস্ততঃ করছিল। ভাবছিল বলবে না বলবে না? অবশেষে খুব সংক্ষেপে বলল, আমরা সেই সুটকেসটার খোঁজ করছি। যেটা তোমরা পুলিশ হাউস থেকে নিয়ে এসেছ।

ডরোথি অবাক হবার ভান করে বলল, সুটকেস!

টম মনে মনে বলল ও থিয়া মাই ডারলিং আর দেরী করো না, লোকটা যে ঘড়ির থেকে আর কয়েক পা দূরে দাঁড়িয়ে আছে। টম ছটফট করছে।

ডরোথি যেন এতক্ষণে বুঝতে পারল ওরা কী চাইছে। বলল, ও এই সুটকেসটার কথা বলছ তোমরা? বলতে বলতে ডরোথি বসবার ঘরে চলে এল।

মুখোশধারী লোকটা ডরোথিকে ধমকালো, স্টপ, তোমাকে যেতে হবে না। কোথায় আছে শুধু বলে দাও।

ডরোথি ওর ধমকানোর তোয়াক্কা করল না। বলল, তোমরা খুঁজে পাবে না। পুরোন দেওয়াল আলমারী হাজার চেষ্টা করেও তোমরা খুলতে পারবে না। আমাকেই খুলে দিতে হবে।

দুজন মুখোশধারী ছুটে এসে ডরোথির হাত ধরল, ডরোথি তাদের হাত ছাড়িয়ে রেগে গিয়ে বলল, এমন করলে তোমরা সারা রাত ধরে খুঁজে বের করতে পারবে না। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

ডরোথি বলল, এই তো এখানে, তোমরা এত বোকা! সত্যিই যে ডরোথি ওদের বোকা বানিয়ে ছাড়ছে এটা ওরা ঘুণাক্ষরেও টের পাচ্ছে না।

সত্যি ওরাও অবাক হলো। এই পুরনো গোছর ক্লোসেট তাদের চোখ এড়িয়ে গেছে। ওরা তিনজনে একসঙ্গে তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

ডরোথি একটু পিছিয়ে এলো। বসবার ঘরের পরে ডাইনিং স্পেস, তারপর বাথরুম সেখানে দাঁড়িয়েই সে ওদের ক্লোসেট খোলার কায়দা দেখিয়ে দিল।

ওরা তিনজনে দুহাতে চাপ দিল। সঙ্গে সঙ্গে আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের মত ঘটনা ঘটল। ধড়াস করে ভেতরের একটা লম্বা ড্রয়ার ছিটকে বেরিয়ে এল। ভেতরে সুটকেস। তখন ডরোথি

পিছন ফিরেই ডরোথি দৌড় লাগালো। সব থেকে পেছনে যে লোকটা ছিল সে ডরোথির মতলবটা ধরে ফেলেই ড্রয়ার ছেড়ে ওর পিছনে ধাওয়া করল। লোকটা অন্ধকারে কিচেনের দরজায় ধাক্কা খেয়ে আছড়ে পড়ল। কিন্তু সে তখন মরিয়া ডরোথিকে ধরবার জন্য। ডরোথির কাছে প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। পিছন ফিরে দেখা দুরের কথা দম ফেলবার পর্যন্ত সময় নেই। কিচেন পেরিয়ে সে সোজা বাথরুমে ঢুকে গেল।

ভিতরে ঢুকে বাথরুমের কাঠের ভারী দরজাটা ভিতর থেকে লক করে ছিটকিনি তুলে দিল। লোকটার অন্ধকারে অনেক সময় নষ্ট হয়েছে বাথরুমের দরজা খুঁজে পেতেই তাতে বেধড়ক কিল চড় ঘুষি, সপাটে লাথি মারতে থাকল।

ডরোথি ওর নিজের চলাফেরারশব্দ ঢাকবার জন্য বাথরুমের শাওয়ার খুলে দিল, আলো জ্বালল না পাছে ওরা ওর গতিবিধি টের পায়।

ডরোথি অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে বাথরুমের পিছনের জানালা ধরল। শব্দ যাতে না হয় সেই ভাবে আস্তে আস্তে কাঁচের জানালার ছিটকিনি খুলে ফেলল, জানালা গরাদ হীন, গভীর রাতের ঠাণ্ডা হাওয়া হু হু করে ঢুকতে লাগল।

খোলা জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল একটু দুরে অ্যাকশিয়া গাছের মগডাল। ডরোথি ভাবলো, আমি কী পারব? যদি না পারি? ওর হাত কাঁপতে শুরু করেছে।না পারলে চলবেনা ওকে পারতেই হবে। ডরোথি জানালায় উঠে বসে একটা পা ঝুলিয়ে দিল। পায়ের কাছে একটা ডাল পেয়ে গেল। ওই ডালটা ওর ভার সামলাতে পারবে তো? পারবে নাই বা কেন? ডরোথি ভাবল। এই গুলোই তো অনেক সময় ছাদ ফুটো করে ওঠে যায়। যাই হক ওকে তো বাঁচতে হবে সেই সঙ্গে টমকেও

ডরোথি কিছুনা ভেবেই ডাল ধরে শূন্যে লাফ দিল। পরিণতি সম্বন্ধে ওর কোন ধারণাই নেই। উল্টে পড়ল গাছের ডাল পালার মধ্যে। চোখে মুখে খোঁচা খেল, হাত পা যেখানে সেখানে ছড়ে গেল।

ফুট তিনেক উপরে ডরোথি দোল খেল। ওই ডালটার জন্য ও সরাসরি পড়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচলো। আস্তে করে ও ঘাসের উপর লাফিয়ে পড়ল। উঠে দাঁড়ানোর জন্য ও পা সোজা করতে পারছিল না। তবু তাকে ছুটতে হবে। কোন রকমে দুলতে দুলতে নিজেকে সে টেনে নিয়ে চলল।

টমের ভীষণ দুঃশ্চিন্তা হচ্ছিল ডরোথি কী পারবে?মুখোশধারীগুলো সুটকেস নিয়ে কি করছে সেদিকে টমের কোন লক্ষ্য ছিল না। ওকান পেতে শোনার চেষ্টা করছিল। দরজায় লাথির আওয়াজ সব শুনছিল টম। তার পর সব শব্দ থেমে গেল। টম কোন মেয়েলি কণ্ঠস্বর শুনতে পেল না বা ধস্তাধস্তির আওয়াজও পেল না। এদিকে অন্য দুজন যারা সুটকেশ নিয়ে ছিল তাদেরও অন্য সঙ্গীটির দিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না তারা সুটকেশ নিয়ে ব্যাস্ত।

যে লোকটা ডরোথির পিছনে ধাওয়াকরেছিল, সে ফিরে এল। কোন উৎকণ্ঠা নেই। খুবই সহজ ভাবে বলল, মেয়েটা বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। থাক, বাথরুমেই থাক।

ওরা চার্লসের সুটকেশটা পোকা বাছার মত খুঁটিয়ে দেখছে প্রতিটি জামা প্যান্ট, পাসপোর্ট বিমান যাত্রার টিকিট হোটেল রিজাভেশন স্লিপ। যে কোনও রকম হাতের লেখা। দুটো পেপার ব্যাক এমন কী ম্যাগাজিনের প্রতিটি পাতা কোন কিছুই বাদ গেল না।

হু হু করে সময় চলে যাচ্ছে। তবু তাদের তল্লাশি শেষ হচ্ছে না। যদি নিশ্চিত হবার মত কোন আশ্বাস মেলে, কিন্তু সবই বৃথা।

ওদের নেতার হাবভাব দেখে টমের বুঝতে অসুবিধা হল না যে সে ক্রমেই ধৈর্য হারিয়ে ফেলছে। টমের দুর্ভাবনা ক্রমে বেড়ে যেতে লাগল। সুটকেসে কিছু না পেয়ে এবার ওরা নিশ্চয়ই ওকে নিয়ে পড়বে। এখান থেকে পালানোর একটাই পথ বসবার ঘরের খোলা

জানালা। কিন্তু সেখানে পৌঁছাতে গেলে টমকে দুজন মুখোশধারীকে আহত করে যেতে হবে। কিন্তু এটা চিন্তা করা একেবারে ছেলে মানুষী। দিস্ ইস ইমপসিবল।

ওদিকে ওদের খোঁজা শেষ হচ্ছে না, খনিতেও বুঝি এভাবে হীরে খোঁজা হয় না। সুটকেশের লাইনিং কিছুই বাদ দিচ্ছে না। দুজন সুটকেস নিয়ে ব্যস্ত। অন্যজন টমের কাছেই ঘুর ঘুর করছে কোন পথ নেই। হঠাৎ টমের সেই লোহার দণ্ডটার দিকে চোখ পড়ল–কিন্তু টম হতাশ হল–ওদের তিনজনের হাতে তিনটে রিভলবার। না! কিছুই বুঝি করার নেই।

হঠাৎ টমের একটা বুদ্ধি খেলে গেল। মাঝখানে দরজা তার বাঁ–দিকে নীচে নামার সিঁড়ি। ডানদিকের ঘরে ওরা সুটকেস নিয়ে ব্যাস্ত। অন্যজন ওর কাছেই রয়েছে।

জীবন মৃত্যুর মাঝে দাঁড়িয়ে একটা ঝুঁকি তাকে নিতেই হবে। টম হঠাৎ বলে উঠল, তোমরা যদি কোন বই বা ডায়েরী খুঁজে থাকো তাহলে তার সন্ধান আমি দিতে পারি। এই ঘরে যে টেবিল ক্লকটা আছে তার পিছনেই পাবে। সেখানে একটা চিঠিও আছে।

বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনজনে লাফিয়ে উঠল। যে টমের কাছে ছিল সে দাঁড়িয়ে রইল বাকী দুজন সুটকেস ফেলে ছুটে এল।

টম বলে চলল, এটা একটা চিঠির কপি মাত্র। এর আরো চারখানা কপি ইতিমধ্যে নির্দিষ্ট ঠিকানায় দেওয়া হয়ে গেছে। রিকনীলে যদি ভাবে এখানে একটা ডাকাতি করিয়ে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করবে তা তার মূখামি ছাড়া আর কিছুই নয়।

তোমরাও ঠিক তেমনই মূর্খ। টম বলল, রিক নীলেকে এতক্ষণে পেন্টাগন ন্যাটোর গোয়েন্দা দপ্তর চিনে ফেলেছে। এখন শুধু বাকী তার ধরা পড়া।

টমের এই কথাগুলো কাজ করল। একজন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, তাকে একটু দ্বিধাগ্রস্ত মনে হল। অন্য দু-জন কিন্তু থামল না। তাদের একজন ঘড়ির কাছে ছুটে গেল আর কাগজগুলো সব টেনে বের করল। বলল–এই তো সেই চিঠি আর বই।

যে মুখোশধারী লোকটা টমের পাশে ছিল সে স্বাভাবিক কারণেই ভীষণ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। টম ভাবল এটাই মস্ত বড়ো সুযোগ, এই সুযোগ হারালে চলবেনা। কেননা টম বুঝেছিল মুখোশধারীরা সব কিছু পেয়ে গেলে তাকে আর জ্যান্ত রেখে যাবেনা। তাই তার আগে এই একটাই উপায়। সেটা তাকে যেভাবে হোক কাজে লাগাতে হবে।

টম চোখের পলকে মেঝেতে পড়ে থাকা লোহার দণ্ডটা উঠিয়ে নিল। আর পাশের লোকটা কিছু বুঝে ওঠার আগে মুহূর্তে সজোরে দণ্ডটির ছুঁচালো দিকটা বসিয়ে দিল তার উরুর, মধ্যে। লোকটা তীব্র যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল....

অন্য দুজন মুখোশধারী লোক কিছু বোঝার আগেই টম দিগবিদিগ জ্ঞান শূন্য হয়ে তীরের বেগে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে শুরু করল।

অন্ধকারে রিভলবার ঝলসে উঠল, একটা নয় পর পর এলোপাথারি গুলি চলতে লাগল। দেওয়ালের চুন বালি খসতে লাগল,–নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে খান খান হতে লাগল। তবু গুলির বৃষ্টি থামল না।

.

এদিকে ব্রাডকে এর পরের কাজ সম্বন্ধে জানিয়ে ফিরতে টনি লটনের একটু দেরীই হয়েছিল। গুলির শব্দ শুনতে ওর একটুকুও ভুল হয়নি।

রাস্তার মোড়ে গাড়ী রেখে তার কোমর থেকে রিভলবারটা হাতে নিয়ে নিল। টমের বাড়ীতে একটা ছায়ামূর্তি দেখে টনি নিজেকে সঙ্গে সঙ্গে আড়াল করে নিল।

ছায়া মূর্তিটা কাছে আসতেই টনি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

লোকটা আচমকা আক্রমণে মাটিতে পড়ে গিয়ে ভয়ে বলতে লাগল, আমি পাশের বাড়ীর দারোয়ান অগস্তে। গুলির আওয়াজ শুনে এদিকে দেখতে এসেছি ডাকাত পড়েছে কিনা। যদি কোন সাহায্য করতে পারি।

টনি বলল, আচ্ছা তুমি এখানেই থাকো।

টনির পোষাক আর পিস্তল দেখে অগস্তে বুঝতে পারল, যাই হোক এ ডাকাত দলের লোক নয়।

টনি জিজ্ঞাসা করল, তুমি কাউকে দেখতে পেয়েছ?

অগস্তে বলল, না, স্যার।

তারপর হঠাৎ অগস্তে টনির হাতটা চেপে ধরে বলল, মনে হচ্ছে ওই ঝোঁপের ভেতর দিয়ে কেউ যেন বেড়িয়ে আসছে।

টনি ভালো করে নিরীক্ষণ করে অগস্তের হাত ধরে টান দিল, বলল, মনে হচ্ছে আহত টলতে টলতে হাঁটছে।

মূর্তিটা ঝোঁপ থেকে বেড়িয়ে এগিয়ে এলে তাকে স্পষ্ট দেখা গেল।

টনি অগস্তের হাত ছেড়ে তার দিকে এগোতেই পায়ের শব্দ পেয়ে ডরোথি পিছন দিকে ছুটতে শুরু করল।

টনি চেঁচিয়ে উঠল, ভয় পাবেন না, আমি টনি, থামুন।

ডরোথি টনির গলার আওয়াজ শুনে থমকে দাঁড়ালো। তারপর দুহাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

টনি কাছে আসতেই ডরোথি আর কিছু বলতে পারল না, শুধু বলল, মিঃ লটন, টম টম।

টম কোথায়? টনি জিজ্ঞাসা করল।

ডরোথি বলল, বাড়ীতে।

একা?

না ওর সঙ্গে আরো তিনজন মুখোশধারী ডাকাত রয়েছে। প্লিজ আপনি টমকে বাঁচান, তাড়াতাড়ি করুন, টম একা

অগস্তে বলল, স্যার আমি কী গাছ বেয়ে ওপরে উঠে যাবো?

টনি বলল, উঠে কোন লাভ নেই। তুমি বরং মিসেস কেলসোকে দেখো আমি দেখছি কি করা যায়।

টম বাড়ী থেকে বেড়িয়ে ওই গাছটার আড়ালে লুকিয়ে ছিল।

ওর কানে ওদের কথাবার্তা আসছিল। কিন্তু ঠিক হদিশ করতে পারছিল না; মেয়েলি কণ্ঠের আওয়াজ শুনে ডরোথিকে চিনতে ভুল হল না। তাহলে ডরোথির কোন ক্ষতি হয় নি।

ডরোথিকে ডাকতে গিয়েও ডাকতে পারল না টম, ওর গলা দিয়ে আওয়াজ বের হচ্ছিল না। অগস্তে পায়ের শব্দে আর টমের গলার ঘড়ঘড় শব্দে চেঁচিয়ে উঠল, কে ওখানে?

টনি বাড়ীতে ঢোকার জন্য এগিয়ে গেছিল, অগস্তের চিৎকার শুনে পিস্তল তাক করে দাঁড়ালো।

টম চেঁচিয়ে উঠল, এদিকে গুলি ছুঁড়বেন না, আমি টম

টনি আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, টম!

টম ডরোথির দিকে তাকিয়ে বলল, থিয়া তুমি ঠিক আছে তো?

ডরোথি বলল, হ্যাঁ টম আমি খুব ভালো আছি। ডরোথি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

টম ডরোথিকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, ভেঙে পড়ো না থিয়া সব ঠিক হয়ে যাবে।

টনিকে বলল টম, টনি, ওদের মধ্যে একজন যে রিকনীলে ছিল সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।

টনি জিজ্ঞাসা করল, গেরস্কি ছিল?

টম বলল, আমি তো গেরস্কিকে চিনি না। তাই ঠিক বলতে পারবো না, তবে তাদের মধ্যে মুস্কো চেহারার একজন ছিল।

টনি বলল, গেরস্কির চেহারাটাও তো অনেকটা ওই রকম। ওরা কী এখনও তোমার বাড়ীতে আছে?

টম বলল, না, আমি আড়াল থেকে দেখেছি একজনকে ওরা কাঁধে ঝুলিয়ে গিয়ে চলে গেল।

টনি বলল, কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে?

টম বলল, হ্যাঁ আমি একজনকে লোহার দণ্ড দিয়ে আচমকা ঘায়েল করে পালাই।

টম টনিকে বলল, ওরা চার্লসের সুটকেশের খোঁজেই এসেছিল। ওরা কেটি কোলিয়ার–এর এপার্টমেন্টের কথা বলছিল।

টনি বলল, ওরা এখন নিশ্চয়ই কেটি কোলিয়ার–এর বাড়ীতে যাবে। চার্লসের সুটকেশে কী কিছু ছিল?

— টম উত্তেজিতে হয়ে পড়ল, ছিল ছিল অনেক কিছুই ছিল শ্যানডন হাউসের কথা, ন্যাটোর মেমোরেন্ডামের কথা,কীভাবে রিকনীলে ওকে বোকা বানিয়ে মেমোরেন্ডাম হাতিয়েছে; চার্লসের নিজের ভুল বোঝার কথা। ওয়াশিংটন পোস্টে যখন খবরটা বেড়িয়ে পড়ে তখন চার্লস ওর ভুল বুঝতে পারে। আর তখনই ওদের দুজনের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়। চার্লস রিককে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দেয়, হয় সে এখানকার সমস্ত কাজকর্ম গুটিয়ে নিয়ে চলে যাবে নচেৎ চার্লস শ্যানডন হাউসের ডিরেক্টরকে সব কিছু জানিয়ে চিঠি দেবে। সেই চিঠিটাও ছিল।

টনি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ল, আর দেরী করা চলবে না, এখুনি কেটি কোলিয়ার–এর বাড়ী ঘেরাও করতে হবে।

টম বলল, আমিও যাবো।

টনি বলল, না তোমার যাবার দরকার নেই কেননা ডরোথিকে একা বাড়ীতে রাখা ঠিক হবে না। আমি ব্রাড জিলনকে নিয়ে এখুনি রওনা হচ্ছি।

টনির চোখ মুখ পাথরের মত শক্ত হয়ে উঠল। কোনোভ মৃত, এখন গেরস্কি আর রিক নীলে, তাহলে রিক নীলে নিশ্চয়ই অ্যালেক্সি।

টনি টমকে বলল, টম, তোমায় এত কষ্ট পেতে হল বলে দুঃখিত। গুড নাইট টম, গুড নাইট ডরোথি।

.

১৮.

কেটির ঘরে ওরা গিয়ে উঠেছিল। রিক নীলে অশান্ত ভাবে ঘোরাঘুরি করছিল, আর অনেক কিছু ভাবছিল।

পাশের ঘরে গেরস্কি, পোষাক পাল্টে তৈরীহয়ে নিচ্ছিল। এখুনি ওদের বেড়িয়ে পড়তে হবে।

রিক এই গেরস্কি লোকটাকে ঠিক চিনতে পারছেনা। লোকটা এখনো পর্যন্ত কোন কথা বলছে না।

রিক ভাবছে, মিশচার-এর এই আবিষ্কারের কথা। কি নিষ্ঠুর আর ভয়ঙ্কর ভাবলে শিউরে উঠতে হয়।

রিক ভেবেছিল, ওয়াশিংটনে দেখা হবার পর আর হয়ত এই লোকটার সঙ্গে ওর দেখা হবে না। কিন্তু ভাগ্যের এমন পরিহাস এই লোকটা, যে ওলেগ নামে নিজেকে আড়াল করে রেখেছে তার হাতে ও আজ পুতুল হয়ে গেছে।

লোকটার এতটুকু সহানুভূতি নেই। কোন কাজেই সে সন্তুষ্ট হয় না। এই যে টম কেলসোর বাড়ী থেকে কত বুদ্ধি খাটিয়ে রিক ওদের এখানে নিরাপদ স্থান নিয়ে এলো এর জন্য ওর মনে এতটুকু কৃতজ্ঞতা নেই। অথচ এই রিক নীলে না থাকলে ওরা কিছুতেই পালিয়ে বাঁচত না। আর এই লোকটার কী নিষ্ঠুর আচরণ!

রিক বুঝতে পারছে গেরস্কি সব কিছুর জন্য তাকেই দোষারোপ করছে। টমের বাড়ীতে এই ডাকাতি করার পরিকল্পনা গেরস্কিরই অথচ এখন উল্টে ওকেই চেপে ধরবে।

গেরস্কি পাশের ঘর থেকে পরিষ্কার জামা–প্যান্ট পরে বেরিয়ে এলো। সে বেরিয়ে যাবার জন্য তৈরী।

গেরস্কির মুখ গম্ভীর, থমথমে চোখ। চোখ তুলে রিককে দেখল।

রিক নিজের অজান্তেই একটু কেঁপে উঠল।

গেরস্কি বলল, তুমি তৈরী? বলেই যাবার জন্য পা বাড়ালো।

রিকও পুতুলের মত ওকে অনুসরণ করল।

এদিকে টনি আর ব্রাড জিলন যখন কেটি কোলিয়ার–এর বাড়ী পৌঁছালে তখন কেটি কোলিয়ার–এর শূন্য ঘর, খোলা দরজা তাদের বিদ্রূপ করে উঠল। অন্ততঃ মিনিট খানেকের মত তারা দুজনে কথা বলতে পারল না।

অবশেষে ব্রাড জিলন কথা বলল। তাহলে নীচে যে ফিংগার প্রিন্ট এক্সপার্টদের দাঁড় করিয়ে রেখেছ তাদের তো আর প্রয়োজন নেই। আসল লোকই তো পালিয়েছে। বরং এখন আমাদের উচিৎ সমস্ত প্রিসিঙ্কট–এ খবর দেওয়া যে কোন সাইট্রোন কার দেখলেই আটক করা। আর সব রাস্তা যেন ব্লক করে দেয়।

টনি তার এই বার বার ব্যর্থতা সহ্য করতে পারছিল না। কিন্তু গেরস্কি যে এত তাড়াতাড়ি এখানকার পাততাড়ি গুটিয়ে পালাবে তা টনি চিন্তা করতে পারেনি।

ব্রাড টনিকে তাড়া দিল। বেশী দেরী করা ঠিক হবে না।

টনি বলল, না ঠিক হবে না। ব্রাড, পরাজয় আমাকে ক্লান্ত করে দিয়েছে। ওহ যদি ওই শয়তান দুটোকে ধরতে পারতাম...

ব্রাড টনিকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, টনি ভেঙ্গে পড়োনা।হয়ত এবার আমরা জিতবো। ওরা কতদূর আর যেতে পারবে? আমি এয়ারপোর্ট, স্টেশন সব জায়গায় সতর্ক করে দিচ্ছি। ওরা যেন কোন মতেই ওয়াশিংটন ছাড়তে না পারে। এখন ওরা আর আমাদের অপরিচিত নয়। ওদের পরিচয় আমরা পেয়ে গেছি।

টনি বলল, আমি ফিংগার প্রিন্ট এক্সপার্টদের এনেছিলাম এই জন্যই, ন্যাটোর মেমোরেন্ডামের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে চার্লসের আঙ্গুলের ছাপ ছাড়াও আরো ছাপ পাওয়া গেছে। সেটা কার দেখার জন্য। বুঝতেই পারছি এ রিক নীলে ছাড়া আর কারোর নয়।

.

রিক গাড়ী চালাচ্ছিল, পাশে গেরস্কি বসেছিল। কেউ কোন কথা বলছে না।

নিউইয়র্ক ছাড়তেই গেরস্কি বলল, ওয়াশিংটনের পথ ধরো।

রিক চুপচাপ ওর হুকুম পালন করল। রিক ঠাণ্ডায় কাঁপছিল। গাড়ীর কাঁচ তোলাই ছিল। হতে পারে তার ভিতরের অবসন্নতা–ওকে শীতল করে তুলছিল।

লোকালয় ছেড়ে নির্জন মাঠের মধ্যে দিয়ে গাড়ী ছুটছিল। আবার দুজনের মাঝে নিস্তব্ধতা।

হঠাৎ গেরস্কির অনুযোগে রিক চমকে উঠল।

গেরস্কি ঠাণ্ডা গলায় বলল, তোমার জন্যই ফেলিক্সকে এমন আহত হতে হল।

রিক ওর কথায় আহত হল। আমার জন্য! আমার জন্য ফেলিক্স আহত হল! আমি এর জন্য দায়ী?

গেরস্কি বলল, আমি মনে করি। তুমি যদি চার্লস কেলসোকে আয়ত্তে রাখতে পারতে, তাকে আরো সু–পরিকল্পিত ভাবে কাজে লাগাতে পারতে তাহলে আজ এমন ঘটনা ঘটত না।

রিক বলল, এর থেকে আর বেশী কী করতে পারতাম! ও আমাকে ভয় দেখাতে শুরু করল। আমি ওকে থামাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু ও ছিল একেবারে নাছোড়বান্দা। তখন আমি ওর কাছ থেকে কিছু সময় চেয়ে নিই। তাতে তোমার সুবিধা হয়।

গেরস্কি বলল, সুবিধা! কি সুবিধা হয়েছে? চার্লসের মৃতদেহ আবিষ্কারের মধ্যে যে সময়টুকু আমি পেয়েছিলাম তাতে কী ওর সব কিছু তল্লাশি নিতে পারতাম। তোমাদের মধ্যে যে এরকম ব্যবধান তৈরী হচ্ছে তা তো আমার জানার কথা নয়। যখন আমরা চার্লসকে নিয়ে ব্যস্ত তখন তুমি ওর কোয়াটারে থাকতে পারতে তাহলে যা খুজতে আমাদের এত হয়রানি হতে হল তার কোন কিছুই হতো না। চুপচাপ সব কাজ সারা হয়ে যেত। কিন্তু তুমি কী করলে, না আমাদের সঙ্গে চালাকি করতে গেলে!তুমি আরো কী করলে অজুহাত দেখিয়ে অন্য জায়গায় থাকতে চলে গেলে। যাতে তুমি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করতে পারো। যেন চার্লসের মৃত্যুতে তোমার কোন হাত নেই।

একটু থেমে গেরস্কি বলল, কাছে না এসে তুমি গোমেজের মত দূরে দাঁড়িয়ে নজর রাখতে পারতে। আর গোমেজহা, গোমেজ একটা মহামূর্খ। ও পুলিশের হেফাজতে চলে গেল। যদি এটা প্রমাণ হয় যে শ্যানডন হাউসে ইলেকট্রিসিয়ানদের মধ্যে সেও একজন, তাহলে–গেরস্কি রিকের দোষগুলোকে আবৃত্তির মত আওড়ে গেল। তুমি বলেছিলে চার্লস কেলসো তোমাকে ভয় দেখাচ্ছে। তুমি যদি এখান থেকে চলে না যাও তাহলে ও চিঠি

লিখতে বদ্ধপরিকর। সবই তো বুঝলাম কিন্তু তুমি তো একবারও বলনি যে, ওর চিঠি লেখা হয়ে গেছে।

রিক মিনমিন করে উঠল। চিঠি তোত লেখা হয়নি। চিঠির একটা খসড়া তৈরী করেছিল মাত্র।

গেরস্কি চড়া গলায় বলল, মোটেই না। আমার কাছে একটা কপি আছে। এর থেকে আরো চারটে কপি হয়েছে। ওরিজিন্যাল না থাকলে তার কপি হয় না। এটা একটা বাচ্চাও জানে। সিলমোহর দিয়ে ডাকে পাঠাবার জন্য তৈরী। চিঠির কপিগুলো কাকে কাকে পাঠাতে যাচ্ছে তা কী তোমাকে বলেছে?

রিক একটু জোর গলায় বলল, ও শুধু আমায় ভয় দেখিয়েছিল, চিঠির খসড়া তৈরী করেছিল।

গেরস্কি বলল, আর তুমি আহাম্মকের মত তা বিশ্বাস করেছিলে।

ও হয়ত ওর ফ্ল্যাটে লুকিয়ে রেখেছিল। আমায় বলেনি, রিক বলল।

গেরস্কি এবার চেঁচিয়ে উঠল, তোমার কথা শুনে বিশ্বাস করে যেভাবে তল্লাশি করেছি তাতে সাগর থেকে মুক্তো তোলার থেকেও বেশী।

কিন্তু নীলে, আমি বাধ্য হচ্ছি বলতে যে তোমার ভাগ্য তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে।

রিকের কণ্ঠ কেঁপে গেল, তাহলে হয়ত ও আমাকে মিথ্যে ভয় দেখিয়েছিল আসলে কোন খসড়াই নয় ওটা।

আর ডাকে পাঠাবার মত কোন চিঠিই ছিল না? গেরস্কি রিককে বিদ্রূপ করল। চমৎকার! ইডিয়েট! টমের কাছে লেখা চিঠিটা ভালো করে পড়ে দেখেছ? ওতেই পরিষ্কার লেখা আছে।

একটা চিঠি নিশ্চয়ই আছে সেটা এমন লোকের কাছে আছে যাকে চার্লস বিশ্বস্ত বলে মনে করে। আর সে যখনই চার্লসের মৃত্যু সংবাদ শুনবে তখনই হয় সেটা ডাকে দিয়ে দেবে, না হয় খুলে পড়বে। দুটোই আমাদের ক্ষেত্রে বিপদজনক।

গেরস্কি খুব ধীরে ধীরে বলল, আর সেই কারণেই তোমার আর এখানে থাকা চলবে না। তুমি পদত্যাগ কর। আর ওয়াশিংটন থেকে চলে যাও। আমার দুজন লোক তোমায় নিরাপদে মস্কো রেখে আসবে।

রিক চমকে উঠল, মস্কো? রিক এতটা ভাবতে পারেনি। সঙ্গে সঙ্গে রিক মনে মনে একটা চিন্তা করল, এ নিশ্চয়ই গেরস্কির চাল। ওকে এখান থেকে সরিয়ে নিজে জেঁকে বসতে চায়। কিন্তু এটা অসম্ভব। রিক আমেরিকার প্রাচুর্যের মধ্যে যেভাবে দিন কাটিয়ে এসেছে তাতে মস্কোর কঠোরতার মধ্যে ও কিছুতেই নিজেকে মানাতে পারবে না।

রিক ভাবল, না!সব চিন্তা দূর করে গেরস্কির সঙ্গে অন্য ভাবে মুখোমুখি হতে হবে। এই খুনীটার সঙ্গে খুনীর মতই ব্যবহার করতে হবে।

রিক ওর উত্তেজনা চেপে রইল, তাকে প্রকাশ হতে দিল না।

রিক শান্ত গলায় বলল, কিন্তু আমি পদত্যাগ করলে চলবে কী করে? আমি চলে গেলে সে সব কে দেখবে? নতুন কেউ কি পারবে?

গেরস্কি বলল, ফেলিক্স পারবে।

রিক বুঝতে পারল ও নাছোড়বান্দা। গেরস্কি তৈরী হয়েই এসেছে। ফেলিক্সের নাম মিছিমিছি বলছে। আসলে ওর মতলব অন্য। তবু শেষ চেষ্টা করার মত রিক বলল : শ্যানডন হাউসে আমার মত কেউ নজর রাখতে পারবে না। ওর নাড়ী নক্ষত্র আমার মুখস্থ আর শ্যানডন যদি আমাদের হাতছাড়া হয় তাহলে ওয়াশিংটন থেকে আমাদের পাততাড়ি গোটাতে হবে।

রিক তখন অন্য কথা ভাবছে। যদি গেরস্কি ওর কথায় একটুকুও না গলে তাহলে অন্য পথ দেখতে হবে। ও নিজেকে পালটে ফেলবে। ওর গায়ে কেজিবির পোশাক আর রাখবে না। রিক নিজে নতুন জীবন শুরু করবে।

টনি লটনের কথা রিকের মনে পড়েছে আগেই। রিক টনি লটনের কাছে নিজে হাজির হবে। তাকে সব কিছু বলে দেবে। বলবেঃ আমি সত্যিকারের একজন আমেরিকান নই। হাইনরিক নীলে ও আমার নাম নয়। আমার জন্ম উনিশ শ একচল্লিশে ব্রুকলীনে আমি সাইমাস নোসকা।

জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক থেকে উনিশশো তেষট্টিতে আমি পালিয়ে আসি তখন কেজিবির একজন শিক্ষিত গোয়েন্দা হিসাবে আমার নতুন নামকরণ হয় হাইনরিক নীলে।

তারপর উনিশশো পঁয়ষট্টি থেকে ওয়াশিংটনে কেজিবির গোয়েন্দা দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করতে থাকি।

কিন্তু এখন আমি ওদের কার্যপদ্ধতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছি না। হত্যা খুন এসব আমার ভালো লাগেনা। চার্লস কেলসোর মৃত্যুতে আমি মর্মাহত। তাই আমি এখন আপনার আশ্রয় চাইছি।

গেরস্কি চেঁচিয়ে উঠল,কী অত ভাবছ? তোমার ভীষণ পরিশ্রম গেছে। গেরস্কির কণ্ঠে মোটেই সহানুভূতি ছিল না। তার ওপর তোমার বন্ধু চার্লসের মৃত্যু তোমাকে ভীষণ মর্মাহত করেছে। তাই তোমার স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য দুসপ্তাহের বিশ্রাম অবশ্যই প্রয়োজন।

রিক বলল, দু–সপ্তাহ কেন, কোন বিশ্রামই আমার প্রয়োজন নেই। আমার শরীর ঠিক আছে।

গেরস্কি আদেশের সুরে বলল, তাই নেবে। এখানকার কাজ সারতে দু–সপ্তাহ সময় লাগবে যদি আরো বেশী লাগে তাহলে তোমায় ছুটি বাড়াতে হবে। কিন্তু ছুটি তোমায় নিতেই হবে।

রিক বলল, তাহলে দেখছি তুমি শ্যানডন হাউস হাতছাড়া করতে চাইছ।

গেরস্কি বলল, সে নিয়ে তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না। কিছুদিন আমরা চুপচাপ থাকবো। তারপর আবার নতুন করে শুরু করব। শ্যানডন হাউসের ওপর এখন ন্যাটোর নজর পড়েছে। ওই স্থান এখন আমাদের পক্ষে বিপদজনক।

রিক বলল, আমার মাথায় ঢুকছে না ন্যাটো এখানে কি করে আসতে পারে?

গেরস্কি হেনস্থা করে বলল, তোমার মত মূর্খদের মাথায় কিছু আসে না। যদি তোমার ঘটে একটু বুদ্ধি থাকত তাহলে দেখতে পেতে ইতিমধ্যে ন্যাটোর তিনজন এজেন্ট ভীষণ তৎপর হয়ে উঠেছে, তাদের মধ্যে একজন এমিল বাহেরেন, একজন জর্জেস ডিসপিনার্ড এবং তৃতীয় জন টনি লটন।

টনি লটনের নামটা শুনে রিক চমকে গেলেও সহজ ভাবে বলল, টনি লটন যদি একজন ন্যাটো এজেন্ট হয়ও–তাহলেও তার শ্যানডন হাউসের ব্যাপারে কী আগ্রহ থাকতে পারে? আমরা তো সব দিকেই নজর রেখেছি।

গেরস্কি গম্ভীর গলায় বলল, তোমার জন্যই ন্যাটো উৎসাহিত হয়ে উঠেছে। গত তিনমাস ধরে ওরা তোমাকে ফলো করছে। যদি টম কেলসোর কথা সত্যি হয়।

রিক বলল, টম কেলসো মিথ্যে কথা বলেছে, ও কতটুকু জানে? গেরস্কি বলল, টম কেলসো নয়, তার অনেক আগেই আমি খবর পেয়েছি, তাই টমের কথা আমি অবিশ্বাস করতে পারিনি।

রিক উত্তেজিত হল, না! আমাকে কেউ ফলো করছেনা। তাহলে আমি ঠিক বুঝতে পারতাম।

গেরস্কি বলল, তুমি আমার সঙ্গে তর্ক করছ?

রিক বলল, তর্ক নয়, আমি তোমাকে বলতে চাইছিযখন একজন লোকের ওপরে বিরুদ্ধ পক্ষের সন্দেহ হয় তখন তারা তাকে চটপট ধরে না। কোন বড় কিছুর জন্য অপেক্ষা করে। কাজেই

রিকের কথা মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে গেরস্কি বলল, তোমার কোন কথা আমি শুনতে রাজী নই। তোমার ব্যাপারে আমাদের সব ঠিক হয়ে গেছে। কাজেই তোমাকে আর একটা দিনও থাকতে দেওয়া যাবে না। কারণ তাতে কেজিবির বিপদ হতে পারে।

গাড়ীটা একটা গাছের কাছে দাঁড় করিয়ে রিক ওর পকেটে হাত দিয়ে দেখে নিল পিস্তলটা ঠিক আছে কিনা।

গেরস্কি একটা কাগজ বের করে গাড়ীর আলোটা মেলে দিল।

তারপর কাগজটা রিকের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, নাও চটপট এতে একটা ছুটির দরখাস্ত লিখে ফেল।

রিক একটু ঘুরে বসল, গেরস্কির হাত থেকে কাগজটা নিয়ে নিল। আর পেন বার করার অছিলায় পিস্তলটা বার করতে গেল।

কিন্তু তার আগেই রিক তার ঘাড়ের কাছে একটা ঠাণ্ডা স্পর্শ পেল বুঝতে অসুবিধা হল না ওটা গেরস্কির পিস্তলের নল। গেরস্কি যে কত বড় শয়তান তা রিক পদে পদে টের পাচ্ছে।

রিক একটু মুচকি হেসে বলল, না, অতটা প্রয়োজন হবে না। আমি পেনটা খুঁজছিলাম।

গেরস্কি পিস্তলেরনলটা রিকের ঘাড়ের কাছে আটকে রেখে বলল, নিজেকে অত চালাক ভেবো না অ্যালেক্সি। তোমার থেকেও চালাক লোক এই দুনিয়াতে আছে জেনে রেখো। নাও চটপট করো, বেশী সময় নষ্ট করা যাবে না।

রিক চুপচাপ ছুটির দরখাস্ত লিখতে শুরু করল। কিন্তু মনে তার একটাই চিন্তা। এই দরখাস্ত হাতে পেলে গেরস্কি কী করবে? একটা বুলেট দিয়ে কাজ সারবে না তো? অসম্ভব তো কিছু নয়। এতক্ষণ পর্যন্ত রিক ওর যা পরিচয় পেয়েছে তাতে ওর পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। হয়ত রিককে খুন করে গাড়ীটা জ্বালিয়ে দিয়ে চলে যাবে আর রিকের দেহটা গাড়ীর মধ্যে পুড়ে ছাই হয়ে পড়ে থাকবে। কালকের কাগজে একটা খবর বেরুবে–হাইওয়েতে একটা সামান্য অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। চালক সমেত গাড়ীটা পুড়ে গেছে। ব্যাস এই পর্যন্ত। রিক কি করবে ভেবে পাচ্ছে না।

রিক হঠাৎ লেখা থামিয়ে বলল, গেরস্কি তোমার ব্যাপারে আমি নিজেকে খুব একটা নিরাপদ মনে করছি না। তুমি গাড়ী থেকে না নামলে আমি এই দরখাস্ত লিখবো না।

গেরস্কির মুখে বিদ্রুপের রেখা ফুটে উঠল। মুচকি হেসে গেরস্কি বলল, ঠিক আছে তাই হবে। তুমি যদি তাতেই নিরাপদ মনে কর। তোমার পিস্তলটা বের করে আমায় দিয়ে দাও।

রিক মনে মনে ভাবল, লোকটা কি ভীষণ চালাক। ওটাই রিকের শেষ সম্বল ছিল।

গেরস্কি বলল, তোমার যেমন নিরাপত্তাবোধ আছে, আমারও তেমন থাকতে পারে।নাও চটপট করো। আর একটা কথা মনে রেখো, চালাকি করে তুমি বাঁচতে পারবে না। আমরা আমাদের প্রয়োজনে যেমন বাঁচিয়ে রাখি তেমনই প্রয়োজন ফুরোলে সরিয়ে দিতে দ্বিধা করি না।না! তোমার প্রয়োজন এখনো ফুরোয়নি। তুমি হচ্ছ আমাদের সেরা এজেন্ট। তাই তোমাকে এখুনি মেরে ফেলতে পারি না।

রিক ভাবলো পিস্তল না থাকলেও গাড়ীটা তো তার কাছে থাকছে। গেরস্কি নেমে গেলেই গাড়ী স্টার্ট করে পালাবে। রিক মনে মনে একটু আনন্দিত হল।

রিক অসহায় ভাবে নিজের পিস্তলটা বের করে গেরস্কির দিকে এগিয়ে দিল। রিক মনের চিন্তা ভাবনাগুলো মনেই চেপে রাখলো।

রিক বলল, নাও, তুমি এবার নেমে যাও।

গেরস্কি বলল, নামছি নামছি। অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? তুমি তোমার লেখা চালিয়ে যাও। রিক বাধ্য ছেলের মত আবার লিখতে শুরু করল। গেরস্কি যেই গাড়ী থেকে মাটিতে পা রেখেছে রিক সঙ্গে সঙ্গে পেনটা ছুঁড়ে ফেলে গাড়ী স্টার্ট করবে বলে হাত বাড়ালো।

হঠাৎ একটা ভীষণ আওয়াজ, গুড়ুম! আর গাড়ীটা কেঁপে উঠল।

রিক ভেবেছিল, গেরস্কি বুঝি ওকেই গুলি করেছে। কিন্তু ওতো অক্ষত। সঙ্গে সঙ্গেই সব কিছু বুঝে ফেলল। গেরস্কি টায়ারে গুলি করে ফাটিয়ে দিয়েছে। গাড়ীটা একদিকে কাত হয়ে গেছে। রিকের হাত পা অসাড় হয়ে গেল। রিক আর কিছু ভাবতে পারল না।

গেরস্কি যেন কিছুই হয়নি এমন ভাবে হাসতে হাসতে রিকের কাছে এগিয়ে এসে বলল, দাও চিঠিটা দাও।

.

১৯.

ওয়াশিংটন পোস্টে পরের দিন দুটো দুর্ঘটনার খবর বের হলো।

প্রথমটি খুবই সামান্য ধরনের। গত রাতে ট্রেন্টনের কাছে একটা গাড়ী জ্বলে যায়। গাড়ীটার নম্বর প্লেট কিছু বোঝা যাচ্ছে না। তবে মার্ক আছে, সাইট্রোন। কোন আরোহী ছিল না। গাড়ীতে আগুন লাগল কিভাবে পুলিশ তা তদন্ত করে দেখছে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি গুরুত্বপূর্ণ। তার নীচে বিশেষ সংবাদদাতার কিছু সংযোজন আছে।

প্রথম খবর : সিক্সটি নাইনথ স্ট্রীটের একটি বাড়ীর চার তলায় একটি ঘরে একটি মৃতদেহ পাওয়া গেছে। সন্দেহ করা হচ্ছে এটি আত্মহত্যা। পুলিশ তদন্ত চালাচ্ছে।

খবরের ঠিক নীচে বিশেষ সংবাদদাতার সংযোজন :

জানা গেছে হাইনরিক নীলে চার্লস কেলসোর ভীষণ বন্ধু। পেন্টাগনের গোপন সূত্র থেকে খবর পাওয়া গেছে সিক্সটিনাইনথ স্ট্রীটের এই মৃত ব্যক্তির নাম হাইনরিকনীলে। আর ইনিই হচ্ছেন চার্লস কেলসোর বন্ধু। ইনি মাথায় গুলি বিদ্ধ করে আত্মহত্যা করেছেন। তার হাতে একটা পিস্তল পাওয়া গেছে আর ওটা থেকে একটাই গুলি ছোঁড়া হয়েছে।

আসল কথা হল এই হাইনরিক নীলেই যদি সেই হাইনরিক নীলে হন যিনি চার্লস কেলসোর ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন, তাহলে আমাদের রীতিমত ভাবনার কারণ আছে। কেননা কেজিবিরহাত তাহলে আমেরিকার কতটা গভীরে প্রবেশ করেছে তা সহজে অনুমান করা যায়।

.

পেন্টাগনের বাড়ীটা বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় কোন পড়ে থাকা বাড়ী–যেখানে কোন লোকের আনা গোনা নেই। কোন কাজকর্ম হয় না। পেন্টাগনের সদর দপ্তরের চেহারাটাও অনেকটা একই রকম। ভিতরের অফিস ঘরগুলোতে কোন কাজকর্ম হয় কিনা বাইরে থেকে বোঝা মুস্কিল।

বিকেলের দিকে টম কেলসোকে এখানে হন্তদন্ত হয়ে আসতে দেখা গেল। সংবাদিক হবার জন্য যত্রতত্র অবাধ বিচরণের অধিকার তার আছে। তাছাড়া ব্রাড জিলনের ঘনিষ্ট বন্ধু হওয়ায় এখানে তো কোন কথাই নেই।

ব্রাড গম্ভীর মুখে বসে আছে। টম ব্রাডের দিকে তাকিয়ে বলল, কী ব্যাপার বলত, তোমাকে এত গম্ভীর দেখাচ্ছে কেন? হ্যাঁ আমি স্বীকার করছি তোমার কিছু কিছু কথা না শুনে আমরা ভুল করেছি।

ব্রাড চুপচাপ চুরুটে টান দিল।

টম বলল, কী ব্যাপার আবার সেই ন্যাটোর মেমোরেন্ডামের মত কোন কিছু নাকি?

ব্রাড বলল, তা ঠিক নয়। টনিকে এইমাত্র মেনটনের পথে প্লেনে তুলে দিয়ে এলাম।

টম উৎকণ্ঠার সঙ্গে বলল, টনি মানে টনি লটন? কিন্তু হঠাৎ কী হল?

ব্রাড বলল, আজকের ওয়াশিংটন পোস্টের খবরটা দেখেছ? হঠাৎই পরিস্থিতি পালটে গেল।

টম বলল, সত্যি রিকের মৃত্যুটা আমার কাছে রহস্যজনক। হঠাৎ ওই বা আত্মহত্যা করতে গেল কেন?

ব্রাড বলল, ওইখানেই রহস্য লুকিয়ে আছে। আমার মনে হয় এটা আত্মহত্যা নয় এটা খুন। আর নির্ঘাত আর কী সু–কৌশলে একের পর এক খুন করে চলেছে এই গেরস্কি।

টনি তো একেবারে নাছোড়বান্দা হয়ে গেছে। গেরস্কিকে না ধরা পর্যন্ত ও স্বস্তি পাচ্ছে না।

ব্রাড বলল, হ্যাঁ তোমাকে একটা সুখবর দিতে ভুলে যাচ্ছি, টনির প্রমোশন হয়েছে। নীলের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া মাত্র ন্যাটো এই অর্ডার পাশ করেছে।

টম বলল, খুব আনন্দ পেলাম। যদিও রিকের মৃত্যুতে টনির কোন হাত নেই কিন্তু ও যেভাবে রিকের পিছনে উঠে পড়ে লেগেছিল তাতে কেজিবি রিককে বাঁচিয়ে-রাখার রিস্ক নিতে পারল না। এ রকম একটা কিছু হবে তা আমার মনেও উঁকি দিয়েছিল। তা টনি এখন মেনটনে কেন হঠাৎ?

ব্রাড বলল, ভূমধ্যসাগরের ওই জায়গাটা মস্কো তার সমস্ত গোয়েন্দা সংস্থার কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত করেছে, এটা ব্রাসেলসের আগেই খবর ছিল।

অবশ্য এর কারণ তোমার জানা। ওই শ্যানডন ভিলা। ঠিক একই রকম ধাঁচে গড়া ওই দুর্ভেদ্য জায়গাটায় এখন যে কাজকর্ম হবে সে খবর ওরাও রেখেছে। শ্যানডন হাউসে এই ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে টনির এখানকার গোয়েন্দা দপ্তর ওকে আজ সকালে এই খবরটা দেয়। গেরস্কি আজ সকালের প্লেনে মেনটনের দিকেই গেছে।

টম অবাক হয়ে গেল, পালিয়ে গেল গেরস্কি?

ব্রাড বলল, ও খুবই চালাক আর শয়তান।

টম বলল, আশ্চর্য! এটা কী করে সম্ভব হল, তোমাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ও পালিয়ে গেল?

টমের কথা শুনে ব্রাড একটু হাসল। বলল, দ্যাখো এর জন্য আমাদের এতটুকু আফসোস নেই কারণ বরিস গেরস্কি আমাদের কাছে শত্রু হলেও ওদের দেশের কাছে ও একজন সফল নায়ক। এটা তো মানো? এটা আদি অনন্ত কাল ধরে চলে এসেছে যে আমরা ওদের পেছনে ধাওয়া করবো ওরা আমাদের পেছনে ধাওয়া করবে। কখনো আমরা জিতবো কখনো ওরা জিতবে।

যেমন আমাদের লোকেরা আড়ালে থেকে ওদের কাজকর্মের খবর রাখছে। তারা নিশ্চয়ই ওদের কাছে শত্রু কিন্তু আমাদের কাছে তারাই মহামূল্যবান হীরের থেকে কম দামী নয়।

তোমায় আমি আগেই বলেছি আমাদের কাজের সঙ্গে সিভিল পুলিশদের কাজের অনেক তফাৎ। আমরা কাউকে চিনলেও তাকে চট করে ধরি না। আরো কোন মূল্যবান দলিল বা সংবাদ বা গোপন তথ্য পাচার করার সময় হাতে নাতে ধরার জন্য অপেক্ষা করি।

রিক নীলের কথাই ধরো, চার্লস কেলসোর মত গভীর আর বিশ্বাসী ছেলেকে কি ভাবে ধীরে ধীরে কজা করে ওকে আমেরিকান সরকারের বিরুদ্ধে মন বিষিয়ে দিয়েছিল। চার্লসের নিজস্ব মতবাদটাই পালটে যায়।নাহলে কোন অর্থের লোভে তত চার্লস এই কাজ করেনি। নিতান্ত একটা ঘোরের বশে চার্লস এই সাংঘাতিক কাজটা করে ফেলে।

কাজেই আমার মতে হাইনরিক নীলে ওদের দেশের কাছে এজেন্ট হিসাবে অতুলনীয়।

টম বলল, তবুও তো ওকে মরতে হল। যাক সে কথা। হ্যাঁ ভালো কথা, ম্যাকলেহোসের কোন খবর জানো? কেননা চার্লসের মৃত্যুটা আমার কাছে এখনও রহস্যজনক।

ব্রাড বলল, আমাদের কাছেনয়। ম্যাকলেহোস এখন জেলে আছে ও সব দোষ স্বীকার করেছে। অবশ্য এমন একটা নীচ কাজ না করে ওর উপায় ছিল না। আমি বা তুমি হলে আমরাও বাধ্য হতাম এই কাজ করতে। কারণ ওর ছেলেকে আর মেয়েকে আটকে রেখে ওকে ভয় দেখানো হচ্ছিল।

টম বলল, এ মৃত্যু নিয়ে খেলা। চার্লস যে কেন এমন একটা ভুল করল?

সাতদিন পরে টনির খবর এল, নিকোলে নামে একজন ভদ্রমহিলা চিঠি লিখেছে। খুব সুন্দর আর বড় করে লিখেছে

প্রিয় মিঃ ব্রাড,
ওয়াশিংটন থেকে সমস্ত পথটা আমি ছায়ার মত টনিকে অনুসরণ করে এসেছি, ওর দুশ্চিন্তার কথা আপনি জানেন। ও বড় একগুঁয়ে। একবার কোন কাজে হাত দিলে তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিন্তি নেই।

টনি এখন মিলিটারী হাসপাতালে। খুব আহত হয়েছে। সেরে উঠতে একটু সময় লাগবে। ও এখন শান্তিতে আছে। এতেই আমি খুশী। একটা সু–খবর জানাচ্ছি আপনাকে! মোনিক নামে একটা লঞ্চে করে গেরস্কি পালাচ্ছিল। ও বোধহয় জানতনা যে ওই লঞ্চে প্রচুর গোলা বারুদ মজুত ছিল। আমরা সী–ব্রিজে করে ওকে অনুসরণ করছিলাম। টনি তো গেরস্কিকে হাতছাড়া করতে চায় না। ও তো ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। আর এক মুহূর্ত দেরী হলে কি হতে ভগবান জানেন।

এরই মধ্যে অন্য আরেকটা লঞ্চের সঙ্গে মোনিকের ধাক্কা লাগে। মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটে যায়।

এই দুর্ঘটনায় আমরা সবাই একটু না একটু আহত হয়েছিলাম। টনির আঘাতটা ছিল গুরুতর।

যাইহোক মোনিকের একটা কেবিনে আমি গেরস্কিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম। প্রথমে বুঝতে পারিনি পরে বুঝলাম গেরস্কি অনেক আগেই মৃত। আজ এই পর্যন্তই.

ব্রাড অনেক দুঃখের মধ্যেও খুশী হল। টনি সুস্থ হয়ে উঠেছে জেনে।

.

ব্রাড তখনই একটা চিঠি লিখতে বসল। শুভেচ্ছা আর প্রাপ্তি সংবাদ জানিয়ে।

উত্তরটা হল এই রকম–

টনি আমার ভালোবাসা, আর অন্তরের গভীর সমবেদনা গ্রহণ কর। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তুমি খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠো। আর নতুন দায়িত্বে আরো সফল ভাবে কাজ করো।

গেরস্কির মৃত্যু সত্যি আমার কাছে খুবই সুখের সংবাদ।

এই সঙ্গে আমার অভিমানটুকু জানিয়ে রাখি। তোমার সঙ্গী এই সুন্দরীটি কে? যে এত গুছিয়ে তোমার মনের কথা লেখার অধিকার রাখে! তার কথা তুমি কিন্তু আমাকে বলনি বা তাকে দেখাও নি!

নীচে নাম সই করে ডাকে পাঠাবার মত তৈরী করে ফেলল ব্রাড।